ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

অক্টোবর ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

নারী ক্ষমতায়ন

মহিলা-নেতৃত্বে উত্তরণের সূত্রে জাতির ক্ষমতায়ন
মানেকা সঞ্জয় গান্ধী

মাতৃ ও শিশু কল্যাণেই প্রকৃত ক্ষমতায়ন
প্রীতি সূদন

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার
লেখা চক্রবর্তী, পীযুষ গান্ধী

বিশেষ নিবন্ধ

সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে
সঈদা হামিদ

ফোকাস

মহিলা পরিচালিত উদ্যোগ গড়ে নারীর ক্ষমতায়ন
এন. ভি. মাধুরী

স্বাস্থ্যকর্মীদের পারিশ্রমিকে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি

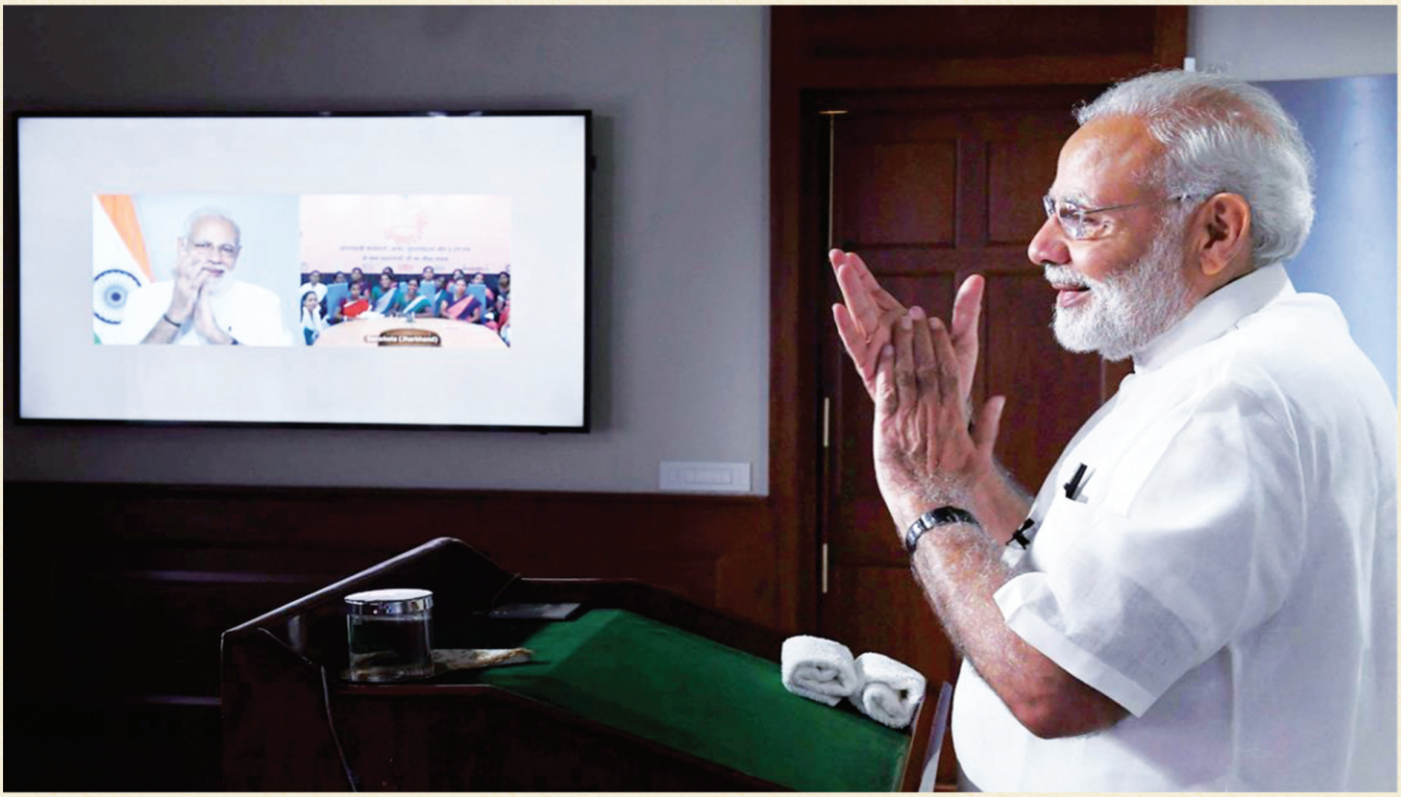

গত ১১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লক্ষ লক্ষ আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা নার্স ধাত্রী (এএনএম)-দের সঙ্গে ভিডিও ব্রিজের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা করেন। সেই কথোপকথনের ফাঁকেই তিনি আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পারিশ্রমিকের নজিরবিহীন বৃদ্ধি ঘোষণা করেন। সাধারণত আশা কর্মীদের দেওয়া প্রদত্ত অঙ্ক বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। এর পাশাপাশি, সব আশা কর্মী ও তাদের সহকারীদের প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার মাধ্যমে বিনামূল্যে বিমার আওতাভুক্ত করা হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পারিশ্রমিকেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। যারা ৩০০০ টাকা করে পেতেন, তারা এবার থেকে পাবেন ৪৫০০ টাকা। ঠিক একইভাবে, যারা ২২০০ টাকা পেতেন তারা পাবেন ৩৫০০ টাকা। অঙ্গনওয়াড়ি সহকারীদের প্রাপ্য ১৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ২২৫০ টাকা হচ্ছে।

আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও এএনএম কর্মীদের সঙ্গে এই আলাপচারিতা চলতি ''পোষণ-মাস''-এর অঙ্গ। এসব স্বাস্থ্যকর্মীদের মিলেমিশে কাজ করার প্রচেষ্টা, উদ্ভাবনী পন্থা ও প্রযুক্তির ব্যবহার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং পোষণ অভিযানের লক্ষ্য অর্জন—দেশকে অপুষ্টি মুক্ত করা—এই সব ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ও অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাদের সাধুবাদ জানান।

এদিনের বার্তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা—

- পোষণ অভিযানের সূচনা হয় রাজস্থানের ঝুনঝুন থেকে। উদ্দেশ্য স্টান্টিং (ঠিকমতো উচ্চতা না বাড়া), রক্তাল্পতা, অপুষ্টি ও জন্মের সময় ওজন কম হওয়ার মতো সমস্যা মেটানো। এই অভিযানে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা ও শিশুকে যুক্ত করা অত্যাবশ্যক।
- পুষ্টি ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর জোর দিয়েছে সরকার। টিকাকরণ এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে, যার ফলে বিশেষত উপকৃত হচ্ছেন মহিলা ও শিশুরা।
- নবজাতকের পরিচর্যায় এসেছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য, ফি বছর উপকার পাচ্ছে ১২.৫ লক্ষ শিশু।
- স্বাস্থ্য ও দেশের বিকাশের মধ্যেকার যোগসূত্র তুলে ধরেন ; বলেন যে দেশের শিশুরা দুর্বল হলে শ্লথ হয়ে যাবে বিকাশের গতি।
- উল্লেখ করেন দেশের সর্বপ্রথম 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের সুবিধাভোগীর কথা—বেবি করিশ্মা, যে 'আয়ুষ্মান বেবি'-র তকমা পেয়েছে। তিনি আরও বলেন যে দশ কোটিরও বেশি পরিবারের আশাভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছে সে।

সারা দেশের স্বাস্থ্যকর্মী ও সুবিধাভোগীরা তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানান প্রধানমন্ত্রীকে।

অক্টোবর, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মন্ডল**
সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- মহিলা-নেতৃত্বে উত্তরণের সূত্রে জাতির ক্ষমতায়ন — মানেকা সঞ্জয় গান্ধী ৫
- মাতৃ ও শিশু কল্যাণেই প্রকৃত ক্ষমতায়ন — প্রীতি সূদন ৮
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ : মহিলাদের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার — লেখা চক্রবর্তী, পীযুষ গান্ধী ১১
- প্রসঙ্গ আদিবাসী মহিলাদের ক্ষমতায়ন — দীপক খাণ্ডেকর ১৫
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও নারী ক্ষমতায়ন — ড. দেবজ্যোতি চন্দ ১৭
- নারী ক্ষমতায়ন : আইনি সংস্থান — গীতা লুথরা ২৩
- নারী ক্ষমতায়ন ও ভারতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র — চন্দ্রকান্ত লহারিয়া ২৬

বিশেষ নিবন্ধ

- সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে — সঈদা হামিদ ২৯

ফোকাস

- মহিলা পরিচালিত উদ্যোগ গড়ে নারীর ক্ষমতায়ন — এন. ভি. মাধুরী ৩৩

অন্যান্য নিবন্ধ

- বিকেন্দ্রীভূত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা : পঞ্চায়েতের ভূমিকা — ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪১
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৪২
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৪৩
- প্রধানমন্ত্রীর বার্তা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ
- যোজনা কলাম — তৃতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

প্রসঙ্গ নারী নেতৃত্ব সূত্রে বিকাশ

একজন নারীর জীবন মানে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত। তার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে সৃষ্টি, লালন এবং রূপান্তরের ক্ষমতা। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি বা কৃষ্টিতে নারীশক্তির ধারণা বহমান। সুপ্রাচীন কাল থেকে দেবী মাতৃকা বিভিন্ন রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। পূর্ব ভারতে দূর্গা ও কালী রূপে, মহিষাসূরমর্দিনী ও ভগবতী রূপে কেরালায় ইত্যাদি। নারী সর্বদাই শক্তির আধার রূপে বর্ণিত ও চিত্রিত। নারীশক্তির সমকক্ষ হয়ে উঠতে পুরুষজাতি অপারগ, এ এক অবিসংবাদিত স্বীকৃত সত্য।

তবে, এ হল বাস্তব চিত্রের একটা দিক। আর বিপরীত দিকের অন্ধকারাচ্ছন্ন সত্যটা হল, নিজেদের ব্যক্তি জীবনেই মহিলাদের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ মূক। পরিবারের তরফে গৃহীত সিদ্ধান্তকেই তারা মুখ বুজে মেনে নেন। নারীর জীবন সবসময়ই কোনও না কোনও পুরুষের দীর্ঘ ছায়ায় ঢাকা পড়ে থাকে, সেই পুরুষটির অনুগত হয়েই নিজের গোটা জীবন কাটিয়ে দেন মহিলারা। নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহদানের আদৌ দরকার আছে বলেই গণ্য করা হয় না। মা, স্ত্রী ও কন্যা হিসাবে কর্তব্য ও দায়দায়িত্বের নিচে নারীর কষ্টদুঃখ, দুর্দশা চাপা পড়ে যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে মেয়েদের জীবনের এই চেনা ছবিটির নিরিখে আমরা এক বিরাট পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছি। আধুনিক মহিলাকুল আজ আর চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে আটকে নেই। নারী আজ সবদিক থেকেই তার নিজের মূল্য উপলব্ধি করতে পেরেছে। ঘরের আঙ্গিনা হোক বা কর্মস্থল, সবখানেই লিঙ্গসাম্য ও ন্যায়ের দাবিতে সোচ্চার সে। কর্মজীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তার সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল যে কাঁচের দেওয়ালগুলোকে, তা চুরচুর করে ভেঙ্গে ফেলেছে। প্রযুক্তি হোক বা মহাকাশ বিজ্ঞান, ক্রীড়াজগত, তথা সশস্ত্রবাহিনী সর্বত্রই নারী আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। গ্রাম ভারত হোক না নগর, প্রতি পাঁচজন মহিলার মধ্যে একজন অন্তত ব্যবসায়ী/কারবারি।

এই নারীসমাজের এই উত্তরণের পর্বে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। মাতৃগর্ভে কন্যাসন্তানকে সুরক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা থেকে শুরু করে কর্মস্থলে পেশাজীবী মহিলাদের নিরাপত্তাদান পর্যন্ত হাজার একটা উদ্যোগ সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছে। মাতৃত্বলাভের যাত্রাপথে নারীর স্বশক্তিকরণ বর্তমান সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেন্ডা। 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা'-র মতো প্রকল্প মহিলাদেরকে তার গর্ভধারণ ও স্তন্যদান পর্বে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করে। আর একটি খুব তাৎপর্যবাহী পদক্ষেপ হল, মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত আইনের রদবদল করে কর্মরতা মহিলাদের সবেতন ছাব্বিশ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটির সংস্থান। 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি' ও 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা'-র মতো বিভিন্ন প্রকল্প কন্যাসন্তানদের অধিকার বলবৎ করতে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে; ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে কন্যাভ্রূণ হত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে তথা পরবর্তীতে তার শিক্ষার অধিকার ও আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার সূত্রে। কেবলমাত্র সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মহিলাদেরই স্বশক্তিকরণ সম্ভবপর। 'আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচি', 'জাতীয় পুষ্টি মিশন', 'উজ্জ্বালা যোজনা' ইত্যাদি প্রকল্প ভারতীয় নারীর স্বাস্থ্যগত ও পুষ্টিগত চাহিদার প্রতি সজাগ নজর রেখে আসছে।

উদ্যোগ বা কারবার বিকাশ কর্মসূচি নারীকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করে। 'প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা', 'স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া', 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' এবং 'জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন'-এর আওতাধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রকল্প ইত্যাদি বিবিধ কর্মসূচি মহিলাদের আর্থিক দিক থেকে সুরক্ষিত ও স্বাধীন করে তুলছে। মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'-ও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নিচ্ছে।

নারী ক্ষমতায়নের অ্যাজেন্ডাতে শীর্ষে রয়েছে সববয়সি মহিলাদের সর্বত্র সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান। কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি সংক্রান্ত আইন, অনলাইন অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা, ১৮২ মহিলা হেল্পলাইন, ওয়ান স্টপ সেন্টার, প্যানিক বাটন ইত্যাদির সংস্থানের মাধ্যমে নিরাপত্তাদানের সূত্রে ক্ষমতায়নের পথে মেয়েদের যাত্রাকে সুগম করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। মুসলমান ধর্মাবলম্বী মহিলাদের অগ্রগতির পথে এক তীক্ষ্ণ কাঁটা হল 'তিন তালাক' নামক কুপ্রথা। সংসদের লোকসভায় ইতোমধ্যেই এই নক্কারজনক প্রথা রদ করতে 'তিন তালাক বিল' পাস হয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই নারী। কাজেই তাদের স্বশক্তিকরণের কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে গেলে বিকাশের যাত্রাপথে পাড়ি জমানো সম্ভবপর নয়। আর যদি নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক বহুমুখী সংগঠিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই, তা হলে নিঃসন্দেহে দেশও অচিরেই উন্নয়নের প্রশ্নে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মহিলা-নেতৃত্বে উত্তরণের সূত্রে জাতির ক্ষমতায়ন

মানেকা সঞ্জয় গান্ধী

বর্তমান কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে বিশেষ খেয়াল রাখা হয় পিছিয়ে পড়া এলাকার দিকে, যাতে একেবারে নিচুতলার মেয়েরা নিজেদের অবস্থা বেশ বড়ো রকম বদলের স্বাদ পায়। শুধুমাত্র মেয়েদের উন্নতি নয়, বরং আমাদের অবশ্যই দরকার মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন। মহিলা নেতৃত্বে উন্নতিতে আস্থাশীল হওয়াটাই এগোনোর উপায়। এই সেন্টিমেন্ট বা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সরকারের কর্মকৌশলের ভিত্তি। এজন্যই এত কম সময়ে আমরা যা ভেবেছিলাম, দেখছি তার চেয়ে মেয়েদের সামনে ঢের বেশি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

মেয়েরা ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। বেশ কিছু বছর যাবৎ আমরা জনজীবনে মহিলাদের ভূমিকা বাড়তে দেখেছি—অফিস কাছারি, আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসর, আমলাতন্ত্র, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আরও অনেক কিছুতে। এসব পরিবর্তন ইতিবাচক এবং তা ঘটছে আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে।

আমার বিশ্বাস মহিলা ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইদানীংকার হালচাল খুবই উৎসাহজনক। এই প্রথম ভারতীয় বায়ু সেনায় যুদ্ধ বিমান চালক নিযুক্ত হয়েছেন মহিলারা। স্থল সেনায় মেয়েদের লড়াকু হিসেবে অংশ নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে বেশ গুরুত্ব দিয়ে। অলিম্পিক, কমনওয়েলথ গেমস এবং ক্রিকেট সমেত বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে ভারতের মেয়েরা। এমনকি ভারতের মঙ্গলযানের সফল উৎক্ষেপণ এবং একটি মাত্র রকেটে চাপিয়ে রেকর্ড সংখ্যক ১০৪-টি ন্যানো স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে পাঠানোর বন্দোবস্তেও শামিল ছিলেন একদল মহিলা বিজ্ঞানী। এই মহিলারা দেশের পক্ষে পথিকৃৎ (রোল মডেল); যেখানে এখন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’।

স্কুল শিক্ষায় লিঙ্গসাম্য, অর্থাৎ ছেলে-মেয়ের সমতা অর্জনে ভারত সফল। এমনকী চিকিৎসা, আইন, তথ্যপ্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবস্থাপনা (ম্যানেজমেন্ট) গোত্রের কারিগরি এবং পেশাদারি শিক্ষাতেও মেয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে। মেয়েদের সাক্ষরতার হার ১৯৫১-র নিছক ৯ শতাংশ থেকে ২০১১-এ দাঁড়ায় ৬৫ শতাংশ। অবস্থা বদলানোর জন্য এটা এক মস্ত কারণ।

ভারতে আজকাল কর্মস্থলে এক-চতুর্থাংশ কর্মী মহিলা। কাজকর্ম যত বেশি কারিগরি জ্ঞানবহুল এবং জটিল, সেখানে ক্রমশ আরও বেশি মহিলাকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা। এখন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের এক-তৃতীয়াংশ মেয়ে। প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্য কর্মীদের তিন-চতুর্থাংশের বেশি মহিলা। হিসেব অনুসারে, এক-তৃতীয়াংশ সার্টিফিকেটধারী চিকিৎসা গবেষক, ব্যাঙ্ক কর্মী, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্ট মেয়েরা। ব্যবসায়িক উদ্যোগের মানসিকতায় ভরপুর এদেশে অধুনা তারাই উদ্যোগীদের এক-পঞ্চমাংশ। বিচিত্র সব ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুবাদে ব্যক্তি এবং জনজীবনে তাদের ক্ষমতা বেড়ে চলেছে।

রাজনীতিতেও নারীদের সংখ্যা বাড়ছে আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্যদের প্রায় ৪৬ শতাংশ এখন তারাই। গ্রামে এই ক্ষমতার অবস্থানে ১৩ লক্ষের বেশি মহিলা থাকায়, একেবারে নিচ তলা থেকে বদলে যাচ্ছে আমাদের দেশের ভোল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাত্র ৪৫ জন মহিলা প্রার্থীর জায়গায় ২০১৪-র ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন ৬৬৮ জন মহিলা।

[লেখক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : min-wcd@nic.in]

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও মেয়েদের উন্নতি লক্ষণীয়। মেয়েদের গড় প্রত্যাশিত আয়ু ১৯৫০-'৫১-র মাত্র ৩১.৭ বছর থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ছিল প্রায় ৭০ বছর। বাড়ি নয়, হাসপাতালে বাচ্চার জন্ম হচ্ছে এখন ঢের বেশি—হাসপাতাল, মাতৃসদন এবং নার্সিং হোমের মতো প্রতিষ্ঠানে প্রসব ২০১৪-'১৫-এ ছিল ৭৯ শতাংশ। শিশু এবং মা উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য এটা ভালো খবর। ২০০১-'০৩ এবং ২০১১-'১৩-এর মধ্যের দশকে প্রসূতি মৃত্যুহার কমেছে ৫০ শতাংশ।

মেয়েদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানাদিতে আর্থিক পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ বেড়েছে বিস্তর, বিশেষত গত ক'বছর। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে এমন মহিলার সংখ্যা ২০০৫-'০৬-এর মাত্র ১৫ শতাংশ থেকে ২০১৫-'১৬-তে দাঁড়ায় ৫৩ শতাংশ।

এসব ইতিবাচক পরিসংখ্যান সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এখনও তাদের জীবন ও অধিকারে মেয়েদের গুরুতর সঙ্কটের মুখে পড়তে হয়। আমরা রোজ শুনতে পাই হাড়হিম করা হিংসার ঘটনা এবং সেইসঙ্গে আজও দেখি বাচ্চা ভাই-বোনের দেখভাল করতে স্কুল ছাড়ছে কমবয়সি মেয়েরা। অনেক সময় বিয়ে দেওয়ার জন্যও অল্প বয়সের মেয়েকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় স্কুল থেকে। ঘরগেরস্থালি এবং খেতখামারে বিনা মজুরির খাটুনি যেন মেয়েদের বরাত। ঘরে বা বাইরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের কথা গুরুত্ব পায় না তেমন একটা। এসব আজও বাস্তব জীবনে নগ্ন সত্য। ভারতে মেয়েদের ক্ষমতা সত্যিকার বাড়াতে চাইলে, এসব বৈষম্য এবং হিংসার কথা মেনে নেওয়া ও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সরকার মনে করে, যেসব সমস্যা ভারতের নারীদের ভোগাচ্ছে সেগুলি আমাদের গোটা সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর। লিঙ্গসাম্য বা নারী-পুরুষ সমতার আদর্শ পূরণ সুনিশ্চিত করার জন্য সব রকম পদক্ষেপ নিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মেয়েদের ক্ষমতায়ন না হলে দেশের কোনও উন্নতি সুস্থায়ী হতে পারে না।

মহিলা নাগরিকদের উন্নতির জন্য নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশের পাশাপাশি তাদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার নিয়েছে বেশ কিছু ব্যবস্থা। শিক্ষা এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে মেয়েদের উৎসাহ দিতে, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে, জনজীবন এবং রাজনীতিতে যোগদান বাড়াতে, ঘরে-বাইরে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং সমতায় সক্ষম করতে বেশ কিছু আইন পাস এবং কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে।

সমস্যার মূলে আঘাত হানতে, আমরা চালু করেছি 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কর্মসূচি। গোটা দেশে মেয়েদের সম্পর্কে মনোভাবের জটিল সব ইস্যু মোকাবিলা করাই এর উদ্দেশ্য। মেয়েদের বিষয়ে মানুষের চিন্তাধারা পালটাতে না পারলে, ক্ষমতায়নের জন্য অন্যান্য প্রচেষ্টায় দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যের সম্ভাবনা কম।

এই কর্মসূচির পাশাপাশি, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনারও শুরু ২০১৫-তে। এই প্রকল্পে কমবয়সি মেয়েদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে সাধ্যমত ছোটো অঙ্কের টাকা জমা দিতে পারেন অভিভাবকরা। এই অ্যাকাউন্টে সুদ মেলে বেশি হারে। কন্যাসন্তানের আঠারো বছর বয়সে পৌঁছলে টাকা তুলে নেওয়া যায়। উচ্চশিক্ষা বা অন্যান্য বিনিয়োগের জন্য এটা মেয়েদের পক্ষে খুব কাজের। ইতোমধ্যে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ মেয়ের জন্য খোলা হয়েছে এই অ্যাকাউন্ট। এসব অ্যাকাউন্টে জমার অঙ্ক ২৫,৯৭৯ কোটি টাকা।

মেয়েদের সামগ্রিক ক্ষমতায়নে মূল ভূমিকা নেয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বছর কয়েক আগেও, একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা ছিল মস্ত ঝক্কির কাজ। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা মারফত আমরা ব্যাঙ্ক পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিতদের জন্য সেই পরিষেবা মেলার বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হয়েছি। জনধন-এর আওতায় মহিলাদের জন্য খোলা হয়েছে ১৬ কোটি ৪২ লক্ষ অ্যাকাউন্ট। সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যায় মহিলাদের অংশভাক ২০১৪-এর ২৮ শতাংশের তুলনায় ২০১৭-তে বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশ (৪০-টি প্রথম সারির ব্যাঙ্ক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের তথ্য মাফিক)। কয়েক দশক যাবৎ আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বেশ বড়োসড়ো এবং দ্রুত বিকাশ।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায়, আমাদের সরকার কোনও জামিন ছাড়াই ছোটোখাটো উদ্যোগীকে ঋণ জোগানোর ব্যবস্থা করেছে। এই ঋণের ৭৫ শতাংশ পেয়েছে মেয়েরা। এই প্রকল্পে উপকার হয়েছে ৯ কোটি ৮১ লক্ষ মহিলা উদ্যোগীর।

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতায় সাহায্য পেয়েছে ৪৭ লক্ষের বেশি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী। তাদের দেওয়া হয়েছে ২০০০ কোটি টাকার উপর। গত অর্থ বছরে মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণ মঞ্জুরি বাড়ে ৩৭ শতাংশ।[১]

আমাদের মহিলা কর্মীকুলের সম্ভাবনা বিকাশের আর এক বড়ো দিক হল দক্ষতা উন্নয়ন। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় বহু সংখ্যক যুবা শিল্প সংক্রান্ত দক্ষতায় প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এযাবৎ এই প্রকল্পে দেওয়া শংসাপত্রের অর্ধেক পেয়েছে মেয়েরা।

মেয়েদের কাজ ছেড়ে দেওয়া আটকাতে, মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন সংশোধনের মাধ্যমে নারী কর্মীদের আবশ্যিক সবেতন প্রসূতি অবস্থাকালীন ছুটি বেড়ে হয়েছে ২৬ সপ্তাহ। বাচ্চা জন্মানোর সময় বেতন বন্ধ বা কাজ চলে যাওয়ার ভয় না থাকায় বেড়েছে নারী কর্মীদের ক্ষমতা। সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠা এবং শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোরও সময় মিলছে এখন।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই সুরক্ষা সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনায় গর্ভবতী এবং স্তন্যপান করানো মায়েদের নগদ টাকা দেওয়া হয়। মজুরি খোয়ানোর কিছুটা পূরণের জন্য এসব মা পান ৬০০০ টাকা। এর ফলে মায়েরা প্রসবের আগে-পরে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে এবং বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন। এই প্রকল্পে ইতোমধ্যে নথিভুক্তি হয়েছে ৩৮ লক্ষের বেশি।

উঁচু পদে বসিয়ে যোগ্য মহিলাদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানানোটা এক ভালো পদক্ষেপ। সেইসঙ্গে এই পদক্ষেপ সংস্থাগুলিকে আরও বেশি করে মেয়েদের পক্ষে সহায়ক করে তোলে। এজন্য সব সরকারি-অসরকারি সংস্থার বড়ো বড়ো পদ এবং পরিচালক পর্ষদে মহিলাদের রাখতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানিগুলিতে ৫ লক্ষের উপর মহিলা ডিরেক্টর আছেন যা কিনা ভারতে এযাবৎ সবচেয়ে বেশি।

গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যরা তাদের গ্রামের ক্ষমতা বাড়ানোয় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাদেরকে ঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করার জন্য ১৮ হাজার মহিলা সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে মহিলা এবং শিশু বিকাশ মন্ত্রক। তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার উন্নতি করতে, আমরা এবছর তালিম দেব আরও ১৩ হাজার মহিলাকে।

কর্মীবাহিনীতে মেয়েদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে চাইলে, কর্মস্থলকে মহিলা কর্মীদের পক্ষে স্বচ্ছন্দকর করে তোলা দরকার। এজন্য, আমরা কর্মস্থলে মেয়েদের যৌন হয়রানি (নিবারণ, নিরোধ এবং প্রতিকার) আইন, ২০১৩ কঠোরভাবে রূপায়ণ করছি। এই আইন কর্মস্থলে মহিলাদের জন্য নিরাপদ এবং সুরক্ষিত পরিবেশের ব্যবস্থা করে ও যে কোনও বয়স, আংশিক বা পূর্ণ সময়ের কর্মী, সরকারি-বেসরকারি এবং সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্র নির্বিশেষে নারী ইত্যাদি এর আওতায় পড়ে। ঘরগেরস্থালির কর্মী, পড়ুয়া শিক্ষানবিশ এবং মায় অফিসে দেখাসাক্ষাৎ করতে আসা মেয়েরাও এর অন্তর্ভুক্ত। আমার মন্ত্রক সম্প্রতি কর্মস্থলে যৌন লাঞ্ছনা জাতীয় ঘটনার জন্য অনলাইন অভিযোগ পেশের ব্যবস্থাও চালু করেছে। এর ফলে এমন ঘটনা রিপোর্ট করা এবং অভিযোগ ফয়সালার জন্য কী করা হচ্ছে তা জানাটা মহিলাদের পক্ষে সহজ হবে।

ঘরকন্নাতেও মেয়েরা প্রচুর পরিশ্রম করে যার দরুন টাকাকড়ি মেলা দূর অস্ত, বেশিরভাগ সময় সেটা যে কোনও কাজ তার স্বীকৃতিটুকুও জোটে কই! মহিলাদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং তাদের শরীরস্বাস্থ্য রক্ষা করতে, উজ্জ্বলা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে বিপিএল পরিবারের মেয়েদের বিনা খরচে এলপিজি-র কানেকশন দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য অপরিচ্ছন্ন জ্বালানি ছেড়ে মেয়েরা যাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে ঝোঁকে। এতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ২০১৮-র জুলাই অবধি ৫.০৮ কোটি এলপিজি কানেকশন দেওয়া হয়েছে। শুকনো লতাপাতা-কাঠকুটো, ঘুঁটের মতো অস্বাস্থ্যকর জ্বালানি ব্যবহার করার হাত থেকে মেয়েরা রেহাই পাচ্ছে এবং বাঁচছে তাদের সময়ও। এই বাড়তি সময়টা তারা লাগাতে পারবে অন্য উৎপাদনশীল কাজে।

সুরক্ষাও ক্ষমতায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিজেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত ভাবলে তবেই মেয়েরা অর্থনীতি এবং জনজীবনে পুরোপুরি অংশ নিতে সক্ষম হবে। এজন্য, সরকার ৩১-টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১৮১-টি মহিলা হেল্পলাইন এবং ২০৬-টি ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করেছে যেখানে নির্যাতিত মেয়েরা সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে পারে। পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের নীতি কার্যকর হচ্ছে। বিপন্ন মেয়েরা যাতে সাহায্যের আবেদনে দ্রুত সাড়া পান সেজন্য শীঘ্রই সব মোবাইল ফোনে থাকবে প্যানিক বাটন। যৌন হামলার ঘটনায় ফরেনসিক বিশ্লেষণ ক্ষমতার উন্নতি এবং ৮-টি বড়ো শহরে মেয়েদের জন্য আরও সুরক্ষার বিশদ পরিকল্পনা রূপায়ণে নির্ভয়া তহবিল ব্যবহার করা হচ্ছে। সুরক্ষার জন্য এসব এবং অন্যান্য বহু উদ্যোগ মেয়েদের ক্ষমতায়নের পক্ষে সাহায্য করবে।

সরকার মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। তবে প্রত্যন্ত এবং পশ্চাৎপদ এলাকায় কিছু ক্ষেত্রে এসবের সুফল পৌঁছয় না। এ সমস্যা ঘোচাতে এবং সারা দেশে সব মহিলার কাছে উপকার পৌঁছে দিতে, আমার মন্ত্রক সম্প্রতি চালু করেছে মহিলা শক্তি কেন্দ্র প্রকল্প। এই কর্মসূচিতে মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য সরকারি প্রকল্প এবং পরিষেবার কথা গাঁয়েগঞ্জের মহিলাদের জানাতে ৩ লক্ষ পড়ুয়া স্বেচ্ছাসেবক দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে।

এখন আমার মন্ত্রকের নজর হচ্ছে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এগোনোর পথে কোনও মহিলা যেন বাদ না পড়ে। বর্তমান কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে বিশেষ খেয়াল রাখা হয় পিছিয়ে পড়া এলাকার দিকে, যাতে একেবারে নিচুতলার মেয়েরা নিজেদের অবস্থা বেশ বড়ো রকম বদলের স্বাদ পায়।

শুধুমাত্র মেয়েদের উন্নতি নয়, বরং আমাদের অবশ্যই দরকার মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন। মহিলা নেতৃত্বে উন্নতিতে আস্থাশীল হওয়াটাই এগোনোর উপায়। এই সেন্টিমেন্ট বা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সরকারের কর্মকৌশলের ভিত্তি। এজন্যই এত কম সময়ে আমরা যা ভেবেছিলাম, দেখছি তার চেয়ে মেয়েদের সামনে ঢের বেশি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

মেয়েরা চায় নিরাপদ এবং সক্ষমকারী এক পরিবেশ যা উৎসাহিত করে তাদের ক্ষমতায়নে। নিজেদের শক্তিসামর্থ্যের সুলুকসন্ধান পেতে এবং কৃত্রিম বাধাবিপত্তিতে আটকে না থাকতে, তারা যেন ভয় ছাড়া জীবন কাটাতে পারে। এর পাশাপাশি, অন্যদের সঙ্গে মেয়েদের সমান ও ন্যায্য সুযোগ দিতে দরকার সদর্থক নীতি। সঠিক সুযোগসুবিধে পেলে, ভারতীয় মেয়েদের সম্ভাবনা বিপুল।

অন্যান্য বহু দেশের সাপেক্ষে ভারতে কমবয়সিরা বেশি থাকায়, ভারত তা কাজে লাগাতে চাইলে, ক্ষমতা সক্ষম মহিলাদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে চাই তারা, শিক্ষা এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের মাধ্যমে, আরও বেশি জনজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, দেশ গড়ায় অবদান রাখছে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) http://pib.nic.in/newsite/print_Release.aspx?relid=176062

মাতৃ ও শিশু কল্যাণেই প্রকৃত ক্ষমতায়ন

প্রীতি সূদন

যদি এমন একটি দেশ গড়তে হয় যেখানে মহিলারা হবেন আর্থ-সামাজিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে শক্তিশালী ও উৎপাদনশীল; তাহলে সবার আগে তাদের জন্য গুণমানসম্পন্ন ও বৈষম্যহীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবা সুনিশ্চিত করা জরুরি। সর্বজনবিদিত এই সত্যেরই স্বীকৃতি রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মহিলা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পে। ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন এই পরিচর্যায় নারীর জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা নারী, সদ্যপ্রসবা নারী, শিশু ও কমবয়সি মেয়ে, কিশোরী—সকলের জন্যই কর্মসূচি রয়েছে আর রয়েছে প্রজননক্ষম বয়ঃসীমার মহিলাদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে নারীদের ক্ষমতায়নের সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকেই। এই ক্ষমতায়ন অর্জনের প্রথম ধাপেই লিঙ্গ নির্ধারণ প্রতিরোধ এবং লিঙ্গ বিশেষে ভ্রূণ হত্যা বন্ধ হওয়া উচিত। গর্ভধারণের আগে ও পরে লিঙ্গ নির্ধারণ নিষিদ্ধকরণ এবং লিঙ্গ বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রাক্‌গর্ভধারণ (ও প্রসবপূর্ব স্তরে মেডিক্যাল পরীক্ষার অপপ্রয়োগ) বন্ধ করতে সরকারের তরফে ইতোমধ্যেই ১৯৯৪ সালের আইন প্রণীত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণকারী এই পদক্ষেপের পাশাপাশি ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ নামাঙ্কিত এক ‘ফ্ল্যাগশিপ’ কর্মসূচি আমরা হতে নিয়েছি; যার লক্ষ্য হল শিশুকন্যাদের অতীব আর্থ-সামাজিক মূল্য বিষয়ে সঠিক গণচেতনার বিকাশ ঘটানো।

যদি এমন একটি দেশ গড়তে হয় যেখানে মহিলারা হবেন আর্থ-সামাজিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে শক্তিশালী ও উৎপাদনশীল; তাহলে সবার আগে তাদের জন্য গুণমানসম্পন্ন ও বৈষম্যহীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবা সুনিশ্চিত করা জরুরি। সর্বজনবিদিত এই সত্যেরই স্বীকৃতি রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মহিলা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পে। ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন এই পরিচর্যায় নারীর জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা নারী, সদ্যপ্রসবা নারী, শিশু ও কমবয়সি মেয়ে, কিশোরী—সকলের জন্যই কর্মসূচি রয়েছে আর রয়েছে প্রজননক্ষম বয়ঃসীমার মহিলাদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি। স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবাগুলি ছাড়াও নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়ন অর্জনের লক্ষ্যে সচেষ্ট রয়েছে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত দপ্তরগুলি। এই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত গ্রামস্তরের ‘আশা’ সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মী থেকে শুরু করে সহায়ক নার্স ধাত্রী (ANM) এবং কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রশাসক ও নীতি প্রণেতারা কর্মরত রয়েছেন। ২০১৮-র মার্চ অবধি হিসাব অনুযায়ী, অগ্রবর্তী স্বাস্থ্য কর্মীরূপে প্রায় ১০ লক্ষ ৩১ হাজার ৮০৫ জন আশা এবং ২ লক্ষ ২০ হাজার ৭০৭ জন সহায়ক নার্স ধাত্রী কর্মরত রয়েছেন। এই মহিলা কর্মীদের অনায়াসেই দেশের স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকাঠামোর মেরুদণ্ড বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় প্রত্যেক মহিলারই উচ্চমানের প্রাক্‌প্রসব অন্তবর্তীকালীন ও প্রসবোত্তর পরিচর্যা পরিষেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই ভিসনকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান (PMSMA); যার মধ্যবর্তিতায় প্রতি মাসের ৯ তারিখ (এটা নয় মাস গর্ভাবস্থার প্রতীকী) গর্ভবতী মহিলাদের উচ্চমানের প্রসবপূর্ব পরিচর্যার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মাসের অন্যান্য

[লেখক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secyhfw@nic.in]

দিনেও সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত পরিচর্যা দেওয়া হয়ে থাকে। সর্বোপরি PMSMA-এর আওতায় সব ক'টি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাগুলিতে ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ গাইনোকোলজিস্টরা (OBGY) বিশেষ প্রাক্‌প্রসব চিকিৎসা পরিষেবার জন্য উপস্থিত থাকেন। আমরা গর্বিত যে ২০১৮-র এপ্রিল পর্যন্ত ১.৪২ কোটিরও বেশি প্রসবপূর্ব পরিচর্যা সম্পন্ন হয়েছে এবং PMSMA-এর আওতায় ৭ লক্ষের বেশি অত্যধিক ঝুঁকিসম্পন্ন গর্ভাবস্থা কেস চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া গ্রাম স্তরে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসগুলিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র মারফত প্রাক্‌প্রসব পরিচর্যা সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ধরনের স্বাস্থ্য চেকআপগুলির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এর সাহায্যে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি দেওয়া হয় এবং তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়, যাতে করে কোনরকম জটিলতা ছাড়াই সন্তান প্রসব নিরাপদ হয়ে উঠতে পারে। গর্ভাবস্থায় কী কী করণীয়, সে বিষয়ে অবহিত করতে প্রসূতিদের মধ্যে জননী ও শিশু সুরক্ষা কার্ড (MCP) ও নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, যারা সংকটপ্রবণ ও দুর্গম স্থানে বসবাস করেন তাদের কাছে পৌঁছনোর জন্য রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি পরিচালিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের নিজস্ব জননী ও শিশু ট্র্যাকিং ব্যবস্থা (MCTS), শিশু জন্ম সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পোর্টাল (RCH) এবং কিলকারি মোবাইল পরিষেবা। বলা বাহুল্য এগুলির সাহায্য নিয়ে প্রাক্‌প্রসব ও প্রসবোত্তর নারীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য সময়োচিত পরিষেবা, শিশুদের টিকাকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য অগ্রবর্তী কর্মীরা তালিকা-সহ প্রস্তুত থাকেন এবং টার্গেটভুক্তদের বয়স-উল্লেখিত মেসেজ বা কলের ভিত্তিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের (JSSK) আওতায় প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সিজারিয়ান-সহ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সন্তান প্রসবের সুযোগ রয়েছে। কর্মসূচিতে আরও যেসব সংযোগ রয়েছে সেগুলি হল : বিনামূল্যে ওষুধপত্র, ডায়গনস্টিক বা রোগ নির্ধারণ, রক্ত পরীক্ষা, আহার এবং বাড়ি থেকে আনার জন্য ও রেফেরাল্যের ক্ষেত্রে নিঃখরচায় পরিবহণ এবং বাড়িতে পৌঁছানো। এসব সুবিধার দরুন উপকৃত হয়েছেন ১.৩৩ কোটি গর্ভবতী মহিলা। নিখরচায় পরিবহণের সুযোগ নিতে হলে কল করতে হবে ১০২/১০৪ নম্বরে এবং আরও তথ্য জানতে যোগাযোগ করতে হবে আশা অথবা ANM কর্মীদের সঙ্গে। পরিষেবাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি চালু করা হয়েছে LaQshya কর্মসূচি। এর আওতায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে প্রসবকালীন লেবাররুম ও মাতৃত্ব অপারেশন থিয়েটারের উন্নতিসাধনের দিকটি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের (MoHFW) আওতাধীন যে জননী সুরক্ষা যোজনা রয়েছে, তাতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে একটি ক্যাশ প্রদানেরও প্রকল্প চালু রয়েছে। মৌলিক ও ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত চিকিৎসা পরিষেবা দেবার জন্য স্থাপন করা হয়েছে প্রথম রেফেরাল ইউনিট (FRU), জননী ও শিশু স্বাস্থ্য শাখা, নিবিড় ধাত্রীবিদ্যা চিকিৎসা ইউনিট ও প্রসব পয়েন্ট। এসবের সম্মিলিত প্রভাবে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা ৪৭ শতাংশ (DLHS-3, 2007-08) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৮.৯ শতাংশ (NFHS-4, 2015-16)।

শিশুর জীবনে তার প্রথম ১ হাজার দিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এই সময়পর্বেই স্থির হয়ে যায় তার ভবিষ্যৎ শরীরস্বাস্থ্য কেমন হবে। মানুষের মস্তিষ্কের ৪৫ শতাংশ গঠন সম্পূর্ণ হয় তার জীবনের প্রথম দুই বছরে। মানবজীবনের এই গঠনমূলক পর্যায়ে যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সঠিক পুষ্টি, গুণমান বিশিষ্ট শিশু পরিচর্যা পদ্ধতি, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ইত্যাদি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর সুপ্রভাব ফেলে। শিশু লালনপালনের সেরা পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বাবা-মা ও পরিচর্যাকারীদের শিক্ষিত ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'প্রথম এক হাজার দিনের যাত্রা' শীর্ষক একটি পুস্তক ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

মহিলাদের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে একটি সুস্থ বয়ঃসন্ধির বড়ো অবদান রয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালীন নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা ও ঝুঁকির কারণে মাতৃত্ব ও শিশুস্বাস্থ্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলার আশঙ্কা থাকে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উদ্যোগে সূচনা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রম; যার লক্ষ্য হল বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তথ্য পরিবেশন করা। কর্মসূচিটির আওতায় যেসব সুনির্দিষ্ট পরিষেবা রয়েছে, তার মধ্যে কাউন্সেলিং, স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ এবং আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড অনুপূরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাপ্তাহিক আয়রন-ফলিক অ্যাসিড সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে বিদ্যালয়গামী ছেলে-মেয়েদের অথবা বিদ্যালয়-বহির্ভূত মেয়েদের জন্য এবং আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করার জন্য বছরে দুইবার helminthic নিয়ন্ত্রণকারী Albendazole ট্যাবলেট দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৮-র এপ্রিল অবধি হিসাবে দেখা যায় যে সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়েছে ৩.৭ কোটি কিশোরীকে এবং এ কাজের জন্য বিশেষভাবে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়েছেন ২ লক্ষ প্রশিক্ষক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের আর একটি কর্মসূচি অনুযায়ী ১০-১৯ বয়ঃসীমার মেয়েদের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের ঋতুসংক্রান্ত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্যে ৭৫১৬-টি অ্যাডোলেসেন্ট-বান্ধব স্বাস্থ্য ক্লিনিকও (AFHC) খোলা হয়েছে।

প্রতিটি মহিলারই তার নিজের মাতৃত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের এমন একটি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি রয়েছে যার সাহায্য নিয়ে দম্পতিরা স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। স্থির করতে পারবেন সন্তান জন্মে সময়ের ব্যবধান ও তাদের পুত্রকন্যার সংখ্যা। মানুষের পরিবর্তিত রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দু'টি নতুন ধরনের গর্ভনিরোধক চালু করা হয়েছে। এগুলি হল ইনজেকশনযোগ্য Medroxy Progesterone Acetate (MPA) বা অন্তরা এবং নন-হরমোন্যান্স, নন-স্টেরয়ডাল সাপ্তহিক Centehroman পিল বা ছায়া। সন্তান জন্মের সঠিক ব্যবধান বা স্পেসিং করার বিষয়ে মহিলাদের সহায়তা দিতে জোর দেওয়া হয়েছে Post Partum IUCD (PPIUCD) বা Post Partum Sterilization এবং Post Abostion (PAIUCD)-এর উপর। বৈধ দম্পতিদের সুবিধার্থে আশা কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে গর্ভ-নিরোধক পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন। নব দম্পতিদের মধ্যে কাউন্সেলিং করার জন্য আশা কর্মীদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে যাতে দম্পতিরা বিবাহের পর দুই বছর এবং প্রথম সন্তানের জন্মের পর তিন বছরের স্পেসিং করতে আগ্রহী হন।

শিশুকন্যার সুস্থ শৈশবের লক্ষ্যে আরও কয়েকটি পরিষেবা রয়েছে। জেলাস্তরে স্থাপন করা হয়েছে বিশেষ নবজাতক পরিচর্যা ইউনিট এবং উপ-জেলা স্তরে রয়েছে নবজাতক সুস্থিতি ইউনিট এবং নবজাতক চিকিৎসা কর্নার। ইউনিটগুলির কাজকর্মের মধ্যে অন্যতম হল জটিল কেসগুলিতে সদ্যোজাত শিশুদের পরিচর্যা করা। সদ্যোজাতদের গৃহভিত্তিক পরিচর্যার জন্য আশা কর্মীরা বাড়িতেও গিয়ে থাকেন। বিশ্বের বৃহত্তম সর্বজনীন প্রতিষেধক টিকাকরণ প্রকল্প ভারতে পরিচালিত হচ্ছে বলে গর্ববোধ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দুই বছর বয়স অবধি শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা নারীদের পূর্ণ টিকাকরণ সুনিশ্চিত করার জন্য ২০১৪ সালে শুরু হয়েছে 'মিশন ইন্দ্রধনুষ' নামক এক বিশেষ প্রয়াস। আগে বাদ পড়েছেন এমন প্রতিটি গর্ভবতী নারী ও শিশুকে এর আওতায় আনা হচ্ছে। আজ অবধি আমরা ৩.১৫ কোটি শিশুকে (যার মধ্যে ৮০.৫৮ লক্ষ শিশুর পূর্ণ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে) এবং ৮০.৬৩ লক্ষ অন্তঃসত্ত্বা সংক্রমণ প্রতিরোধক টিকা দিতে পেরেছি। কর্মসূচিটির অঙ্গ হিসাবে ৯১.৯৪ লক্ষ ক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' ডোজ দেওয়া হয়েছে। যেসব শিশুরা অত্যধিক অপুষ্টিতে ভুগছে তাদের জন্য বিশেষজ্ঞ পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে খোলা হচ্ছে ১২৫০-টি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র (N.R.C.)। জন্মগত ত্রুটি, রোগব্যাধি, শারীরিক গঠনগত সমস্যা ইত্যাদি দ্রুত নির্ধারণ করে শিশুদের জীবনের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (RBSK) নামক একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে গত বছরের সেপ্টেম্বর অবধি ৭০.৯ কোটি শিশুকে পরীক্ষা করা হয়েছে যাদের মধ্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে ১.৫৫ কোটি শিশু।

সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নিখরচায় মহিলারা আর যেসব স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন তার মধ্যে রয়েছে ওষুধপত্র, ডায়গনস্টিক সুবিধা, ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট ইত্যাদি। এই খাতে বিগত তিন বছরে রাজ্যগুলিকে ১৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের 'স্বাস্থ্য ও সুস্থতা' কেন্দ্রগুলির (H.W.C.) মধ্যবর্তিতায় একাধিক রোগ প্রতিরোধ এবং প্রসারমূলক পরিষেবা রূপায়িত হচ্ছে যেগুলিতে সুসংবদ্ধ প্রাথমিক পরিচর্যা ছাড়াও বিশেষজ্ঞ মানের জননী ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থাকছে। পর্যায়ক্রমে **(সারা দেশে প্রায় দেড় লক্ষ HWC স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে)** মধ্যবর্তী-পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে, যাতে তারা ওইসব কেন্দ্র থেকে প্রসব, শিশু স্বাস্থ্য কেয়ার থেকে শুরু করে সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের সুসংবদ্ধ পরিষেবা দিতে পারেন। বহু সংখ্যক অগ্রবর্তী মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ওইসব কেন্দ্রে কর্মনিয়োগের সুযোগ পাবেন।

মহিলাদের জন্য দেশব্যাপী এই সুসংবদ্ধ স্বাস্থ্যপরিচর্যা পরিষেবার দরুন অনুর্ধ পাঁচ বছরের শিশু এবং প্রসবকালীন জননী মৃত্যু হার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। Matarnal এবং Neonutal টিটেনাস দূরীকরণের (MNTE) আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫-র ডিসেম্বরকে ধার্য করা হলেও তার আগেই ওই বছরের এপ্রিল মাসে ভারত সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনোর কৃতিত্ব অর্জন করে। প্রসূতি মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জন ভারতের আরও একটি সাফল্যের পরিচায়ক। প্রসূতি মৃত্যুহারের অনুন্নত (MMR) ৩৭ পয়েন্ট থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে এসেছে : ২০১১-১২ সালে প্রতি লক্ষে ১৬৭ লাইভ বার্থ হ্রাস পেয়ে এখন হয়েছে প্রতি লক্ষে ১৩০। বিগত কয়েক দশকে এরকম সাফল্যের নজির নেই। অর্থাৎ ২০১১-১৩ সালের তুলনায় এখন আমরা ১৩ হাজার বেশি প্রসূতি মায়ের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি।

রাজ্যগুলির অবিচল সহযোগিতা ও আমাদের একনিষ্ঠ, সংকল্পবদ্ধ অগ্রবর্তী কর্মীদের অক্লান্ত প্রয়াসের দ্বারা ২০৩০ সালের আগেই আমরা মাতৃ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুসাধ্য ও সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন করতে পারব বলে আশা রাখি।

অভীষ্ট এই সাফল্যই ভারতের মহিলা সমাজকে এক সুস্থ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে নিয়ে যাবে।❑

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ : মহিলাদের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার

লেখা চক্রবর্তী, পীযুষ গান্ধী

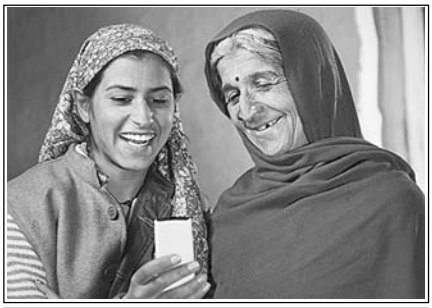

এটা প্রমাণিত যে, মহিলারা যত বেশি সংখ্যায় উপার্জনের পথে হাঁটছেন, ততই তাদের পরিবারের সার্বিক জীবনযাপনের মান বাড়ছে। পরিবারের হাতে বেশি টাকা আসার পাশাপাশি ছোটোদের পড়াশোনা এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে আরও সচেতনভাবে এগোনো সম্ভব হচ্ছে এর ফলে। যুক্তিযুক্ত সুদের হারে ঋণের সংস্থান মহিলাদের মধ্যে আর্থিক উদ্যোগের প্রবণতা বাড়ায়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অতিক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থার থেকে ধার নিয়ে তারা ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

আর্থিক উন্নয়ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলস্রোতের সঙ্গে মানুষের সংযোগসাধনের মাধ্যমে বঞ্চনা ও শোষণের বাঁধ ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়াটিই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। কম আয়ের মানুষজনকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এসে তাদের সম্পদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়টিও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ধারণার মধ্যেই পড়ে। এই সুরক্ষাবলয় না থাকলে বিপদে-আপদে সাধারণ নিরীহ মানুষ অসাধু মহাজনের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হতেই পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সুলভে ঋণের সংস্থানের ব্যবস্থা থাকলে এই শোষণ বন্ধ করা সম্ভব (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ২০১৩)।

এটা প্রমাণিত যে, মহিলারা যত বেশি সংখ্যায় উপার্জনের পথে হাঁটছেন, ততই তাদের পরিবারের সার্বিক জীবনযাপনের মান বাড়ছে। পরিবারের হাতে বেশি টাকা আসার পাশাপাশি ছোটোদের পড়াশোনা এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে আরও সচেতনভাবে এগোনো সম্ভব হচ্ছে এর ফলে।

যুক্তিযুক্ত সুদের হারে ঋণের সংস্থান মহিলাদের মধ্যে আর্থিক উদ্যোগের প্রবণতা বাড়ায়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অতিক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থার থেকে ধার নিয়ে তারা ব্যবসা শুরু করতে পারেন। মহাজনদের মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়া সহজ হলেও সেখানে সুদের হার অত্যন্ত চড়া। ফলে ঋণফাঁদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে গয়নাপত্র বা অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করে ঋণ মেটানোর বাধ্যবাধকতাও এসে পড়তে পারে।

সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বিষয়গুলি বোঝে। সে জন্যই চালু হয়েছে মুদ্রা যোজনা। ঋণদানের কর্মসূচিতে এগোনো হচ্ছে ক্ষেত্রভিত্তিক অগ্রাধিকারের নীতি নিয়ে। পেমেন্ট ব্যাঙ্ক কিংবা ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদে সংশ্লিষ্ট চালচিত্র বদলে ফেলার ক্ষমতা রাখে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের কাজটি শুধুমাত্র ঋণের সংস্থান নিশ্চিত করলেই সম্পন্ন হয়ে যায় না। যে বিষয়টি বহুদিন ধরে গুরুত্ব ও মনযোগ প্রাপ্তির দাবি রাখে তা হল সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া। এক্ষেত্রে সহজসাধ্যতা ও সম্ভাব্যতার দিকটিও সমান প্রাসঙ্গিক। সঞ্চয়ের সেকেলে পথগুলির মধ্যে একটি হল গয়না কেনা (টানাটানির সময় যা অনেক সময়েই কমদামে বেচে দিতে হয়) অথবা বাড়িতে নগত টাকা মজুত করে রাখা (এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সুদ মেলে না, ডাকাতির ভয়ও আছে)।

[শ্রীমতী চক্রবর্তী সহযোগী অধ্যাপক ও সম্পাদক, NIPFP বিজনেস নিউজলেটার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসি। ই-মেল : lekhachakraborty@gmail.com। শ্রী গান্ধী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্কলার ও ভিজিটিং রিসার্চার, NIPFP, নয়াদিল্লি।]

সারণি-১
ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং-এর সমকালীন চালচিত্র

বর্ষ	অ্যাকাউন্ট, পুরুষ	অ্যাকাউন্ট, মহিলা	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট, আয়, দরিদ্রতম চল্লিশ শতাংশ	অ্যাকাউন্টে মোবাইল বা ইন্টারনেট কাজে লাগিছেন এমন পুরুষ	অ্যাকাউন্টে লেনদেন করতে মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন এমন মহিলা	বাড়ির লোকজন বা বন্ধুবান্ধবের থেকে ধার নিয়েছেন এমন পুরুষ	বাড়ির লোকজন বা বন্ধুবান্ধব থেকে ধার নিয়েছেন এমন মহিলা
২০১১	৪৪%	২৬%	২৭%			২২%	১৮%
২০১৪	৬৩%	৪৩%	৪৩%			৩৫%	৩০%
২০১৭	৮৩%	৭৭%	৭৭%	৭%	৪%	৩৫%	৩০%

সূত্র : Global Findex Database
● সমীক্ষাটি করা হয়েছে ১৫ বছর বেশি বয়সিদের নিয়ে।

বহু দরিদ্র পরিবারেই মাসের শুরুতে উপার্জনের টাকা আসা মাত্র এলোমেলো খরচ হয়ে যায়। মাসের শেষে চলে চূড়ান্ত টানাটানি। যে কোনও পরিবারেই, বিশেষত মহিলা পরিচালিত পরিবারগুলির ক্ষেত্রে, জিনিসপত্র কেনায় মাসভর সামঞ্জস্যের পথে এগোনো নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবারগুলি এক্ষেত্রে বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা রাখতে পারে। এমনকি কিনতে পারে বিনিয়োগপত্র (financial instruments)। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি হাতে নেওয়া প্রকল্পগুলির অন্যতম হল প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের আর একটি দিক হল বিমা পরিষেবার যথোপযুক্ত সংস্থান। এক্ষেত্রে ভারতে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এখন। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে চালু হয়েছে স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। দুর্ভাগ্যজনক কোনও ঘটনায় শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়া মানুষের সহায়তায় চালু হয়েছে সুরক্ষা বিমা যোজনা। এইসব প্রকল্পের পাশাপাশি সরকার চালু করেছে অটল পেনশন যোজনা। মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। বার্ধক্যে সন্তান কিংবা স্বামীর অনুগ্রহের দিকে তাদের তাকিয়ে থাকার দরকার নেই আর। বৃদ্ধাবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রাখার সুযোগ এখন তাদের হাতের মুঠোয়। এর ফলে লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য কমবে। বিশেষভাবে লাভবান হবেন আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল মহিলারা।

বস্তুত, ২০১৬-র নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর বিমুদ্রায়নের ঘোষণার আগে থেকেই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে এবং জায়গায় জায়গায় আরও বেশি সংখ্যায় Point of Sale যন্ত্র, ই-ওয়ালেট, ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি ব্যবস্থাপত্র (Banking correspondents)— গড়ে তোলার মাধ্যমে ই-ব্যাঙ্কিং-এর প্রসারে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি ২০০৫-৬ সাল থেকেই আরও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। ওই সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার বার্ষিক নীতিতে সাধারণ মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় ব্যাঙ্কিং রীতিনীতিগুলি দূর করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বেশ জোরালোভাবে। নেওয়া হয় একগুচ্ছ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। কম আয়ের মানুষজনের মধ্যে পরিষেবার আরও প্রসারে উদ্যোগী হতে বলা হয় ব্যাঙ্কগুলিকে। এজন্য ব্যাঙ্কগুলিকে বাড়তি সুবিধার সংস্থানবিযুক্ত (no frills) খুব কম অঙ্কের ন্যূনতম জমা (balance)-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সুবিধা চালু করতে বলা হয়।

২০০৬ সালে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কিং প্রতিনিধি (Banking Correspondents) এবং লেনদেন সহায়ক (business facilitators)-দের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এবং গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি ব্যাঙ্কের পরিষেবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয় ওই সময়।

২০০৭-০৮ অর্থবর্ষে গড়ে তোলা হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ তহবিল (Financial Inclusion Fund) এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রযুক্ত তহবিল (Financial Inclusion Technology Fund)।

নীতি সংক্রান্ত সুপারিশ

১৫ বছরের বেশি বয়সি মহিলাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টধারীর শতাংশ ২০১৭ সালে দাঁড়িয়েছে ৭৭-এ। যা ২০১১-র তুলনায় ৫১ শতাংশ বেশি। এই বৃদ্ধি মূলত প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার কল্যাণে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হল দেশের সব নাগরিকের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। ব্যাঙ্কিং পরিষেবার এই প্রসারের ফলে উপভোক্তারা এখন আরও বেশি সংখ্যায় সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সামাজিক ও বিমা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। তবে জনধন যোজনার আওতায় খোলা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির একটা বড়ো অংশ জিরো ব্যালেন্সেরই রয়ে গেছে। ফলে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেগুলির কোনও কার্যকারিতা নেই।

সার্বিক নীতিসংক্রান্ত সুপারিশ মাফিক যে ব্যবস্থাগুলি চালু হয়েছে, তা হল :

● **ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি (Banking Correspondents) :** ব্যাঙ্ক এবং প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত মানুষের মধ্যে সংযোগসাধনের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি নিয়োগের কর্মসূচি চালু হলেও, তা এখনও খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি। পারিশ্রমিক কিংবা

উৎসাহভাতা কম হওয়ায় কাজটি খুব আকর্ষণীয় নয়। গ্রামীণ এলাকার মানুষও ইঁট-কাঠের ব্যাঙ্ক শাখার প্রতিই বেশি আকৃষ্ট।

● **ডাকঘর :** আর্থিক পরিষেবা প্রদানে ডাকঘরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আসছে। কিন্তু ডাকঘর পরিকাঠামোর পরিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে যতটা সুফল পাওয়া সম্ভব তা এখনও মেলেনি। এক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা হল উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাব। এজন্যই ডাকঘরগুলি যতটা পরিষেবা দিতে চায় ততটা দিয়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া, দেশের ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ডাকঘরের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার রয়েছে গ্রামঞ্চলে। গ্রামের মানুষ এখনও অনেকাংশেই অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিতে আগ্রহী। ঋণদান-সহ কোর ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানে ডাকঘরগুলিকে সক্ষম করে তোলার মতো ব্যবস্থাপনা এখনও গড়ে ওঠেনি।[১]

● **সচল ব্যাঙ্ক (Mobile Bank) :** ভারতে সাক্ষরতার হার উগাণ্ডা বা কেনিয়ার মতোই। ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামোর প্রশ্নে ওই দেশগুলির তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে ভারত। কিন্তু কেনিয়ার মতো দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ৭০ শতাংশেরই সচল ব্যাঙ্ক (Mobile Bank)-এ অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ভারতে এক্ষেত্রে খুব বেশি এগোনো যায়নি।

● **আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি (Literacy Programmes) :** অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ধার নেওয়ার প্রবণতা এদেশে এখনও বড়ো একটি সমস্যা। ১৫ বছরের বেশি বয়সি মহিলাদের ৩০ শতাংশই ধার নেওয়ার ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন (Global Findex—2017)। এক্ষেত্রে স্বভাবগত পরিবর্তনে মানুষের অনীহা বেশ স্পষ্ট। বেতার, দূরদর্শন কিংবা স্বীকৃত ঋণদান বিষয়ক পরামর্শ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সচেতনতা প্রসারের উদ্যোগ সেভাবে সফল হয়ে ওঠেনি।

মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে আরও কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে মনে হয়।

☐ **অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প**[২] **:** ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ ৫৩ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলির মাধ্যমেও মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে কাজ করা যেতে পারে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি বা Banking Correspondent হিসাবে গড়ে তুললে বর্তমান পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাঙ্ক শাখার অপ্রতুলতাজনিত সমস্যার সুরাহা সম্ভব। গ্রামে গ্রামে শামিয়ানা বা কিয়স্ক অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য desk রাখলে এলাকার মহিলাদের দূর-দূরান্তে ব্যাঙ্কের শাখায় যাওয়ার ঝক্কি পোয়াতে হবে না। তাছাড়া ঋণ, ভরতুকি, বিমা সব বিষয়েই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তারা হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন।

☐ **ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহীতার যোগ্যতা নির্ধারণে নতুন পন্থার উদ্ভাবন :** এই বিষয়টি নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয় না। কিন্তু সমস্যা হল এই যে, ঋণদানের সময় গ্রহীতার যোগ্যতা কিংবা পরিশোধের ক্ষমতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে চিরাচরিত মূল্যায়ন পদ্ধতি মহিলাদের পক্ষে বহু সময়েই অসুবিধাজনক। কারণ এই পদ্ধতিতে জামিন বা গ্যারান্টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যোগ্যতা ও পরিশোধের ক্ষমতা বিচারের ক্ষেত্রে নতুন কোনও পন্থা নিয়ে এগোনো দরকার। আফ্রিকার অনেক দেশে এই মূল্যায়নে মেধা, বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক দৃঢ়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় (GAP-র প্রতিবেদনে এর উল্লেখ রয়েছে)।

☐ **অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনভিত্তিক ঋণদান :** গ্রামের মানুষের অভাব এবং চাহিদা সম্যকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বহু সময়েই ফাঁক থেকে যায়। অতিক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা উদ্যোগপতিদের (এদের মধ্যে আবার মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার) ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে মহাজন বা অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ফাঁদে পড়া আটকাতে ঋণের ধরনধারণে আরও বৈচিত্র্য এবং গুণগত পরিবর্তন দরকার। তা সম্ভব হলে স্বনিযুক্তি, খুচরো ব্যবসা এমন কি রপ্তানির কাজ—এসব নানা ধরনের নতুন উপার্জন পন্থা খুঁজে নিতে পারবেন তারা।

☐ **বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথে মহিলাদের চাহিদা মতো ঋণের সংস্থান :** ভারতের মতো দেশে পিতা-মাতার সম্পত্তির অধিকার প্রধানত পুত্রদেরই। কন্যারা বাদ পড়েন এই প্রাপ্য থেকে। এখানে লিঙ্গ অসাম্য অত্যন্ত প্রকট। সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রেও লিঙ্গভিত্তিক প্রভেদ রয়েছে। গ্রামের জমিজমার মালিকানা প্রধানত পুরুষদের। গয়নাপত্র বা ওই ধরনের কিছু সম্পদ থাকে মেয়েদের মালিকানায়। এই সব বিষয়গুলি মাথায় রেখে মহিলাদের পক্ষে সুবিধাজনক পন্থায় ঋণের সংস্থানের লক্ষ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এগোতেই পারে।

☐ **আর্থিক সাক্ষরতা এবং জনবিন্যাসগত সুবিধা :** জনবিন্যাসগত সুবিধার প্রশ্নে ভারতের অবস্থান বেশ ভালো। কর্ম ও উপার্জনের দুনিয়ায় প্রবেশের অপেক্ষায় দেশের মানুষের বেশিরভাগ-ই। এই দুনিয়ায় মহিলাদের প্রবেশ যত বাড়বে, ততই বাড়বে তাদের আর্থিক স্বাধীনতা। ফলে, ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, বিমা, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর-এর মতো নানা কর্মসূচির বিষয়ে সম্যকভাবে আরও অবহিত করে তোলার দরকার হয়ে পড়বে। তারা যাতে অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন নিজেরাই করতে সক্ষম হন, তা নিশ্চিত করতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নিয়ম ও প্রযুক্তিগত নানা বিষয়ে অজ্ঞতা এবং নানা নেতিবাচক আষাঢ়ে গল্প এদেশের ব্যাঙ্কিং পরিষেবার প্রসারে বড়ো বাধা।

☐ **মোবাইল ফোনের মাধ্যমে লেনদেন নতুন একটি বিষয় :** মোবাইল ফোন পরিষেবা মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়ায় ভারত সফল। এখানে বেসরকারি সংস্থাগুলির বড়ো ভূমিকা রয়েছে আধুনিক স্মার্টফোনে নানা ধরনের প্রয়োগকৌশল বা অ্যাপ ব্যবহার, স্মার্টফোন না হলে SMS-ব্যাঙ্কিং—এসবের মাধ্যমে লেনদেন বাড়ছে প্রতিনিয়ত। আগামীতে তা আরও বাড়বে। স্বস্তির বিষয় হল যে, মোবাইল ফোন থাকার ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসাম্য অতটা প্রকট নয়। কাজেই ব্যাঙ্ক বা ATM পর্যন্ত যাবার ঝক্কি এড়িয়ে মহিলারা এখন লেনদেন সেরে ফেলতে পারেন সহজেই। দূর-দূরান্তের যেসব জায়গায় ব্যাঙ্কের শাখা বা ATM

নেই, কিংবা যেসব জায়গা থেকে ব্যাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছতে প্রচুর সময় লাগে, সেসব এলাকার মহিলারা এতে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে না। এতে সময় ও অর্থ—দুই-ই বাঁচে। যেটা দরকার তা হল এইসব নিত্যনতুন উপায় সম্পর্কে গ্রামের মহিলাদের সম্যকভাবে অবহিত করে তোলা। পঞ্চায়েত, এমনকি রেশন দোকানেও (Fair Price Shop) এজন্য সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্যে ছোটো ছোটো আলোচনা সমাবেশ- এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মোবাইল ফোন নির্মাতা এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির এখানে বড়ো ভূমিকা রয়েছে। সব হ্যাণ্ডসেটেই ব্যাঙ্কিং অ্যাপ থাকা জরুরি। এই প্রকৌশলগুলি যাতে প্রয়োজনে ইন্টারনেটের ডেটা ব্যবহার না করেই চলতে পারে তার সংস্থান রাখতে হবে। মাশুলের বিষয়টিও স্থির করতে হবে সেই অনুযায়ী।

☐ **আরও গবেষণা এবং লিঙ্গভিত্তিক পৃথক তথ্যের গুরুত্ব :** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং এসংক্রান্ত পরিষেবার ব্যবহারের বিষয়ে পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা তথ্যপঞ্জী গড়ে তোলা দরকার। তবেই প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক পরিষেবা গ্রহণে মহিলাদের পিছিয়ে থাকার কারণগুলি স্পষ্ট হবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের পথে অন্তরায় বিষয়গুলিকে ঠিকভাবে বুঝতে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক তথ্যাদি নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। এতে বিশেষভাবে সুবিধা হবে নীতিপ্রণেতাদের। সার্বিক কোনও নীতির বদলে তখন প্রয়োজনে ক্ষেত্র ও প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে।

শেষপাত

ঋণভারে জর্জরিত কৃষকের আত্মহত্যা, দরিদ্র মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারা, শ্রমিকের সামান্য সঞ্চয়টুকুও ঠিকভাবে কাজে লাগাতে অপারগতা সব ক্ষেত্রেই কয়েকটি বিষয়ের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থের সংস্থানের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসার এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এই সময়ের দাবি।

দুর্বল থেকে দুর্বলতর মানুষের কল্যাণে ক্ষেত্রভিত্তিক অগ্রাধিকারের মাপকাঠিতে ঋণের (Priority Sector Lending) সংস্থান অত্যন্ত বড়ো ভূমিকা নিয়েছে এখন। দক্ষিণের রাজ্যগুলি এই বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় মহিলারা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করতে সক্ষম হয়ে উঠছেন। ঋণফাঁদের (debt trap)-এর বিপদেও পড়তে হচ্ছে না তাদের।

কাজেই মহিলাদের কাছে প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প এবং ক্ষেত্রভিত্তিক অগ্রাধিকারের মাপকাঠিতে ঋণের সংস্থানের বিষয়গুলি নিয়ে বিশদে চিন্তাভাবনা জরুরি। যথাযথ সচেতনতা অভিযানের মাধ্যমে মানুষকে নগদহীন লেনদেনের দিকে আকৃষ্ট করে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাঙ্কিং এবং সুরক্ষিত অনলাইন লেনদেন পরিকাঠামোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অনলাইন লেনদেনের সুরক্ষা বলয় জোরদার করতে একটি বিমা তবহিল গড়ে তোলার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ধারণাটি এখনও সম্পূর্ণ-ভাবে বিকশিত হয়নি। ক্রমে তার নানা দিক স্পষ্ট হচ্ছে। বিশ্লেষণাত্মক সুবিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমেই একমাত্র কাঙ্ক্ষিত রূপায়ণের পথে এগোনো সম্ভব।❑

সহায়ক সূত্র :

(১) গ্রাম বা আধা-শহুরে এলাকায় পেমেন্ট ব্যাঙ্ক বড়ো পরিবর্তন নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখে। দেশের সব ডাকঘরগুলিকেই পেমেন্ট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। সেখানে থাকবে মাইক্রো ATM। ভারত ডাক পেমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর বিষয়ে মন্ত্রিসভা ছাড়পত্র দেওয়ার পরপরই একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।

(২) অঙ্গনওয়াড়ি হল সরকার পোষিত শিশু ও মাতৃ বিকাশ কেন্দ্র। এখানে মহিলাদের উপার্জনশীল করে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গর্ভকালীন অবস্থা এবং মা হওয়ার পরে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবাও মেলে এখানে।

উল্লেখপঞ্জি :

Nancy Lee (2013). Growth in Women's Businesses: The Role of Finance. Retrieved from http://www.cgap.orglblog/growth-women%E2%80%99s-businesses-role-finance

Arnidzic, G., Massara, A, & Mialou, A. (2014). Assessing countries' financial inclusion standing: A new composite index.

Barua, A, Kathuria, R. & Malik, N (2016). The Status of Financial Inclusion, Regulation and Education in India. Retrieved from http://www.adb.org/publications/status-financial-inclusion-regulation-andeducation-india/

Dasgupta, R. (2009). Two Approaches to Financial Inclusion. *Economic and Political Weekly,* 44(26/27), 41-44. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40279775

Data Releases. (n.d.). Retrieved October 19, 2016, from https://www.rbi.org.in/Scripts/Statistics.aspx

DEMIRGUC-KUNT, A., & KLAPPER, L. (2013). Measuring Financial Inclusion: Explaining Variation in Use of Financial Services across and within Countries. *Brookings Papers on Economic Activity,* 279-321. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23594869

Financial Inclusion in India—An Assessment (Rep.). (n.d.). Retrieved October 22, 2016, from https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Speeches/PDFs/MFI101213FS.pdf

Larquemin, A. (2015). *An overview of the financial inclusion policies in India* (Working paper). Retrieved December 17, 2016, from http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/laruemin_a._an_overview_of_the_financial inclusion_policies_in_india_ifmr_lead_august_2015.pdf

প্রসঙ্গ আদিবাসী মহিলাদের ক্ষমতায়ন

দীপক খাণ্ডেকর

মহিলাদের ক্ষমতায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং মন্ত্রক-এর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। সর্বোত্তম প্রয়াস সত্ত্বেও, অনেক রকম চ্যালেঞ্জও রয়েছে, সেগুলির মোকাবিলা করা হচ্ছে। সাধারণভাবে সাধারণ অধিবাসী ও তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে ব্যবধানকে এবং বিশেষভাবে, তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের মধ্যে ব্যবধানকে দূর করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে এই লক্ষ্যে মন্ত্রকের গৃহীত ব্যবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক ফল দিয়েছে। তাদের মূলস্রোতে আনতে মন্ত্রক তার প্রয়াসকে আরও জোরদার করবে।

ভারতে প্রায় ৭০৫-টি আদিবাসী গোষ্ঠী তপশিলি উপজাতি-ভুক্ত। এছাড়াও ৭৫-টি বিশেষভাবে অসহায় আদিবাসী গোষ্ঠী (Particularly Vulnerable Tribal Groups—PVTGs) রয়েছে। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী, তপশিলি উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়, ভারতে মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। সংখ্যার দিক থেকে, ভারতে আদিবাসী মানুষদের সংখ্যা ১৯৬১-তে তিন কোটি থেকে বেড়ে ২০১১-এ হয়েছে ১০ কোটি ৪০ লক্ষ। আদিবাসী মহিলাদের সংখ্যা ৫ কোটি ১৯ লক্ষ, যা উপজাতিভুক্ত মানুষদের ৪৯.৭ শতাংশ।

সামাজিক কাঠামো বা ব্যবস্থায় আদিবাসী মহিলারা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেয়ে এসেছেন। সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যায় লিঙ্গানুপাত, অর্থাৎ প্রতি ১০০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা একটি উদ্বেগের বিষয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, ২০০১-এর তুলনায় ২০১১-এ এই অনুপাত বেড়েছে। ২০০১-এ প্রতি ১০০০ আদিবাসী পুরুষপিছু মহিলার সংখ্যা ছিল ৯৭৮, ২০১১-এ তা বেড়ে হয়েছে ৯৯০। ভারতে সাক্ষরতার জাতীয় গড় হার ৭৩ শতাংশ। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই হার মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ, যা আদিবাসী পুরুষদের সাক্ষরতার হার, ৬৯ শতাংশের অনেক নিচে।

ভারতে আদিবাসী মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের মর্যাদা ও সংস্কৃতি রক্ষার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক থেকে আলাদা করে উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক (Ministry of Tribal Attains—MoTA) তৈরি করা হয়। এছাড়াও এই পৃথক মন্ত্রক তৈরির উদ্দেশ্য ছিল, পরিণাম ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদকে একত্রিত করে এবং প্রক্রিয়াগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে মানব উন্নয়ন সূচকগুলির (HDI) নিরিখে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে উপজাতি জনগোষ্ঠীর ব্যবধান কমিয়ে আনা। শিক্ষা, পরিকাঠামো ও জীবিকা সংক্রান্ত বিশেষ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই সব ব্যবধানকে কার্যকরভাবে কমিয়ে আনতে উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক বদ্ধপরিকর।

ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় মহিলাদের সমান অধিকারই শুধু স্বীকৃত হয়নি, মহিলাদের অনুকূলে সদর্থক বৈষম্যমূলক উপায় গ্রহণের ক্ষমতাও রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ২০০৩-এ ৮৯তম সংবিধান সংশোধনী আইন এনে সংবিধানের ৩৩৮ ধারা সংশোধনের মাধ্যমে তপশিলি উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন (NCST) গঠন করা হয়। NCST সংবিধানে তপশিলি উপজাতিদের দেওয়া বিভিন্ন রক্ষাকবচমূলক ব্যবস্থার রূপায়ণ তদারক করে। উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের প্রধান প্রধান নীতির লক্ষ্য তপশিলি উপজাতিভুক্ত পুরুষ ও মহিলা, উভয়েরই সামগ্রিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।

মন্ত্রকের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ (Flagship) উদ্যোগ একলব্য আদর্শ

[লেখক সচিব, উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : secy-tribal@nic.in]

আবাসিক বিদ্যালয় (Eklavya Model Residential Schools—EMRS)-এ জোর দেওয়া হয়েছে উৎকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়ানোর ওপর। এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ৫০ শতাংশেরও বেশি ছাত্রী এবং তারা লেখাপড়া, খেলাধূলা ও পড়াশুনোর বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব ভালো করছে। আশ্রম স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, সেখানে তপশিলি উপজাতিভুক্ত বালিকাদের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তপশিলি উপজাতিভুক্তদের জন্যই শুধু নির্দিষ্ট নয়, এমন বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীদের পক্ষে অনুকূল একটি পরিবেশ তৈরি করতে বিভিন্ন স্থানে তপশিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্রীদের জন্য হস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য তপশিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। তপশিলি উপজাতিভুক্ত শিক্ষার্থীরা, যাদের অধিকাংশই বালিকা, যাতে অন্তত দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য তাদের প্রাক্-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক উত্তর (Pre and Post-Matric) পর্যায়ে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে, 'তপশিলি উপজাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য জাতীয় ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ' প্রকল্পে M.Phil ও Ph.D-র মতো উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। মোট ফেলোশিপের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে তপশিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্রীদের জন্য। সেরকমই, জাতীয় প্রবাসী ছাত্রবৃত্তি (National Overseas Scholarship—NOS)-এর আওতায় বিদেশে স্নাতকোত্তর, M.Phil, Ph.D ও Post Doctoral স্তরে পড়াশুনো করার উদ্দেশ্যে তিরিশ শতাংশ পারিতোষিক (Award) বরাদ্দ রয়েছে তপশিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্রীদের জন্য। ''স্বল্প সাক্ষরতাসম্পন্ন জেলাগুলিতে তপশিলি উপজাতিভুক্ত বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান'' বিষয়ক প্রকল্পে NGO-গুলিকেও সাহায্য দেওয়া হয়, তপশিলি উপজাতিভুক্ত বালিকাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কম—এমন জেলাগুলিতে স্কুল চালানোর জন্য।

তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে রয়েছে জাতীয় তপশিলি উপজাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম। শুধু আদিবাসী মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিগমের একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প রয়েছে। এর নাম ''আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা'' (AMSY)। এই কর্মসূচিতে এক লক্ষ টাকার প্রকল্পে নিগম ৯০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে, মাত্র চার শতাংশ সুদে, যা অত্যন্ত কম। অন্যান্য আয় সৃজনকারী প্রকল্পেও মহিলা সুবিধাভোগীদের জন্য নিগম আর্থিক সহায়তা দেয়। এছাড়াও, ছোটো ছোটো বনজ পণ্যের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP to MFP) প্রকল্পে এবং ভারতের আদিবাসী সমবায় বিপণন উন্নয়ন সংস্থা লিমিটেড (TRIFED)-এর পক্ষ থেকে আদিবাসী কারিগরদের সহায়তাদান প্রকল্পের মতো কর্মসূচিতেও তপশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলারা উপকৃত হন।

২০০৬-এর তপশিলি উপজাতি ও পারম্পরিকভাবে অন্যান্য বনবাসী (অরণ্যের ওপর অধিকারের স্বীকৃতি) সংক্রান্ত আইনে সমস্ত পর্যায়ে মহিলাদের পূর্ণ ও অবাধ অংশগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। এই আইনের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান হচ্ছে ''প্রদত্ত অধিকার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে যৌথভাবে নিবন্ধভুক্ত হবে।'' বনাধিকার সমিতিতে সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশকে তপশিলি উপজাতিভুক্ত এবং এমন সদস্যদের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশকে মহিলা হতে হবে।

আদিবাসী উপ-প্রকল্পের জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্পে (SCA to TSS) এবং সংবিধানের ধারা ২৭৫(১) অনুসারে তপশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলাদের দক্ষতা বিকাশ ও ক্ষমতা সৃজনের কাজ উপজাতি মন্ত্রকের পূর্ণ সাহায্যে রাজ্যগুলি হাতে নেয়। পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থাগুলির (PRIs) তপশিলি উপজাতি মহিলাদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তথা কর্মশালা পরিচালনা করে উপজাতি বিষয়ক গবেষণা সংস্থাগুলি। এই সব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের বিকাশ, নারীদের ক্ষমতায়ন, PESA, অরণ্যের অধিকার আইন (FRA) প্রভৃতি। সড়ক সংযোগ, আদিবাসী বাজারগুলির (হাট) আধুনিকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মজুত করার সুবিধাকে উন্নত করা-সহ আদিবাসী এলাকাগুলিতে পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে আদিবাসী মেলার আয়োজনকে উৎসাহ দেয়। এগুলি মহিলা-সহ উপজাতিভুক্ত মানুষদের নিজেদের সমৃদ্ধ দক্ষতা ও প্রতিভাকে বিভিন্ন শৈল্পিক আকারে তুলে ধরার মাধ্যম রূপে কাজ করে।

অন্যান্য মন্ত্রকের প্রয়াসসমূহকে পরিপূর্ণতা দিতে এবং বিভিন্ন কর্মসূচির রূপায়ণে ঘাটতি দূর করতে মন্ত্রক বদ্ধপরিকর। মন্ত্রকের বাজেটের ৫০ শতাংশেরও বেশি অর্থ বিশেষভাবে খরচ করা হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জীবিকার মতো ক্ষেত্রে, যেগুলি থেকে আদিবাসী মানুষ, বিশেষ করে উপজাতিভুক্ত মহিলারা উপকৃত হন। নাগালের বাইরে রয়ে যাওয়া ক্ষেত্রগুলিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে NGO-গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিধায় ঘাটতি রয়েছে, এমন সব এলাকায় আদিবাসীদের কাছে এইসব সুবিধা পৌঁছে দিতে পেরেছে এরকম অনেক NGO-কে সহায়তা দিচ্ছে উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং মন্ত্রক-এর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। সর্বোত্তম প্রয়াস সত্ত্বেও, অনেক রকম চ্যালেঞ্জও রয়েছে, সেগুলির মোকাবিলা করা হচ্ছে। সাধারণভাবে সাধারণ অধিবাসী ও তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে ব্যবধানকে এবং বিশেষভাবে, তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের মধ্যে ব্যবধানকে দূর করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে এই লক্ষ্যে মন্ত্রকের গৃহীত ব্যবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক ফল দিয়েছে। তাদের মূলস্রোতে আনতে মন্ত্রক তার প্রয়াসকে আরও জোরদার করবে। একই সঙ্গে তারা যাতে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকেন এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আবহমানকাল সুরক্ষিত রাখতে পারেন, তাও সুনিশ্চিত করা হবে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও নারী ক্ষমতায়ন

ড. দেবজ্যোতি চন্দ

মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের দেশব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৭০-১৯৮০-র দশক, এই সময়পর্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে দরিদ্র মহিলারা ছোটো ছোটো দল গঠন করে সপ্তাহান্তে তাদের জমানো সামান্য অর্থ একত্রিত করে তা প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বণ্টনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসরের প্রয়াস শুরু করেন। এই প্রচেষ্টা এক দশকের মধ্যে বিশ্বব্যাপী এক মহীরূহের রূপ ধারণ করেছে। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ও সহায়তা করার ইচ্ছা এই স্বনির্ভর দলগুলির মূল চালিকাশক্তি।

মহিলা ক্ষমতায়ন, আর্থিক ও সামাজিক পুর্নবাসন-এর ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self Help Group—SHG) দ্বারা প্রকল্প স্থাপন ও পরিচালনা যে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে তা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) দ্বারা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। আর্থিক সমৃদ্ধি ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, আইনি সাহচার্য্য, স্বচ্ছতা প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গত সাত দশকে পরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে ভারতে দারিদ্র্য বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা জারি তথ্য অনুয়ায়ী, গত চার দশকে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা ৩২.১ শতাংশ (১৯৭৩-'৭৪) থেকে ১০.০ শতাংশ (২০১১)-তে নেমে এসেছে (আর্থিক সমীক্ষা, ১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, অর্থ মন্ত্রক)। এই ১০ শতাংশ দরিদ্র মানুষের মধ্যে বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চলে বাস করে, যাদের মধ্যে মহিলা, তপশিলি জাতি ও উপজাতির সংখ্যা অনেকটাই। এর অর্থ হচ্ছে যে, দেশে আর্থিক উন্নয়ন সত্ত্বেও তা সমভাবে বণ্টিত হয়নি; যার ফলে শহর ও গ্রামের মধ্যে আর পুরুষ ও নারীর মধ্যে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে (www.the hindu.com, 2014)।

এমত অবস্থায় মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের দেশব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তবে তার এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে, যার সূত্রগুলি ভারতের নানা প্রান্তে ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে আছে। ১৯৭০-১৯৮০-র দশক, এই সময়পর্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে দরিদ্র মহিলারা ছোটো ছোটো দল গঠন করে সপ্তাহান্তে তাদের জমানো সামান্য অর্থ একত্রিত করে তা প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বণ্টনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসরের প্রয়াস শুরু করেন। এই প্রচেষ্টা এক দশকের মধ্যে বিশ্বব্যাপী এক মহীরূহের রূপ ধারণ করেছে। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ও সহায়তা করার ইচ্ছা এই স্বনির্ভর দলগুলির মূল চালিকাশক্তি।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৮০-র দশকে ভারতে কর্মরত অ-সরকারি সংস্থা (NGO) যেমন Cooperative Relief and Assistance (CARE), Credit and Savings for Household Enterprise (CASHE), SHARE, BASIX, DHAN Foundation

[লেখক রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান। ই-মেল : chanda_debjyoti@yahoo.co.in]

সারণি-১
ভারতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা (কোটিতে)

বর্ষ	গ্রাম	শহর	ভারত
১৯৭৩-'৭৪	২৬.১	৬.০	৩২.১
১৯৭৭-'৭৮	২৬.৪	৬.৫	৩২.৯
১৯৮৩-'৮৪	২৫.২	৭.১	৩২.৩
১৯৮৭-'৮৮	২৩.২	৭.৫	৩০.০
১৯৯৩-'৯৪	২৪.৪	৭.৬	৩২.০
১৯৯৯-২০০০	১৯.৩	৬.৭	২৬.০
২০০৭	১৭.০	৩.০	২০.০
২০১১	—	—	১০.০

সূত্র : ভারত সরকার (২০০২-'০৩ এবং ২০১০-'১১)। অর্থনৈতিক সমীক্ষা দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, অর্থমন্ত্রক।

ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলিকে ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে তাদের সামগ্রিকভাবে একত্রিত করার কাজ শুরু করে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, United Nations Development Programme (UNDP), Action Aid, OXFAM ইত্যাদি দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সংগঠিত Community Programme-গুলিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে 'মহিলা মণ্ডল'-এর ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। Bhagvatola Charatiable Trust (অন্ধ্রপ্রদেশ), SEWA (গুজরাত), Centre for Youth and Social Development (CYSD) এবং People's Rural Education Movement (ওড়িশা) তৃণমূল স্তরে মহিলাদের স্বাবলম্বনের জন্য অনেক কাজ করেছে। Mysore Resettlement and Development Agency (MYRADA) মহিলাদের সাপ্তাহিক জমা পুঁজি একত্রিত করে তা প্রয়োজনের সময়ে কীভাবে অন্যকে ঋণদান-এর ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় সেই ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে।

মহারাষ্ট্রে সরকার পরিচালিত Integrated Child Development Programme (ICDP) ও রাজস্থানে PRADAN (Professional Assistance for Development Action) এইসব ধরনের কাজ সংগঠিত করে। সারা ভারতে আজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীভিত্তিক যে জন আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাতে অসরকারি সংস্থাগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৯২ সালে National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) ও MYRADA নামক NGO যৌথভাবে রাজস্থানের উদয়পুরে SHG-Bank Linkage Programme নামক একটি পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে কাজ শুরু করে। ব্যাঙ্ক ও অন্য আর্থিক সংস্থাগুলির ক্ষুদ্র ঋণদান এই প্রকল্পের দ্বারা দেশে প্রথম বাস্তবায়িত হয়; যা ২৫ বছরে SHG আন্দোলনকে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY)

দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের প্রাক্কালে ১৯৯৯-এর পয়লা এপ্রিল ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা চালু করে, যা ২০১১ সালে National Rural Livelihood Mission (NRLM)—Ajeeveeka Mission হিসাবে পুনঃনামাঙ্কিত হয়। এই Mission-এর ছত্রছায়ায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির যৌথ তত্ত্বাবধানে স্বরোজগারিদের সহজে ঋণদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে NABARD ও SIDBI। তাছাড়াও রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ, National Minorities Development and Finance Corporation, Backward Classes Development and Finance Corporation ইত্যাদি আর্থিক সংস্থাগুলিকে অনেক প্রকল্পের মাধ্যমে স্বরোজগারিদের ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করছে। Bank ও সমবায় সংস্থাগুলিও বর্তমানে Micro Finance, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঋণদানের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উৎসাহিত বোধ করছে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত মহিলাদের কাছে আজ অনেক নতুন পথ খুলে গেছে,যার দ্বারা সে নিজেকে, তার পরিবারকে ও গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক পরিচালিত Integrated Rural Development Programme গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৯ অবধি কাজ করে। কিন্তু এই প্রকল্পটি নানা ক্ষেত্রে তার অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণে অসমর্থ হওয়ার কারণে ১৯৯৯ সালে এর বদলে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা বাস্তবায়িত হয়। ২০০৮ সালে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক R. Radhakrishna-এর

নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি SGSY প্রকল্পটির উন্নতিসাধনে বেশ কিছু সুপারিশ করে; যা পরবর্তীতে NRLM-এ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ভারতে স্বনির্ভর দল বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। এর মধ্যে আছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, বহুজাতিক সংস্থা ও নানা NGO। আর্থিক সংস্থাগুলিও বর্তমানে কিছু স্বনির্ভর দলকে সাহায্য করছে। বর্তমানে NRLM-এর নতুন নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর দলই এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ অনেক সহজলভ্য করে তুলেছে এবং সঞ্জীবনীর কাজ করছে।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালনা : মূল সমস্যা

ভারতে স্বনির্ভর দল পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। সরকার, বহুজাতিক সংস্থা, যেমন বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও নানা অসরকারি সংস্থা বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে নিম্ন বর্ণিত চারটি রিপোর্টের পর্যালোচনা করলে এই সমস্যাগুলি সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব এবং পরবর্তীতে এর দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

- History and Spread of Self Help Affinity Groups Movement in India : The Role Played by IFAR. Fernandez P. Aloysius (2007).
- A Report on the Success and Failure of SHGs in India—Impediments and Paradigm of Success. Voluntary Operation in Community and Environment—VOICE (submitted to the Planning Commission) (2008).
- Evaluation Report of MOVE Pilot Project in Amta-1 Community Development Block, Howrah District, West Bengal titled—How Can the Poor Become an Entrepreneur? Sircar, Ashok Kr. (2010).
- Self Help Groups, SHG Federations and Livelihood Collectives in the State of Maharashtra—An Institutional Assessment. MSRLM (2014).

সমস্যাগুলি এইরূপ চিহ্নিত করা হয়েছে :

- প্রাথমিক স্তরে দরিদ্র নারীদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশ, কাজ করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, যাতে তারা বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারে। দলগুলির উৎপাদিত পণ্য বা পরিষেবার বিপণন; এছাড়া ব্যাঙ্ক, সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে দলগুলির প্রাথমিক ও পরবর্তীতে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন।
- বর্তমানে দেশে প্রচুর স্বনির্ভর দল সংগঠিত হয়েছে। NABARD-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৮৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে ১০ কোটি ভারতীয় পরিবার আজ অন্তর্ভুক্ত। সেই তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণের পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে।
- গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার ক্ষুদ্রতা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে এক প্রধান অন্তরায়। গ্রামাঞ্চলের ব্যাঙ্কগুলিতে আধিকারিক ও কর্মচারির সংখ্যা এমনিতেই কম এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই SHG গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কাজ করার মানসিকতা, প্রশিক্ষণ বা পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। এর ফলে স্বরোজগারিদের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্র নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সরকার বিশেষভাবে মনোযোগ দিচ্ছে। SHG পরিচালনার ক্ষেত্রে Information Communication Technology (ICT)-র ব্যবহার, ব্যাঙ্কিং পরিষেবার উন্নতি করা; Computer প্রশিক্ষণ, Skill Development-এর জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও SHG উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের জন্য Sales Point-এর ব্যবস্থা করা।

পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বর্তমান চালচিত্র

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও মহিলাদের আর্থিক পুনর্বাসনে এবং সামাজিক কল্যাণে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। NRLM প্রকল্পটি রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আওতাভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার SHG মডেলটিকে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে আলাদাভাবে Department of Self Help Group and Self Employment রয়েছে। এই বিভাগ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নানা প্রকল্প চালায়। যার মধ্যে আছে বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প, উদীয়মান কর্মসংস্থান প্রকল্প। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩২-টি Intensive Block চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে SGSY-NRLM প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহিলা কিষান স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা (MKSP) ও দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা দু'টিও বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার দ্বারা ২০১৫ সালের মধ্যে ২৫,০০০ যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে।

WBSRLM-এর লক্ষ্য হচ্ছে ৬ লক্ষ SHG স্থাপন, যা রাজ্যের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষদের সহায়তা করবে। বর্তমানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এর সদস্যদের মধ্যে ৩৫.৫ শতাংশ সংরক্ষিত জাতি, ৮ শতাংশ সংরক্ষিত উপজাতি, ২৫.২ শতাংশ সংখ্যালঘু ও ৪.২ শতাংশ বিধবা মহিলা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৩.২৪ কোটি মানুষকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দেওয়া, যা পশ্চিমবঙ্গের ৪০ শতাংশ জনসংখ্যার সমান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েত স্তরে ৩,৩৪৯-টি মহিলা পরিচালিত সমবায় গঠন করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গে ৬ লক্ষ মহিলা স্বনির্ভর দলকে পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। ২০১৫-'১৬ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত দপ্তর SHG উৎপাদিত

পণ্য বিপণনের জন্য 'আপনা বাজার প্রকল্প' ও 'e-Commerce Platform for marketing of SHG Product' চালু করেছে (www.shg.wbscl.in)।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গত ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বের সমস্ত দেশের নেতারা রাষ্ট্রপুঞ্জে একত্রিত হয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millenium Development Goals (MDG) সনদে স্বাক্ষর করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ১৫ বছরের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দারিদ্র্য হ্রাস, মানবাধিকার রক্ষা ও বিশ্ব জলবায়ু সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু লক্ষ্য পূরণ। ১৮৯-টি দেশ ১০০ কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার করে। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে ছিল :

- চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা হ্রাস।
- সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা।
- লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও মহিলা ক্ষমতায়ন।
- শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস।
- মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান।
- AIDS, ম্যালেরিয়া, টিবি ইত্যাদি রোগের বিরুদ্ধে লড়াই।
- জলবায়ুর পরিবর্তন ও সুস্থায়ী উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন।
- উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশ্বব্যাপী কর্মপরিকল্পনা (Global Partnership for Development) গ্রহণ। (MDG, 2000)

পশ্চিমবঙ্গে NRLM
● মোট জনসংখ্যা : ৯.১৩ কোটি
● গ্রামীণ/শহরের জনসংখ্যা শতাংশে : ৬৮.১৩, ৩১.৮৭
● সাক্ষরতা হার : ৭৬.২৬ শতাংশ; পুরুষ : ৮১.৬৯ শতাংশ; মহিলা : ৬৬.৫৭ শতাংশ
● মোট গ্রামীণ জনসংখ্যা : ৭.০৫ কোটি
● মোট গ্রামীণ পরিবার সংখ্যা : ১.৫৭ কোটি
● মোট গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা : ৬৮ লক্ষ (৪৩ শতাংশ)
● মোট গ্রামীণ জেলা : ২০। যার মধ্যে ইনসেনটিভ দেওয়া হয় : ৯-টি
● মোট ব্লকের সংখ্যা : ৩৪১-টি। ইনসেনটিভ : ৩২-টি; মডেল : ১১-টি; ইনসেনটিভ ছাড়া : ২৯৮-টি
● মোট গ্রাম পঞ্চায়েত : ৩৩৪৭-টি। ইনসেনটিভ/মডেল জিপি : ৩১৩/৯৯ = ৪১২-টি
● মোট গ্রাম সংসদ (ওয়ার্ড) : ৩৭,১৩৯-টি
● ৪,১২,৫৩৫ SHGs : ৪১,৬৬,৬০৫ সদস্য। ইনসেনটিভ প্রাপ্ত ব্লকে : ৪১,৩৩৯ SHGs
সূত্র : WBSRLM

SDG-র এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে NRLM পরিচালিত মহিলা স্বনির্ভর দলগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারত সরকারের আরও অনেকগুলি প্রকল্প যাতে সাফল্য লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে মহিলা দলগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

- স্বচ্ছ ভারত মিশন—মিশন নির্মল বাংলা।
- মাতৃ ও শিশু কল্যাণ অঙ্গনওয়াড়ি বা ICDS প্রকল্প।
- স্কুলে Mid Day Meal প্রকল্প।
- সর্বশিক্ষা অভিযান—স্কুলে ইউনিফর্ম ও ব্যাগ সাপ্লাই।
- হাসপাতালে রোগীর পথ্যের জোগান—ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও জেলা হাসপাতাল।
- জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে মহিলাদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ।
- সরকারি অফিস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে ক্যান্টিন চালানো।
- জাতীয় সাক্ষরতা মিশনে সাহায্যদান।
- মহিলাদের আইনি সাহচর্য্য।

বিশ্বব্যাপী মহিলা ক্ষমতায়নে এবং সামাজিক বিকাশে মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। ক্ষুদ্রঋণ, তা সে যত সামান্যই হোক, তা মহিলা ক্ষমতায়নে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা বাংলাদেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. ইউনুস ও তার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আমাদের শিখিয়েছে। বর্তমানে ভারতে NRLM-আওতাভুক্ত মহিলা স্বনির্ভর দল বিশ্বে সর্ববৃহৎ। এই ধরনের প্রকল্প মহিলাদের ক্ষমতায়ন তথা পরিবারের উন্নতিসাধন করে এবং রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে—এ আজ পরীক্ষিত সত্য।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

স্যানিটেশন

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

GET YOUR CAREER SECURED WITH TOP GOVERNMENT JOBS

IAS / IPS

Best Faculties From Delhi & Allahabad

Attend our Free seminar & Know How to become a Civil Servant?
& avail special Discount through Scholarship Test.
Optional Subjects Available:
Geography / History / Sociology / Anthropology.

UPSC Faculties

History	:	Parampreet Sir
Geog	:	D Chandra Sir
Polity	:	Tanvi Mam
Eco	:	Sk Jha Sir
IR	:	Rabya Zara Khan
Social Issues	:	Nandan Sir
Current	:	C Shekhar Sir

IAS / WBCS
Separately
Test Series
20 Test for Prelims
20 Test for Mains

WBCS Faculties

History	:	Nandan Sir
Geog	:	Vijay Sir
Polity	:	Nandan Sir
Eco	:	Joytirmoy Nag Sir
Current	:	Vijay Sir
English	:	Kumar Gaurav Sir
Reasoning	:	Bijoy Sir & Kamlesh Sir
Math	:	Sanjeev Sir & Sarajit Sir

Special Batch for WBCS Mains

- ✓ General and Separate batches for various competitive examinations.
- ✓ Batches completed on time.
- ✓ Doubt clearing sessions by individuals.
- ✓ Best study material and printed assignment on important topics.
- ✓ Regular seminar and motivational session with field experts and selected candidates.
- ✓ Provision for clean, cool drinking water and AC classrooms.
- ✓ Use of online and offline Mock Tests
- ✓ Library facilities for studies.

THE INSTITUTE TICS For Competitive Studies
TICS
Where selection is passion
(A Unit OF TICS EDUWORLD LLP)

Call: 8478053333 / 03340644654

Email: info@ticsias.com Web: www.ticsias.com

HO.TICS: 90/6-A, M.G. Road YMCA Building 2nd Floor Near College Street Kol-07

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

নারী ক্ষমতায়ন : আইনি সংস্থান

গীতা লুথরা

"মানুষকে জাগাতে হলে, মেয়েদের অবশ্যই সচেতন করতে হবে। মহিলারা এগোতে শুরু করলে, পরিবার এগোয়, গ্রাম এগোয়, এগোয় গোটা দেশ।"

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

আমাদের সংবিধান সমতা এবং নারী-পুরুষের ভিত্তিতে বৈষম্যে না ভোগার অধিকারে অঙ্গীকার করেছে। তবে, ভারতীয় সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য গেড়ে বসে আছে সেই অনাদিকাল থেকে। ইদানীং ক' বছর ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চে আলোচিত কিছু প্রধান ইস্যু এই নিবন্ধের উপজীব্য। ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এ অন্তর্ভুক্ত সেকেলে কিছু আইনকানুন খতিয়ে দেখতে, শীর্ষ আদালত খুব সদ্‌র্থক ভূমিকা পালন করছে। এসবের মধ্যে আছে ধর্ষণ সংক্রান্ত ৩৭৬ ধারা, সমকামিতা বিষয়ক ধারা ৩৭৭ এবং পরকীয়া সম্পর্কিত ৪৯৭ ধারা। অধুনা এসব নিয়ে লোকজনের কৌতূহল ঢের।

দেশের সার্বিক প্রগতির স্বার্থে, অবাধে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং পুরুষের সঙ্গে তাদের প্রতি সমান আচরণ করা জরুরি। আমাদের সংবিধান সমতা এবং নারী-পুরুষের ভিত্তিতে বৈষম্যে না ভোগার অধিকারে অঙ্গীকার করেছে। তবে, ভারতীয় সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য গেড়ে বসে আছে সেই অনাদিকাল থেকে।

ইদানীং ক' বছর ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চে আলোচিত কিছু প্রধান ইস্যু এই নিবন্ধের উপজীব্য। ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এ অন্তর্ভুক্ত সেকেলে কিছু আইনকানুন খতিয়ে দেখতে, শীর্ষ আদালত খুব সদ্‌র্থক ভূমিকা পালন করছে। এসবের মধ্যে আছে ধর্ষণ সংক্রান্ত ৩৭৬ ধারা, সমকামিতা বিষয়ক ধারা ৩৭৭ এবং পরকীয়া সম্পর্কিত ৪৯৭ ধারা। অধুনা এসব নিয়ে লোকজনের কৌতূহল ঢের।

তার স্বামীর সম্মতি ছাড়া পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে ৪৯৭ ধারায় সেই পুরুষকে সাজা পেতে হয়। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের এ এক চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি এবং এতে লঙ্ঘিত হচ্ছে সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদ। প্রথমত, এতে ধরা হচ্ছে স্ত্রী যেন তার স্বামীর সম্পত্তি। স্বামীর মত নিয়ে অবৈধ সম্পর্ক করলে তা অপরাধ নয়। দ্বিতীয়ত, অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে নিয়মবিরুদ্ধ সম্পর্কের জন্য অপরাধ শুধু সংশ্লিষ্ট পুরুষের; এবং সেই মহিলা ব্যাভিচারে মদত জোগালেও তার শাস্তি হবে না, কারণ তাকে ভুক্তভোগী বলে ধরা হয়। তৃতীয়ত, কোনও পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক থাকলে তাকে বা যার সঙ্গে তার এধরনের সম্পর্ক আছে সেই মহিলাকে মামলায় জড়ানো যায় না। ১৮৬০ সালে মেকলে এই আইনের মুসাবিদা করা ইস্তক তেমন কোনও সংশোধন ছাড়াই এটা চলে আসছে। ৪২তম ল রিপোর্ট, ১৯৭১-এর সুপারিশ এবং সলিমথ কমিটি প্রতিবেদন, ২০০৩ অবৈধ সম্পর্কের সংজ্ঞা সংশোধনের মাধ্যমে একে লিঙ্গ নিরপেক্ষ করলেও তা কার্যকর হয়নি। বহু বছর যাবৎ আদালতগুলির বিভিন্ন রায়ে ৪৯৭ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা স্বীকৃতি পেয়েছে। হালের জোসেফ শাইন বনাম ভারত সরকার মামলায় বিষয়টি নিয়ে ফের নড়াচড়ার শুরু। আইনটির সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এই মামলা ঠোকা হয় সুপ্রিম কোর্টে।

বেঞ্চের মতে, এই আইনে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা নেই। এতে স্বামীর সম্মতির উপর গুরুত্ব দেওয়ায় মহিলার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। সমাজের এখন বোঝার সময় এসেছে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের সমান এবং এ আইনটি সেকেলে। যদিও ভারতে বিয়ের নৈতিক পবিত্রতার উপর জোর দিয়ে, কেন্দ্রের বক্তব্য হচ্ছে যে ৪৯৭ ধারা বিয়ে প্রথাকে সহায়তা করে ও আগলে রাখে। এটা তুলে দেওয়া হলে, বিয়ে প্রথার প্রতি চরম গুরুত্ব দেওয়া ভারতীয়

[লেখক সুপ্রিম কোর্ট তথা হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবীণ বিশেষ উপদেষ্টা (সিনিয়র স্পেশাল কাউন্সিল ফর ইউনিয়ান অব ইন্ডিয়া) হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ই-মেল : geetaluthra@gmail.com]

মানসিকতা ঘা খাবে। পরকীয়া, যা কিনা এক ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে ধরা হয়ে এসেছে, তা হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-র আওতায় বিবাহ বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ। এই আইনকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ করার বিষয়টি বিবেচনার আগে, অবশ্যই দেখা দরকার একে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা চাই? না কি বিবাহ বিচ্ছেদের এক কারণমাত্র রূপে রাখাটাই যথেষ্ট।

আরও একটি বিষয়, তাৎক্ষণিক তিন তালাক-এর তথাকথিত বিধানটি খতিয়ে দেখেছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এটা প্রকৃতই মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অঙ্গ কি না সেটাই ছিল আদালতের বিচার্য। সুন্নি মুসলমান, বিশেষত হানাফি গোষ্ঠীর মধ্যে এই তিন তালাক চলে আসছে বহুকাল। পর পর তিনবার 'তালাক' শব্দটি মুখ থেকে উচ্চারণ করেই খসম (স্বামী) একতরফা তার বিবির সঙ্গে শাদি চুকিয়ে দিতে পারে। টেক্সট মেসেজ বা ফোনেও তালাক দেওয়ার নজির এক-আধটা নয়। তালাকের এই বন্দোবস্তের অপব্যবহারে বহু যুগ ধরে ভুগেছে মুসলিম নারী সমাজ। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের আগে, জোরজুলুম বা মজার ছলে করা তালাকও বৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে (রশিদ আহমদ বনাম আনিসা খাতুন—অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার, ১৯৩২, পৃষ্ঠা-২৫)। এক্ষেত্রে শুধু দেখা হ'ত তালাক উচ্চারণের সময়, খসম প্রাপ্তবয়স্ক এবং মানসিক সুস্থ কিনা। বিবি নিজের কানে না শুনলেও, তা যে মুহূর্তে তার গোচরে আসবে তখুনি তালাক হয়ে যেত (পাতেহায়ি বনাম মইদীন—কেরালা ল টাইমস, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা-৭৬৩)। তবে হিনা ও অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য---[২০১৭(১) রেসটিটিউশান অব কনজুগাল রাইটস (আরসিআর) সিভিল ৩১৩] মামলায়, এলাহাবাদ উচ্চ আদালত রায় দেয় যে উপযুক্ত কারণ ছাড়া এবং আগে দু'জন সালিশকারীর মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা না হলে, তালাক বৈধ হবে না। সুপ্রিম কোর্ট অনুরূপ উক্তি করেছিল শামিম আরা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য (অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার ২০০২ সুপ্রিম কোর্ট

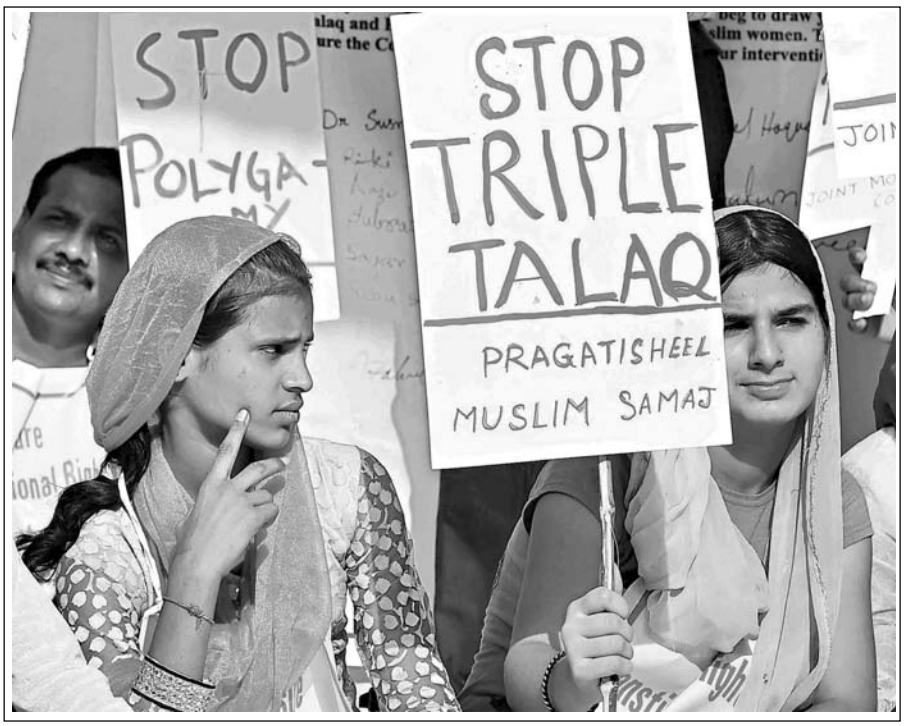

৩৫৫১) মামলাতেও। সুতরাং তিন তালাক নিয়ে ভাবনাচিন্তা এবং অন্তর্দর্শনের দরকার ছিল। এই প্রথা রদ করেছে পাকিস্তান সমেত বহু মুসলিম দেশ। অবশেষে ২০১৭ সালে সায়রা বানু বনাম ভারত সরকার এবং অন্যান্য [(২০১৭)৯ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ১] মামলায় তাৎক্ষণিক তিন তালাকের সাংবিধানিক বৈধচার বিষয়টি ওঠে সুপ্রিম কোর্টে। তিন তালাক ৩ : ২ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে অসাংবিধানিক, স্বৈরাচারী এবং ১৪ নং অনুচ্ছেদ বিরোধী বলে ঘোষিত হয়। তবে, তিন তালাক অসাংবিধানিক এই ঘোষণায় ভারতে লিঙ্গ সমতার ছবিটার বদল হয়েছে কিনা সে প্রশ্নটি কিন্তু জিইয়ে আছে এখনও। তালাকের অন্যান্য ধরন দিব্যি বহাল আজও, কোনও আইনি পথের তোয়াক্কা না করে মুসলিম পুরুষরা বউ ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখে। লোকসভায় মুসলিম মহিলা (বিয়ে সংক্রান্ত অধিকার রক্ষা) বিল পেশ করা হয় ২০১৭-র ডিসেম্বরে। এই বিলে তাৎক্ষণিক তিন তালাককে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারি এবং জামিন অযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করতে চাওয়া হয়েছে। লোকসভায় পাস হলেও, বিলটি রাজ্যসভায় ঝুলে আছে এখনও। তবে বিলটি সব মুশকিলের আসান বলা যাচ্ছে না। বিনা পরোয়ানায় মুসলমান পুরুষের গ্রেপ্তারি কি সঙ্গত হবে? ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ মাফিক স্ত্রীর উপর দৈহিক নির্যাতন না হলে, বিয়ে সংক্রান্ত অপরাধে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করা যায় না। একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের আর্জিতে মামলা আনা সুনিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। তিন তালাককে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারিযোগ্য করার আদত মানে দাঁড়াবে যে তার বিবির ইচ্ছে না থাকলেও, মুসলিম পুরুষ মামলায় ফেঁসে যেতে পারে। মুসলমান মহিলাদের অধিকার প্রসারের প্রচেষ্টায়, বিলটি অনবধানবশত মুসলিম পুরুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ এবং তার বিরুদ্ধে বৈষম্য করতে পারে।

সম্পত্তির অধিকার এবং নিজের সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকারও আদালতের ব্যাখ্যা, বিচারের রায়, সংশোধন এবং আইনি বিধির বিষয়বস্তু। বাপ-মা এবং শ্বশুরবাড়ি দুয়েরই যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে মেয়েদের ভাগীদার হওয়ার অধিকার দিয়েছে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-র সংশোধনটি। এর আগে, সম্পত্তিতে তাদের অধিকার ছিল সীমিত। আদিবাসী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আইনে, সেই সমাজের বাইরের কাউকে বিয়ে করলে মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত তো হয়ই, পরন্তু স্ব-উপার্জিত সম্পদেও তার

অধিকার হারায়। ছোটোনাগপুর প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯০৮ মোতাবেক, নিজ সমাজের বাইরে বিয়ে করলে আদিবাসী মহিলার আর কোনও অধিকার থাকে না মা-বাপের সম্পত্তিতে। একই কথা পার্সি আইনে। পার্সি মহিলার ভিন্ন সমাজে বিয়ে হলে সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত বলা হয়। সেই মহিলার ছেলেমেয়েও পার্সি হতে পারে না। স্বামী অন্য ধর্মের হলে, মহিলার 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এ ঢোকার বা মা-বাপের শেষকৃত্য করার অনুমতি নেই। গুজরাত হাইকোর্টে এ বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করেন এক পার্সি মহিলা, গুলরুখ গুপ্তা। আদালত পার্সি মহিলাকে ধর্মাচরণ থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত বৈধ বলে রায় দেয়। আদালতের মন্তব্য, খ্রিষ্টান, পার্সি বা ইহুদি ধর্মে মেয়েদের ধর্মীয় পরিচয় ঠিক হয় স্বামীর ধর্ম মাফিক। এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন পেশ হলে, পার্সি ট্রাস্ট তাদের বহু পুরোনো ঐতিহ্য ভেঙ্গে জানায় যে তারা মহিলাকে তার মা-বাপের অন্ত্যেষ্টিতে হাজির থাকতে টাওয়ার অব সাইলেন্সে ঢোকার অনুমতি দেবে। নিজ সমাজের বাইরে বিয়ে করলে, পার্সি মহিলা তার ধর্মপরিচয় খোয়ায় কিনা এ প্রশ্নে আদালতের বক্তব্য হচ্ছে, কোনও পুরুষ অন্য সমাজে বিয়ে করে যদি তার ধর্মপরিচয় বজায় রাখতে পারে, তবে মেয়েরা নয় কেন? এটা কী বলা যেতে পারে যে, কোনও ব্যক্তিকে বিয়ে করে মহিলা নিজেকে তার কাছে বন্ধক রেখেছে এবং সে তার ধর্ম পরিচয় সমেত যাবতীয় পরিচয় খুইয়েছে?

ভারতে ধর্ষণের ঘটনা ঢের বেড়ে যাওয়ায়, আদালত এবং আইনসভা বিভিন্ন আইন সংশোধন করেছে। ২০১৫ সালের আগে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা মোতাবেক ধর্ষণের সংজ্ঞা ছিল খুব সংকীর্ণ। এর আওতায় পড়ত কেবলমাত্র যৌনসঙ্গম। কুখ্যাত নির্ভয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের পর, ফৌজদারি বিধি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (ধর্ষণ বিরোধী বিল) সংসদের সম্মতি পায়। এই সংশোধনীর সুবাদে ধর্ষণের সংজ্ঞার চৌহদ্দি বেড়ে যোনিতে কিছু ঢোকানোর মতো কাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৮ সালে ওই মামলায় ছয় অভিযুক্তের মধ্যে চার জনের ফাঁসির হুকুম বজায় রাখে দেশের শীর্ষ আদালত। সবচেয়ে নৃশংস হওয়া সত্ত্বেও, ১৮ বছরের চেয়ে কয়েক মাস ছোটো থাকায় এক অপরাধী কিশোর বলে তিন বছর পর জেল থেকে ছাড়া পায়। এই ঘটনার পর, পাস হয় কিশোর ন্যায়বিচার (শিশু দেখভাল ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৫। এই আইনে ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সি কিশোর জঘন্য অপরাধ (সাত বছর বা তার বেশি জেলবন্দি হওয়ার মতো অপরাধ) করলে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক ধরে নিয়ে বিচার হবে। কাঠুয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের পর, ফৌজদারি বিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৮ রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন। এই সংশোধনী মারফত ধর্ষণে, বিশেষত ১৬ বছরের কম বয়সি মেয়েকে বলাৎকারের ক্ষেত্রে বেড়ে যায় সাজার মাত্রা। একটা বিশেষ দিক অবশ্য লক্ষণীয় যে সংশোধনের পরেও 'দাম্পত্য জীবনে জবরদস্তি সহবাস' ধর্ষণের আওতায় পড়ে না। স্ত্রীর বয়স ১৫ বছরের কম হলে অবশ্য অন্য কথা। বিবাহিত জীবনে জোরজুলুম করে যৌনমিলনকে অপরাধ বলে না ধরার জন্য যুক্তি দেখানো হয় যে অন্যথায় আমাদের সমাজে বিয়ে নামক প্রথাটির অবক্ষয় ঘটবে।

ভারতীয় সংবিধানের মুখপাতে বলা হয়েছে যে, ''আমরা, ভারতের জনগণ দৃঢ় অঙ্গীকার করেছি ভারতকে সর্বভৌম সমাজবাদী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গঠন করতে এবং - - -।'' ধর্মনিপেক্ষতার মানে রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি সম আচরণ করবে। সাচ্চা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য অপরিহার্য হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, যা ধর্মনির্বিশেষে সব নাগরিকের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে। ভারতে প্রচলিত হরেক ব্যক্তিগত আইন মেয়েদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করে বলে এহেন বিধির প্রয়োজন। লিঙ্গ সমতা বিকাশের লক্ষ্যে এ হবে এক বড়োসড়ো পদক্ষেপ। অনুচ্ছেদ ১৪ মোতাবেক ফৌজদারি এবং দেওয়ানি ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের জন্য একই আইন প্রযোজ্য, ব্যতিক্রম কেবল ব্যক্তিগত আইনের বেলায়। তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় আদালতের দ্বারস্থ হওয়া মহিলার সংখ্যা বাড়তে থাকায়, ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষকে এক কোঠায় রাখার জন্য ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রূপায়ণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে আইন কমিশনকে। এই বিধির বন্দোবস্ত করার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছে ভারতের সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদ (রাষ্ট্র নীতির নির্দেশাত্মক মূলতত্ত্ব)। অনুচ্ছেদটি বলেছে, ''রাষ্ট্র সারা ভারতে সব নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর চেষ্টা করবে।'' মহঃ আহমেদ খান বনাম শাহ বানু বেগম এবং অন্যান্য মামলায় (অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার ১৯৮৫ সুপ্রিম কোর্ট ৯৪৫) সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে যে আমাদের সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদ কার্যকর না হওয়াটা খেদের কথা। এ ব্যাপারে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে চায় না কোনও সম্প্রদায় এবং এটা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব-কর্তব্য দেশের নাগরিককুলের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সুনিশ্চিত করা। এবং নিঃসংশয়ে তা করার আইনি সামর্থ্যও তার আছে। অনেক ঝঞ্ঝাট থাকলেও, সংবিধানকে অর্থবহ করতে গেলে শুরু তো করা দরকার। সরলা মুদগল বনাম ভারত সরকার [(১৯৯৫) সুপ্রিম কোর্ট কেস ৩৬৩৫] মামলায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে শীর্ষ আদালতে চর্চা চলে। এই বিধি তৈরির হ্যাপা অবশ্য অনেক; বিশেষত ভারতের মতো বিভিন্ন ধর্ম, জাতপাত ইত্যাদির বিপুল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশে। তা ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেও ভাবা হতে পারে। বিষয়টি যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, তাদের সম্মতি ছাড়া এহেন সিদ্ধান্ত মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

ভারতে বহুদিন যাবৎ সংস্কারের প্রয়োজন বোঝা যাচ্ছে বিলক্ষণ এবং সেকেলে জবরজং আইনকানুন ঢেলে সাজাতে সুপ্রিম কোর্ট গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছে। তথাপি, সমাজে মেয়েদের জন্য সম মর্যাদার লক্ষ্য অর্জনে আমাদের এখনও পাড়ি দিতে হবে বিস্তর পথ।❑

নারী ক্ষমতায়ন ও ভারতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র

চন্দ্রকান্ত লহারিয়া

ভারতে বিভিন্ন সরকারি নীতি ও আইনি ব্যবস্থা মোতাবেক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং মেয়েদের ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা চলেছে লাগাতার। তা সত্ত্বেও, একের পর এক জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা এবং জেলা স্তরে ঘর ঘর সমীক্ষায় জানা গেছে, পুরুষের সাপেক্ষে মেয়েদের বেলায় এই পরিষেবায় অসমতা বড়ো বেশি। কোনও রাজ্য বা অঞ্চল বিশেষ নয়, দেশজুড়ে এক হাল। এছাড়া, নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই বহু নারীর। তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যাপক অজ্ঞতার ফলে তা মেয়েদের শরীরস্বাস্থ্য এবং মঙ্গলকে গুরুতর বাধাবিপত্তির মুখে ঠেলে দেয় এবং তাদের ক্ষমতাহানি ঘটায়।

ভারতে অধিকাংশ রাজ্যে (বিশ্বের অন্যান্য অংশেও) ঐতিহাসিক, সাবেকি এবং সামাজিক ধ্যানধারণার দরুন আখেরে মেয়েরা পড়েছে হ্যাপায়। মেয়েদের গোটা জীবনে তেমন কোনও ক্ষমতা না থাকায় তাদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা হয়েছে আংশিক সফল। ক্ষমতার এই খামতি হেতু ক্ষতি হয়েছে তাদের—স্কুল-কলেজে ভর্তি ও পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া, দরকার মতো চিকিৎসাপাতির সুযোগ মেলা, গণমাধ্যমে বক্তব্য তুলে ধরা, অর্থকরী কাজকর্মে যোগদান, হাতে টাকাকড়ি পাওয়া ইত্যাদির নিরিখে। এই ক্ষমতা ঘাটতি খর্ব করেছে তাদের সামর্থ্যের চৌহদ্দিও।

মহিলা ক্ষমতায়ন এবং উঁচুমানের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বন্দোবস্ত করাটা অবশ্যই সরকারের 'সামাজিক দায়িত্ব'। এই লেখায় ভারতে নারী ক্ষমতায়নে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ভূমিকা ও প্রভাব খতিয়ে দেখা হয়েছে। তবে তা বুড়িছোঁয়া। সুযোগ মিললে পরে এ নিয়ে বিস্তারিত চর্চার অবকাশ আছে।

১৯৫৪ সালে কায়রোয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর থেকে মেয়েদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সংযুক্তির দ্বিমুখী উপকারের দিক নজর পেতে শুরু করে অনেক বেশি। সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় "*মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও ক্ষমতার অধিকার এবং তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়... বাচ্চাদের দেখভাল এবং ঘরকন্নার যৌথ দায়দায়িত্ব-সহ উৎপাদনশীল এবং প্রজননকালীন জীবনে নারী ও পুরুষ উভয়ের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্ব জরুরি।*"

স্বাস্থ্য পরিষেবার নাগাল পাওয়ার উন্নতি হলে বাড়বে মেয়েদের ক্ষমতা

ভারতে বিভিন্ন সরকারি নীতি ও আইনি ব্যবস্থা মোতাবেক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং মেয়েদের ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা চলেছে লাগাতার। তা সত্ত্বেও, একের পর এক জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা এবং জেলা স্তরে ঘর ঘর সমীক্ষায় জানা গেছে, পুরুষের সাপেক্ষে মেয়েদের বেলায় এই পরিষেবায় অসমতা বড়ো বেশি। কোনও রাজ্য বা অঞ্চল বিশেষ নয়, দেশজুড়ে এক হাল। এছাড়া, নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই বহু নারীর। তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যাপক অজ্ঞতার ফলে তা মেয়েদের শরীরস্বাস্থ্য এবং মঙ্গলকে গুরুতর বাধাবিপত্তির মুখে ঠেলে দেয় এবং তাদের ক্ষমতাহানি ঘটায়। এ অবস্থায়, মেয়েদের পক্ষে স্বাস্থ্য পরিষেবার নাগাল মেলা (এবং সদ্ব্যবহার) হরবখত কম হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঠিক সময়ে না জুটে তা পেতে ঘটে কালক্ষেপ। আর স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ আদৌ মেলে না এমন নজিরও ভূরিভূরি। তবে এসবের জন্য অজুহাত-অছিলার কোনও অভাব নেই।

[লেখক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দিল্লি ভিত্তিক 'ন্যাশনাল প্রফেশানাল অফিসার'। ই-মেল : c.lahariya@gmail.com/lahariya@who.int]

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার ৭১ দফা প্রতিবেদন বলছে, পরিষেবা মোটামুটি নিখরচার হলেও, ভারতে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে তার সুযোগ পেতে নানাভাবে ট্যাঁকের কড়ি খসাতে হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবা বাবদ কোনও খরচের দরকার পড়লে অনেক সময় আর চিকিৎসাই জোটে না। একথা বিশেষভাবে খাটে মহিলা এবং শিশুদের বেলায়। শিশু ও মহিলা-সহ দুর্বল শ্রেণির জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ বাড়াটা মেয়েদের ক্ষমতায়নের এক হাতিয়ার। এর হালফিলের সাক্ষ্যপ্রমাণ হল দিল্লির মহল্লা বা সমাজ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি (ক্লিনিক)। এসব কেন্দ্রে রুগিদের অর্ধেকের বেশি মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক মানুষরা। এদের অনেকেরই আবার এই প্রথম সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে যাওয়া। মেয়েদের জন্য যে আড়াল-গোপনীয়তা থাকা দরকার তার দিকে খেয়াল দিলে তারা আরও বেশি করে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নেবে। অনেক দিনের প্রলচিত 'প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য' থেকে মনোযোগ (ফোকাস) বাড়িয়ে নজর দেওয়া হয়েছে যৌন এবং প্রজননকালীন স্বাস্থ্যে। আর এই সবে, লিঙ্গভিত্তিক পীড়নে ভুক্তভোগীদের জন্য পরিষেবার দিকেও দৃষ্টি পড়েছে।

সংগঠিত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মেয়েদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, ভারতে সংগঠিত কর্মীবাহিনী এবং অর্থকরী কাজকর্মে মেয়েদের অংশগ্রহণ বহুকাল যাবৎ কমই রয়ে গেছে। মহিলারা কর্মীবাহিনীর মাত্র ২৮ শতাংশের মতো (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। অন্য সব ক্ষেত্রের চেয়ে স্বাস্থ্যে নারী কর্মীদের হার তুলনায় বেশি। সংগঠিত স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে ৫ লক্ষ ৮১ হাজার মহিলা (৪৮.২ শতাংশ) এবং পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ২৪ হাজার (উৎস : ভারতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রথম সিকি (ত্রৈমাসিক) বছরের প্রতিবেদন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক, ২০১৬)। অন্যান্য সংগঠিত পরিষেবা ক্ষেত্রের সাপেক্ষে, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলা কর্মী বেশি (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

এই ধারা বজায় আছে। ২০১৭-র জুলাই-সেপ্টেম্বর সপ্তম ত্রৈমাসিক রিপোর্ট (মার্চ ২০১৮-এ প্রকাশিত) জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদন ইস্তক প্রত্যেকটি সিকি বছরে ছেলেদের তুলনায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মেয়েরা ঢুকছে বেশি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭-তে নতুন ১১ হাজার স্বাস্থ্য কর্মীর সবাই মহিলা। এই রিপোর্টে উল্লেখিত আর ৭-টি সংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনা করলে দেখা যায়, স্বাস্থ্যে কাজ সৃষ্টি হয়েছে বেশি। স্পষ্টতই, সংগঠিত কাজে মেয়েদের বেশি করে এনে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র মহিলা ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে।

সারণি-১
৮টি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ কর্মসংস্থানের হিসেব (পক্ষে) : এপ্রিল ২০১৬তে

ক্ষেত্র	মোট কর্মসংস্থান	মোট কর্মীর শতাংশ	নারী কর্মী	মোট কর্মীতে নারীদের শতাংশ
কলকারখানা	১০১.২	৪৯.৩	১৮.৫৭	১৮.৪
নির্মাণ	৩.৬৭	০১.৮	০.৫৬	১৫.৩
ব্যবসা	১৪.৪৫	০৭.০	২.৬৩	১৮.২
পরিবহণ	৫.৮০	০২.৮	০.৬৬	১১.৩৮
হোটেল-রেস্তোরা	৭.৭৪	০৩.৮	১.২১	১৫.৬
তথ্যপ্রযুক্তি/বিপিও	১০.৩৬	০৫.১	৩.২৪	৩১.৩
শিক্ষা	৪৯.৯৮	২৪.৪	২৪.৪৭	৪৮.৯
স্বাস্থ্য	১২.০৫	০৫.৯	৫.৮১	৪৮.২
মোট	**২০৫.২২**	**১০০.০**	**৫৭.১৫**	**২৭.৮**

টীকা : ওই সময় ভারতে কর্মীসংখ্যা ছিল ৪৭ কোটি বা তার বেশি। ত্রৈমাসিক কর্মসংস্থান সমীক্ষা সেসময় ২.৪ কোটি কর্মী (মোট কর্মীর ৫ শতাংশ) ছিল এমন সব সংস্থার হিসেবের ভিত্তিতে তৈরি।

কাজের সুযোগ মারফত নারী ক্ষমতায়ন

১ লক্ষ ৮৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র নিয়ে গড়া ভারতের বিশাল গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা ধরে রেখেছে মহিলা সংগঠিত এবং স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা। এই নেটওয়ার্ক দেশের সাড়ে ৬ লক্ষের বেশি গ্রামে পরিষেবা জোগায়। এই পরিষেবা জোগান ব্যবস্থার কেন্দ্রে আছে মেয়েরা। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা (স্বাস্থ্য শিক্ষা থেকে গর্ভাবস্থা চেক আপ, পরিবার পরিকল্পনা হল এর মধ্যে কয়েকটি) জোগাতে সমন্বয় রেখে গ্রামে কাজ করে থাকে সহায়িকা শুশ্রূষাকারী দাই (অক্সিলিয়ারি নার্স মিডওয়াইফ-এ এন এম) অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী[১] এবং আশা।

ভারতের গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রগুলিতে, ২০১৮-র মার্চের শেষে ছিলেন ২ লক্ষ ১০ হাজার এএনএম। আর জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনে আশা[২] নামের

প্রায় ১ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী মহিলা কর্মী আছেন। এছাড়া, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে আছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজারের মতো গ্রামীণ স্বাস্থ্য, অনাময় (স্যানিটেশন) ও পুষ্টি কমিটি। এসব কমিটিতে থাকে আশা এবং এএনএম প্রতিনিধিরাও। সর্বোপরি, ৭৩ হাজার মহিলা আরোগ্য সমিতি এবং ৩৩ হাজার রোগী কল্যাণ সমিতি মারফত তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার বন্দোবস্তে প্রভাব ফেলার জন্য মহিলারা ক্ষমতা পেয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অঙ্গীকার

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য অ্যাজেণ্ডা ২০৩০-এ স্বাস্থ্য এবং লিঙ্গ সমতায় অঙ্গীকার করা হয়েছে। লিঙ্গ সমতায় স্পষ্টভাষায় নারী-পুরুষ সমতা অর্জন এবং সব মহিলা ও মেয়ের ক্ষমতায়নের উল্লেখ আছে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে লক্ষ্য হল উন্নত মান ও সঙ্গতিসাধ্য পরিষেবা সবার নাগালে এনে দেওয়া। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পেয়ে মেয়েদের ক্ষমতা বাড়বে। ভারতের নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১৭-র লক্ষ্য দেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির সম্ভাবনা ও সুবিধা

ভারতে ইতোমধ্যে আছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার এক বিশাল নেটওয়ার্ক। এই ব্যবস্থাকে জোরদার করা দরকার। বহু গ্রাম্য এবং আদিবাসী মহিলার কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা হল ঘরের বাইরে তাদের প্রথম পা বাড়ানোর জায়গা এবং তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানাবোঝার পয়লা সুযোগ। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা রোগ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যকর

জীবনশৈলী, স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে শিক্ষা দেয়, সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোধ-নিবারণ করে ও সাংস্কৃতির কাজকর্ম, স্বয়ম্ভরতা কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষায় উৎসাহ দিয়ে মেয়েদের ক্ষমতায়নের এক হাতিয়ার বিশেষ হয়ে উঠেছে। চলতি বছরের বাজেটে ঘোষিত 'আয়ুষ্মান ভারত' কর্মসূচিতে দেড় লক্ষ স্বাস্থ্য ও আরোগ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। এর ফলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবা মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। তার সুবাদে মেয়েরা আরও বেশি করে স্বাস্থ্যে পরিষেবার সুযোগ পাবে এবং নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কর্তৃত্ব পেয়ে বাড়বে তাদের ক্ষমতা।

আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির দ্বিতীয় অঙ্গ প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ১০.৭৪ কোটি অভাবী পরিবারের জন্য হাতপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আছে বছরে ৫ লক্ষ টাকা অবধি নিখরচায় বিমার ব্যবস্থা। বিশ্বের বৃহত্তম এই সরকারি চিকিৎসা বিমা প্রকল্পে উপকার হবে ৫০ কোটি মানুষের। এতে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে মেয়েদের। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, হাতপাতালের পরিষেবা পেলে মেয়েদের উপকার বেশি হয় এবং তাদের ক্ষমতায়নও ঘটে। এই কর্মসূচি কার্যকর হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ থেকে।

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় নিয়োগ করা হবে ১ লক্ষ আরোগ্য মিত্র। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে মেয়েরা। এর দরুন বাড়বে তাদের কর্মসংস্থান।

শেষপাত

সদ্য প্রকাশিত ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (২০১৭), সম্প্রতি চালু আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচি এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যের প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টি পড়ায় মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। হবে তাদের ক্ষমতায়ন। এ দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযুক্তির দিকটি ক্রমশ বেশি করে স্বীকৃতি পাচ্ছে। তবে, ভারতে মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং আরও ভালো স্বাস্থ্যের দ্রুত ব্যবস্থা করার জন্য চাই উচ্চস্তরের ও লাগাতার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বহু ক্ষেত্রের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় এবং এক উপযুক্ত পরিবেশ। ❑

সহায়ক সূত্র :

(১) অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা নারী ও শিশু বিকাশ আওতাধীন সংহত শিশু বিকাশ পরিষেবা (আইসিডিএস) প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ চালায়।

(২) আশা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক কর্মী নয়, স্বেচ্ছাসেবক এবং তারা পারফরম্যান্স অনুযায়ী টাকাকড়ি পেয়ে থাকে।

উল্লেখপঞ্জি :

- ভারতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রথম সিকি বছর (ত্রৈমাসিক)-এর প্রতিবেদন (২০১৬), (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক, ভারত সরকার ; শ্রম ব্যুরো, চণ্ডিগড় : সেপ্টেম্বর ২০১৬।
- পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও রূপায়ণ মন্ত্রক। স্বাস্থ্য বিষয়ক ৭১তম দফার রিপোর্ট, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা ; জুন ২০১৪।

সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

সঈদা হামিদ

ইসলাম-এর সূচনার একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট রয়েছে। ইসলাম পূর্ববর্তী ক্ষয়িষ্ণু সমাজে-যেখানে মহিলাদের সঙ্গে পশুদের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হ'ত—তার প্রতিবিধানেই গড়ে উঠেছে এই ধর্ম। ইতিহাসের ওই সন্ধিক্ষণে পয়গম্বরের দর্শন ও শিক্ষা সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। হতাশার অন্ধকূপে নিক্ষেপিত নারীদের তুলে এনে সম্পত্তি-সহ আরও নানা বিষয়ে অধিকার দিয়েছিল নতুন ধর্ম। নারীদের ক্ষমতায়নের পথ দেখিয়েছিল কোরান। এই দিশানির্দেশ মানেনি পিতৃতান্ত্রিক মুসলমানরা। ইজতিহাদ (উদ্ভাবন, বিশ্লেষণ)-এর পথ বন্ধ করে দিয়েছিল স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ।

মুসলিম মহিলাদের আলাদা-ভাবে চিহ্নিত করা যায় না। অর্থনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নে সমতুল অন্য যে কোনও গোষ্ঠীর মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়গুলি তাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রাসঙ্গিক। ধর্ম তাদের সর্বোত্তম স্থানেই রেখেছে। কিন্তু মুসলিম সমাজ সেই প্রাপ্যটুকু তাদের দেয়নি। ইসলাম-এ লিঙ্গভিত্তিক চিন্তাভাবনার ধারা আসলে কী তা দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। এক্ষেত্রে সুরাত আল আহজার থেকে কোরাণ-এর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরা যেতে পারে :

সকল মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য
সকল আস্থাশীল পুরুষ ও নারীর জন্য
সকল আজ্ঞানুবর্তী পুরুষ ও নারীর জন্য
সকল প্রকৃত পুরুষ ও নারীর জন্য
সকল ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারীর জন্য
সকল নম্র পুরুষ ও নারীর জন্য
সকল বদান্য পুরুষ ও নারীর জন্য
সকল মার্জিত পুরুষ ও নারীর জন্য

রমজান-এ আল্লার প্রসন্নতাবিধানে নিয়োজিত পুরুষ ও নারীর জন্য—এদের প্রতি রয়েছে আল্লার অপার করুণা ও অনুগ্রহ।

কোরানের মূল কথা এই। সেখানে পুরুষ ও নারীর একই আসন। প্রশ্ন হল, কোরান এবং পয়গম্বর-এর চেতনায় নারীদের যে মর্যাদা রয়েছে, বাস্তব দুনিয়ায় তার অস্তিত্ব কোথায়? সারা বিশ্বজুড়ে আজও মুসলিম মহিলাদের কেন নিষ্পেষণের জাঁতাকল ভেঙে নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে? এখনও কেন তারা বঞ্চিত এবং অসম্মানিত হিসেবে চিহ্নিত? দুর্বল হয়ে পড়া একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক অবস্থানের নিরিখে মুসলিম মহিলাদের শোচনীয় পরিস্থিতি সারা বিশ্বে পরিলক্ষিত এবং আলোচিত। সোজা কথায়, উন্নয়নের ধারা থেকে মুসলিম মহিলারা কেন এখনও এত যোজন দূরে, তা একটি বিরাট প্রশ্ন।

ইসলাম-এর সূচনার একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট রয়েছে। ইসলাম পূর্ববর্তী ক্ষয়িষ্ণু সমাজে-যেখানে মহিলাদের সঙ্গে পশুদের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হ'ত—তার প্রতিবিধানেই গড়ে উঠেছে এই ধর্ম। ইতিহাসের ওই সন্ধিক্ষণে পয়গম্বরের দর্শন ও শিক্ষা সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। হতাশার অন্ধকূপে নিক্ষেপিত নারীদের তুলে এনে সম্পত্তি-সহ আরও নানা বিষয়ে অধিকার দিয়েছিল নতুন ধর্ম। নারীদের ক্ষমতায়নের পথ দেখিয়েছিল কোরান। এই দিশানির্দেশ মানেনি পিতৃতান্ত্রিক মুসলমানরা। ইজতিহাদ (উদ্ভাবন, বিশ্লেষণ)-এর পথ বন্ধ করে দিয়েছিল স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ।

আমরা মুসলিমরা নিজেদের পালটাই না, প্রগতির পথে এগোই না। কয়েক পা

[লেখক পদ্মশ্রী ভূষিত যোজনা কমিশন ও জাতীয় মহিলা কমিশনের (১৯৯৭-২০০০) প্রাক্তন সদস্য তথা মৌলানা আজাদ জাতীয় উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। ই-মেল : hameed.syeda@gmail.com]

মাত্র চলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। পয়গম্বরের হাদিথ (নিজস্ব বাণী) এবং সুন্নাহ্ (চর্যা)-র দিকে আমাদের মনযোগ নেই। তাঁর কথা বোঝার চেষ্টা না করে নানারকম ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করি আমরা। সুস্থ রীতিনীতি গ্রহণের পরিবর্তে অন্য ধর্মের পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আকরটুকুই নিয়েছি শুধু। একটা উদাহরণ। ইসলামে পণপ্রথা বা বর্ণভেদের জায়গা নেই। কিন্তু NSSO-এর ২০০৪-০৫ সালের প্রতিবেদন বলছে যে ৪১ শতাংশ মুসলিম নিজেকে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত (OBC) মনে করেন। বর্ণভেদের কুপ্রথা ইসলাম-এর মধ্যে চলে আসায় মহিলাদের 'সম্মানরক্ষার্থে অপরাধ'-এর শিকারও হতে হচ্ছে এখন। একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করা যায়। তা গভীরভাবে দাগ কেটে গেছে আমার মনে।

১৯৯৭ সালে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য হিসেবে আমার প্রথম উদ্যোগে হরিয়ানার মেওয়াত জেলার সুডাকান-র ১৯ বছরের মায়মান-এর খুন হওয়া আটকাতে চেয়েছিলাম। পারিনি, 'সম্মানরক্ষার্থে হত্যা' করা হয়েছিল মেয়েটিকে।

১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য থাকার সময় আমি সারা দেশে মুসলিম মহিলাদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে সমীক্ষায় সচেষ্ট হই। তাদের বক্তব্য শোনা এবং দেশের মানুষকে তা শোনানো ছিল আমার উদ্দেশ্য। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর-পূর্বে আহমেদাবাদ, ইন্দোর, জব্বলপুর, মুম্বাই, কোলাপুর বা হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, কালিকট, তিরুবনন্তপুরম, কলকাতা, তেজপুরের মতো শহরে সেসময় মুসলিম মহিলাদের বক্তব্যের জনশুনানির আয়োজন করা হয়। প্রতিবারই এসেছিলেন শয়ে শয়ে মেয়ে। সবজায়গাতেই তাদের বক্তব্যে প্রথম যে জিনিসটি উঠে এসেছে তা হল দারিদ্র্যের তীব্র সমস্যা। তার পরেই সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তাদের বয়ানে প্রকট হয়েছে তা হল মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের কঠোর অনুশাসনজনিত বিশ্লেষণ। তারা শুনিয়েছেন বহুবিবাহ, তিন তালাক, মেহের বা খোরপোশ না দিয়েই পতি-র ছেড়ে চলে যাওয়া—এসব নিদারুণ কাহিনী। জারদোজি কর্মী, বিড়ি বাঁধার কর্মী, বাড়ির পরিচারিকা, কৃষি-শ্রমিক—সকলেই এই তিনটি বিষয় নিয়ে তাদের সমস্যা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা জানিয়েছেন। এই জনশুনানির পর তৈরি হয় 'ভাষাহীন মুসলিম মহিলাদের কথা ২০০০' (Voice of the Voiceless Muslim Women Report) প্রতিবেদন। তাতে সব দিক বিবেচনা করে এসমস্ত বিষয়গুলির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নের জন্য প্রতিবেদনের সুপারিশগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয় সরকার, নানা ধর্মীয় সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ এবং নাগরিক সমাজের কাছে। উল্লিখিত সমীক্ষাটিতে ধর্মীয় নেতাদের বক্তব্যও জায়গা পেয়েছে, কারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর এবং মহিলাদের জীবনচর্যার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও প্রভাব খুবই বেশি। বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা ও সংগঠনের জাতীয় স্তরের মঞ্চ, নিখিল ভারত মুসলিম ব্যক্তিগত আইন পর্ষদ বা All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB)-এর শীর্ষে সেসময় ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক, মৌলানা আলি মিয়াঁ। তিনি ইসলামে লিঙ্গসাম্যের বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় রাজি ছিলেন। Muslim Personal Law Board-কে ব্যবহার করে কিছু স্বার্থন্বেষী চক্র যে পুরুষদের আধিপত্যের আরও বিস্তার এবং মহিলাদের বঞ্চনার মাত্রা বাড়াতে সচেষ্ট—তা বুঝতেন তিনি।

AIMPLB-এ ধীরে ধীরে খুব কম সংখ্যায় হলেও মহিলাদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির কাজ শুরু হয়। AIMPLB-র পরবর্তী সভাপতি মৌলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসমি-ও তার পূর্বসূরির মতো উদার মনোভাব নিয়েই চলেছিলেন।

আগে উল্লিখিত প্রতিবেদনের সুপারিশগুলি কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল। ২০০১-এ আমি ড. সুঘ্রা মেহ্দি-র সঙ্গে যৌথভাবে মুসলিম মহিলা মঞ্চ বা Muslim Women Forum-এর প্রতিষ্ঠা করি। তার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন ছিলেন বেগম সঈদা খুরশিদ। তাঁরই পিতা দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন।

ফের দেশজুড়ে আগের শহরগুলিতেই (তুলনার জন্য কয়েকটি অন্য জায়গাতেও) সভা ও শুনানির ব্যবস্থা করা হয়। তারপর

তায়াবা খেদিভে জঙ্ (১৮৭৩-১৯২১)

জন্ম হায়দ্রাবাদে। ১৮৯৪ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। ভারতের মুসলিম মহিলাদের মধ্যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও ডিগ্রি পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম।

বিবাহের পর প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও আরবি এবং ফারসি শেখার কাজ চালিয়ে যান তায়েবা বেগম। লন্ডনের Indian Magazine-এ বেশ কিছু নির্বাচিত ভারতীয় লোকগাথা প্রকাশ করেন তিনি। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর ভাষণ এবং সমাজবিদ্যা সংক্রান্ত লেখাগুলি মূলত শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে রচিত। তাঁর উপন্যাস 'আনওয়ারি বেগম' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে প্রকাশিত উর্দু রচনাগুলির মধ্যে উৎকর্ষের বিচারে তা প্রথম সারির। উপন্যাসটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে রাজন্য পরিচালিত হায়দ্রাবাদ প্রদেশে অভিজাত পরিবারগুলির অন্দরমহলকে ঘিরে। ঔপনিবেশিক এবং পশ্চিমি প্রভাবে ভারতীয় মুসলিম সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে এই কাহিনীতে। ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক মহিলা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এই বিদুষী। তাঁর চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে আনজুমান-খোয়াতিন-ই-ইসলামের মতো একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সমাপ্তির ঘণ্টাধ্বনি বিদায়ী দিবসের অবসান ঘোষণা করে/তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের ওপর বয়ে চলা বাতাস কেঁদে ফেরে/কর্ষণজীবী গৃহের পথগামী ক্লান্ত পদক্ষেপে/আঁধার নামে ধরণীতে, ঘনায় আমার মনে। (আনওয়ারি বেগমের রচনার অনুবাদ)

প্রকাশিত হয় আরও একটি প্রতিবেদন—'আমার কথা শোনা হবে' ('My voice shall be heard')। এই প্রতিবেদনে দেখা গেল যে আগের তুলনায় পরিস্থিতির সাম্যতার উন্নতি হয়নি। কাজেই এটা স্পষ্ট যে জাতীয় মহিলা কমিশন (National Commission of Women)—NCW-এর প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলিম মহিলাদের অবস্থান একই থেকে গেছে। তবে হয়তো এমনটাও হতে পারে যে ২০০০ সালের প্রতিবেদন এবং সেই অনুযায়ী নেওয়া পদক্ষেপের ফল তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কারণ মাঝে কেটেছে মাত্র তিন বছর। সেটা ছিল ২০০৩ সাল।

'My voice will be heard' প্রতিবেদন প্রকাশের এক বছর পরে কেন্দ্রের নতুন সরকার, বিচারপতি রাজিন্দর সাচারের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গড়ে— যার দায়িত্ব ছিল এদেশে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী (Socio-Economic Communities—SRC)-র, বিশেষত মুসলিমদের অবস্থার পর্যালোচনা করা। কমিটির যুগান্তকারী প্রতিবেদন প্রকাশ হয় ২০০৭ সালে। তাতে দেখা গেল এদেশে মুসলিমদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়েছে চিরকাল পিছনে পড়ে থাকা দলিত ও আদিবাসীদের তুলনায়ও। ২০০১ সালের আদমশুমারি-র সমস্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে তবেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে সাচার কমিটি।

২০০০-এর পর থেকে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (MPL)-এ পরিবর্তনের দাবিতে ক্রমে আরও বেশি সংখ্যায় সরব হচ্ছে বিভিন্ন মুসলিম মহিলা সংগঠন। লিঙ্গসাম্যের ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে তারা তুলে ধরছে কোরানের মূল বক্তব্যগুলি। সারা বিশ্বজুড়ে নিজেদের অধিকারের দাবিতে মুসলিম মহিলারা বর্তমানে যেভাবে সরব হচ্ছেন তার প্রভাব পড়েছে এদেশেও। বিদূষী মুসলিম মহিলারা এখন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে কোরান-কে দেখছেন।

মুসলিম মহিলা মঞ্চ বা Muslim Women's Forum-এর প্রতিষ্ঠার পর পরই মুসলমান মহিলাদের অধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি সংগঠন। ২০০৬ সালে সূচনা হয় ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলনের। মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের আওতায় মেয়েদের অধিকারের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করে নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা ব্যক্তিগত আইন পর্ষদ বা All India Muslim Women Personal Law Board। গুরুত্বপূর্ণ আর একটি প্রবণতা বা বিষয় হল, সাম্প্রতিককালে দেশের আদালতগুলির একের পর এক রায় যাচ্ছে মুসলিম মহিলাদের পক্ষে। ২০০৯-এ গোয়ালিয়রের শাবানা বানু এবং ইমরান খান-এর বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলে সংশ্লিষ্ট মহিলা ইদ্দাত-এর পর যতক্ষণ না ফের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন ততক্ষণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৫ ধারা মোতাবেক খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী। এই রায়ের সুফল পাবেন সব মুসলিম মহিলারা।

কিন্তু, গুড়িয়া কিংবা ইমরানাদের মতো একের পর এক মেয়ে যৌন লালসার শিকার হওয়ার ঘটনা খবরের শিরোনামে উঠে আসছে বার বার। মুসলিম ব্যক্তিগত আইন এদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ তো বটেই, বরং তাকে কাজে লাগিয়ে নিগৃহীত করা হচ্ছে এই মেয়েদের। পাশাপাশি গ্রাম বা শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকায় অবশ্য অন্যরকম ছবিও দেখা গেছে। ভালোমন্দ সব সময়েই মিশে থাকে। কিন্তু সংবাদমাধ্যম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুসলিম মহিলাদের নির্যাতনের বিষয়গুলিকে তুলে ধরে—বিশেষত যদি তার মাধ্যমে শরিয়তের সমালোচনা করা যায়। এই জন্যই ২০০৮-র ১২ আগস্ট একটি নিকাহ্ অনুষ্ঠানে আমার প্রধান হওয়া নিয়ে তুমুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমিই সম্ভবত ইসলামি বিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় মহিলা। বিশ্বেও এটি প্রথম নজির বলে অনেকে মনে করলেও আমার তা মনে হয় না। আমি যাদের নিকাহ্ বা বিয়ে দিয়েছিলাম তারা লখনৌ-এর নাইশ হাসান এবং ইমরান আলি। মহিলা কাজি এবং মহিলা সাক্ষীদের মাধ্যমে এই বিবাহ সংবাদমাধ্যমে আলোড়ন ফেলে দেয়। কিন্তু যে কথাটা সবাই ভুলে গেছে তা হল, একমাত্র ইসলাম ধর্মেই মেয়েদের মাধ্যমে এই ধরনের অনুষ্ঠান হওয়ায় কোনও নিষেধ নেই। মুসলিমদের মধ্যে মহিলা কাজি না থাকাটা সম্পূর্ণভাবে আচার বা রীতির ব্যাপার। আরও যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল, লখনৌ-এর ওই বৈপ্লবিক ঘটনার পরে কোনও ফতোয়া জারি হয়নি। অন্তত আমার চোখে সেরকম কিছু পড়েনি।

ভারতে মুসলিম মহিলাদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলা সমাজকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে মহিলাদের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে যেসব কথা বলা আছে তা কার্যকর করতে এবং এক্ষেত্রে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ধারাবাহিক ব্যর্থতা দূর করতে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। কোরান-এ মুসলিম মহিলাদের যে অধিকার দেওয়া আছে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিন তালাক প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। তিন তালাক নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে রায়দানে সংখ্যালঘু মত-এর স্ববিরোধ যথার্থভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিচারপতি কুরিয়েন যোসেফের মন্তব্যে।

বিচারপতি আর. এফ. নরিম্যান এবং বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বলেছেন, ''১৯৩৭-এর মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) চালু হওয়ার পর, কোরান-এর নির্দেশ অমান্য হয় এমন কোনও প্রথা অনুমোদনযোগ্য নয়। কাজেই এরকম কোনও (তিন তালাক) প্রথার সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকতে পারে না। তিন তালাককে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়ার পক্ষে মাননীয় প্রধান বিচারপতির মত-এর সঙ্গে আমি সহমত নই।''

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা Uniform Civil Code (UCC)-র বিষয়টি নিয়ে গত ৭০ বছরে বহু আলোচনা হয়েছে। মুসলিমদের অনেকেরই ধারণা অদূর ভবিষ্যতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কিংবা মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের কাঠামোর মধ্যেই নতুন কোনও আইনি সংস্থান কার্যকর হয়ে যাবে। সুপ্রিম কোর্টে তিন তালাকের বিরুদ্ধে

AIMPLB-র বক্তব্যের মধ্যে বার বার এই আশঙ্কাই ফুটে উঠেছে যে এরপর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়ার রাস্তা সুগম হবে। শীর্ষ আদালত অবশ্য তিন তালাক মামলার সময় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত কোনও বক্তব্য শোনেনি। দু'টি বিষয় আলাদা বলে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় জানিয়ে দেয়। কিন্তু তিন তালাক রায়-কে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে বলে অনেকের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তিন তালাক বিল এখন রাজ্যসভার বিবেচনাধীন। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই বিষয়টি নিয়ে সেখানে বিরোধীরা আরও আলোচনার দাবি জানিয়েছেন।

মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আগে বর্তমান আইন কমিশন সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। বহুবিবাহ, নিকাহ হালালা, ব্যাভিচার আইন—এসব বিষয়গুলি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন হওয়ার আইন কমিশন বিভিন্ন সংস্কার নিয়ে আলোচনা করেছে মাত্র, সুপারিশ করেনি কোনও কিছু। কমিশন বলছে যে ইসলামে বহুবিবাহ অনুমোদিত হলেও ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে তার চল খুব বেশি নেই। অন্যদিকে, বরং, অন্য ধর্মের একটির বেশি বিবাহে ইচ্ছুকদের অনেকেই বিষয়টির আইনি বৈধতার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

বহুবিবাহকে অপরাধ বলে জানিয়ে নিকাহ্নামা সংক্রান্ত একটি সার্বিক নির্দেশিকা প্রণয়নের পক্ষে মত দিয়েছে কমিশন। এক বিবাহের পক্ষে নৈতিক যুক্তি খাড়া করার চেয়েও কমিশনের কাজে যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তা হল, বহু বিবাহের বিষয়টিতে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অন্যায় আধিপত্য, যা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রসঙ্গে কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছে। এধরনের বিধি চালু করার সময় এখনও আসেনি বলে কমিশন মনে করে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমতাবিধানের চেয়ে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারে (ব্যক্তিগত আইন)-র দিকেই কমিশন গুরুত্ব দিয়েছে। কমিশন আরও বলেছে, ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যাতে বঞ্চিত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা জরুরি এবং মহিলাদের সম্মান, অধিকার ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এই সময়ের দাবি।

শিয়া ও সুন্নি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য একটি 'মুসলিম উত্তরাধিকার বিধি' তৈরিরও সুপারিশ করেছে আইন কমিশন। এর সংস্থান অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকার আত্মীয়তার প্রশ্নে মৃতের সঙ্গে নৈকট্যের নিরিখেই নির্ধারিত হবে। 'পুরুষ' হওয়ার সুবাদে কোনও সুবিধা সেখানে পাওয়া যাবে না।

বঞ্চনা ও নিষ্পেষণের জাঁতাকল ভেঙে বিংশ শতকের যে কয়েকজন মুসলিম মহিলা বেরিয়ে আসতে পেরেছেন তাদের সংগ্রামের ছবি তুলে ধরতে মুসলিম মহিলা মঞ্চ সম্প্রতি একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। 'Pathbreakers : The Twentieth Century Muslim Women of India' শীর্ষক একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। এই মহিলারা মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আজাদের মত বড়ো মাপের নেতাদের সঙ্গে দেশ গঠনে সমানতালে কাজ করে গেছেন। তাদের অনেকেই ছিলেন গণপরিষদ-এর (Constituent Assembly) সদস্য। অনেকে কাজ করেছেন সাংসদ কিংবা বিধায়ক হিসেবে। শরিফা হামিদ আলি-র জন্ম সুরাতে। তিনি ছিলেন গণপরিষদের সদস্য। মহিলাদের পরিস্থিতি সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের কমিশনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। একটি নিদর্শ (Model) নিকাহ্নামা-ও তৈরি করেন তিনি। অসমের জোরহাটের বিধায়ক ছিলেন মফিদা আহমেদ। আজিজ ইমাম, আনিম কিদওয়াই, কুদিসা আইজাজ রসুল সাংসদ হিসেবে কাজ করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে প্রথম পেশাদার থিয়েটার চালু করেন কুদিসা জাইদি। ভারতীয় পতকার নকশা তৈরি করেন সুরাইয়া তৈয়াবজি। এই মহিলাদের মধ্যে লেখিকা, কবি এবং সাংবাদিকও ছিলেন অনেকেই। তাদের অবদান ও সাফল্যের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ।

ইসলাম নারী বিরোধী একটি পিতৃতান্ত্রিক ধর্ম—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে গেছেন এরা। মুসলিম মহিলাদের নানা গোষ্ঠী এখন ইসলাম-এ মহিলাদের প্রকৃত অবস্থান কী, তা স্পষ্ট করে দেওয়ার প্রয়াসে নিয়োজিত। ওয়াসিম বারেলভি-র কথায় : জাঁহা জ্বলেগা ওহিঁ রোশনি লুটায়েগা/কিসি চিরাগ কা আপনা মকান নেহি হোতা। অর্থাৎ যেখানে রাখা হবে সেখানেই হবে আলোকিত, প্রদীপের নিজের কোনও গৃহ নেই।❑

শরিফা হামিদ আলি (১৮৮৩-১৯৭১)

বেগম শরিফা হামিদ আলির জন্ম গুজরাতের ভদোদরায় প্রগতিবাদী এবং জাতীয়বোধে উদ্বুদ্ধ পরিবার। জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এই পরিবারের। ১৯০৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর তিনি স্বদেশি আন্দোলনে শামিল হন। হরিজনদের সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎসর্গ করেন নিজেকে। সরোজিনী নাইডু, রানি রাজওয়াড়ে, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি তিনিও ছিলেন নিখিল ভারত মহিলা কংগ্রেস (AIWC)-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা। পরে, তার সভানেত্রীও হন।

মহিলাদের উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের কমিশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। মুসলিম মহিলাদের স্বার্থরক্ষায় আইনি সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন শরিফা। বিবাহের ন্যূনতম বয়ঃসীমা বৃদ্ধি, বিবাহ সংক্রান্ত বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে (নিকাহনামা) সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি এবং এক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি কাজ করেছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা কমিশনে তিনি ছিলেন সদস্যা। All India Women's Education Association এবং Hindustan Text Book Committee-র সদস্যা হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন।

মহিলা পরিচালিত উদ্যোগ গড়ে নারীর ক্ষমতায়ন

এন. ভি. মাধুরী

মহিলা পরিচালিত উদ্যোগ এবং আর্থিক ক্ষমতায়ন বিকাশে, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র অর্থসংস্থান বেশ কাজের। গরিবি হঠানোর এ শুধু এক কার্যকর উপায়মাত্র নয় বরং সমাজের সবচেয়ে অসহায় গরিব শ্রেণির মানুষ, বিশেষত নারীদের ক্ষমতায়নেরও অন্যতম উপায় বটে! দেশের বেশকিছু রাজ্যে এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গাঁয়েগঞ্জে মেয়েদের পক্ষে হয়ে উঠেছে এক আশীর্বাদ। রোজগার ছাড়াও, এই গোষ্ঠী বাড়িয়েছে তাদের সামাজিক মানমর্যাদা।

গত আধা শতকে ভারতের লোকসংখ্যা বেড়েছে তিন গুণ। তার সঙ্গে সুযোগসুবিধে বৃদ্ধি পায়নি মানানসইভাবে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। জনসংখ্যার অর্ধেক মেয়ে এবং তারাই পরিবারের মেরুদণ্ড বা প্রধান ভরসা। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, হালফিল কয়েক বছরে মহিলাদের সনাতন ভূমিকা কিছুটা বদলে গেছে। এবং সমাজের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নে তাদের অবদান তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে খানিকটা। উদ্যোগ উন্নয়নের মাধ্যমে ভারত সমেত প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গরিব ঘরের মেয়েদের ক্ষমতায়ন বা ক্ষমতা বাড়ানোর এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মেয়েদের ক্ষমতায়নের এক সম্ভাব্য উপায় হল কারবার বা উদ্যোগ উন্নয়ন এবং রোজগারপাতির জন্য কাজকর্মের সুযোগ তৈরি করা। তাদের পছন্দ-অপছন্দ ঠিক করা এবং তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মহিলাদের নিজের হাতেই থাকবে, এহেন প্রক্রিয়াই হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন ঘটতে পারে বিভিন্ন স্তরে—ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজে। উৎসাহমূলক ব্যবস্থার (যেমন, সামর্থ্য বাড়াতে সক্ষম এহেন নতুন নতুন ধরনের কাজকর্মের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা) সংস্থান এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কারণগুলি (সহায়সম্পদ এবং দক্ষতার অভাব ইত্যাদি) দূর করার মাধ্যমে এই ক্ষমতায়নে সহায়তা জোগানো হয়।

মহিলা পরিচালিত উদ্যোগ এবং আর্থিক ক্ষমতায়ন বিকাশে, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র অর্থসংস্থান বেশ কাজের। গরিবি হঠানোর এ শুধু এক কার্যকর উপায়মাত্র নয় বরং সমাজের সবচেয়ে অসহায় গরিব শ্রেণির মানুষ, বিশেষত নারীদের ক্ষমতায়নেরও অন্যতম উপায় বটে! দেশের বেশকিছু রাজ্যে এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গাঁয়েগঞ্জে মেয়েদের পক্ষে হয়ে উঠেছে এক আশীর্বাদ। রোজগার ছাড়াও, এই গোষ্ঠী বাড়িয়েছে তাদের সামাজিক মানমর্যাদা। এখন, সর্ব ক্ষেত্রে উন্নতির এক প্রধান উপায় রূপে, মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গসাম্য বা নারী-পুরুষ সমতার বিষয় স্বীকৃতি পেয়েছে গোটা দুনিয়ায়।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ নারীদের ক্ষমতায়নকে জোরদার করেছে এবং হঠাচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা সদস্যদের অন্যান্য সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত করছে। এই ঋণ মারফত ছোটোখাটো ব্যবসা সংস্থার প্রসার ঘটছে এবং এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে রোজগারের পথ খুলে গরিবি দূর করা। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অভিনব ফার্মার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি, গ্রাসরুটস, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, আসাম টি কর্পোরেশন, কুড়ুম্বশ্রী, ইন্দিরা ক্রান্তি পথম ইত্যাদি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ঋণ এবং স্ব-সহায়ক ব্যবসায়িক কাজকর্মের মাধ্যমে মেয়েদের

[লেখক সহযোগী অধ্যাপক এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান, সেন্টার ফর জেন্ডার স্টাডিজ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রুরাল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েতি রাজ, হায়দরাবাদ। ই-মেল : madhurinv5@gmail.com]

ক্ষমতায়নে সাহায্য জোগাতে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে।

সমীক্ষায় এটা প্রকাশ, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি মূলত মহিলাদের জন্য স্থাপিত এবং তামিলনাড়ু ও কেরালার মতো রাজ্যে তারা খুব সফল। বাণিজ্যিক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতায় নাবার্ডও চালু করেছে এক পুরোধা বা পরীক্ষামূলক প্রকল্প। এছাড়া, অ-কৃষি ক্ষেত্রে টাকাকড়ি জোগানোর জন্য আছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক মারফত পুনঃ অর্থসংস্থানের (রিফাইন্যান্স) বন্দোবস্ত। তিনটি রাজ্যে সমীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে, ঋণ পরিশোধ, সঞ্চয়ের অভ্যাস, রোজগারের জন্য সম্পদ কিনতে ঋণের টাকা কাজে লাগানো এবং মেয়েদের ক্ষমতা বাড়াতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী সাহায্য করেছে।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সৌজন্যে মহিলা উদ্যোগ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় সংস্থা বৃদ্ধির নজির হল কেরালা এবং তামিলনাড়ু। গোষ্ঠীগুলি ছোটোখাটো ঋণ, মেয়েদের প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। অর্থসংস্থানে এখন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা এবং গুরত্বের কথা বুঝেছে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কও। এবং নাবার্ডের সহযোগিতায় মহিলা উদ্যোগীদের মাঝারি অঙ্কের ঋণ দিচ্ছে। সারা বিশ্বেই অর্থ সমস্যার দরুন মহিলা উদ্যোগীদের অধিকাংশ নতুন সংস্থা (স্টার্ট আপ) মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু এখন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সুবাদে তাদের মনে স্বপ্ন পূরণের বিশ্বাস জেগেছে। তাই এধরনের বিকাশ ভারতে এক সত্যিকারের 'সবার বিকাশ' (ইনক্লুসিভ গ্রোথ)। এর দরুন বাড়বে মেয়েদের আর্থিক ক্ষমতা (সাবিহা ফজলভয়, ২০১৪)।

ভারত সরকারের প্রচেষ্টা

দেশের বিকাশ এবং সমৃদ্ধিতে মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত বা মালিকানাধীন উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের গুরুত্ব মেনে, ভারত সরকারের তরফে গৃহীত সব নীতি তাদের সমান সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছে। ঋণ, নেটওয়ার্ক, বিপণন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা মারফত সরকার চায় ভারতের উদ্যোগ পরিবেশে মেয়েদের সামনে আনতে।

অতি ছোটো, ছোটো এবং মাঝারি সংস্থা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং মায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও পর্যাপ্ত শিক্ষা এবং দক্ষতা না থাকা সম্ভাব্য মহিলা উদ্যোগীদের দরকার মেটাতে উদ্যোগ বিকাশ প্রকল্প-সহ নানা কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। অতি ছোটো এবং মাঝারি সংস্থা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান চালু করেছে টিভি সারাই, প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, চামড়ার জিনিসপত্র, স্ক্রিন প্রিন্টিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া/পণ্য মুখী উদ্যোগ বিকাশ প্রকল্প। মহিলা উদ্যোগীদের সাফল্যের স্বীকৃত এবং ইনসেনটিভ দিতে বছরের ''সেরা মহিলা উদ্যোগী''-কে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ পুরস্কার। মহিলা উদ্যোগীরা যেসব সমস্যার মুখে পড়েন তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা এবং সমন্বয়ের জন্য, এই প্রতিষ্ঠান খুলেছে মহিলা সেল।

এছাড়া আছে সরকারের আরও বেশ কিছু কর্মসূচি, যেমন—নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের রোজগার সৃষ্টি প্রকল্প। অভাবী মেয়েদের আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করতে, প্রশিক্ষণ তথা রোজগার সৃষ্টির কাজকর্মের জন্য এই প্রকল্প সাহায্য করে থাকে।

ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (সিডবি) মহিলাদের জন্য রূপায়ণ করছে দু'টি বিশেষ প্রকল্প। মহিলা উদ্যোগীদের সংস্থায় শেয়ার কেনা বাবদ টাকা দেয় মহিলা উদ্যম নিধি। আর রোজগার সৃষ্টিকারী কাজকর্ম চালাতে অর্থ সাহায্য করে থাকে মহিলা বিকাশ নিধি। সিডবি সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার জন্য একটি অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) চ্যানেল খোলারও তোড়জোড় করেছে। এতে বিশেষ গুরুত্ব পাবে মেয়েরা। মহিলাদের মধ্যে কাজ করে চলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির নির্বাহী আধিকারিদের জন্য সিডবি ঋণ সদ্ব্যবহার এবং ঋণ জোগান বিষয়ক প্রশিক্ষণও দেয়। উৎপাদন কেন্দ্র গড়তেও অনুদান মেলে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের আর্থ-সামাজিক প্রকল্প থেকে।

উদ্যোগ এবং উদ্ভাবন বিকাশে সরকারের নানা প্রচেষ্টার মধ্যে কয়েকটির বিষয়ে দু'-চার কথা :

● **স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া :** স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া কর্মসূচি মারফত, সদ্যোজাত বা নতুন সংস্থার দেখভাল করে ভারত সরকার উদ্যোগের বিকাশের সচেষ্ট। ২০১৬-র জানুয়ারিতে সূচিত এই কর্মসূচি বহু হবু উদ্যোগীকে সাহায্য করেছে। এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন সংস্থাকে শক্ত পায়ে দাঁড় করাতে, সরকারি উদ্যোগীদের জন্য বিনা ব্যয়ে ৪ সপ্তাহের অনলাইন শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা করেছে. দেশজুড়ে গড়ে তুলেছে রিসার্চ পার্ক, ইনকিউবেটর এবং স্টার্ট আপ কেন্দ্র। এবং তৈরি করা হয়েছে শিক্ষা মহল এবং শিল্প সংগঠনগুলির এক জোরদার নেটওয়ার্ক।

● **মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে মদত (সাপোর্ট টু ট্রেনিং এন্ড এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম ফর উইমেন-স্টেপ) :** আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ না পাওয়া, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিতে স্টেপ চালু করে ভারত সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক। ইদানীংকার প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ৩০ বছরের পুরোনো এই উদ্যোগের গাইডলাইন বা নীতিনির্দেশিকার ফের মুসাবিদা করেছে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক এবং নিতি আয়োগ। স্টেপের সুযোগ পায় ১৬ বছর বয়সের বেশি সব মেয়ে। এই কর্মসূচিতে দক্ষতায় তালিম দেওয়া হয় কৃষি, উদ্যান, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হাতে চালানো তাঁত, এমব্রয়ডারির মতো সনাতন কারুশিল্প, পর্যটন-ভ্রমণ, আতিথেয়তা, কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

● **স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া :** এই কর্মসূচির শুরু ২০১৫-তে। স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া চায় অবহেলিতদের কল্যাণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণকে কাজে লাগাতে। এর লক্ষ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সক্ষম করা এবং বিকাশের সুফল যেন পায় মহিলা উদ্যোগী, তপশিলি জাতি ও উপজাতির লোকজনও। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে কলকারখানা, পরিষেবা বা ব্যবসা ক্ষেত্রে নিদেন একজন মহিলা এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতির একজনকে ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয় নতুন সংস্থা

গড়ার জন্য। স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া পোর্টালটি ছোটোখাটো উদ্যোগীদের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেরও কাজ করে এবং অর্থসংস্থান ও ঋণের গ্যারান্টি সংক্রান্ত খোঁজখবর দেয়।

● **ব্যবসা সম্পর্কিত উদ্যোগ সহায়তা ও বিকাশ (ট্রেড রিলেটেড অন্ত্রপ্রেনারশিপ অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ট্রেড) :** অবহেলিত মেয়েদের ঋণ পাওয়ার সমস্যা ঘোচাতে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মারফত আগ্রহী মহিলাদের ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এই ট্রেড কর্মসূচি। অ-কৃষি কাজকর্মে মহিলাদের জন্য পথ করে দিতে, প্রস্তাবিত সংস্থা গড়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেয়। ঋণ পাওয়ার জন্যও মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নিতে পারে।

● **প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা :** দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের এই অন্যতম প্রধান কর্মসূচির লক্ষ্য জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি এবং কাজে নিযুক্তির জন্য যোগ্যতা বাড়াতে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতায় যুবাদের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র দেওয়া। আগে থেকে শিক্ষার অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা থাকা ব্যক্তিদেরও মূল্যায়ন করে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন বাবদ ফি সরকারই পুরোটা মেটায়।

সমান ক্ষমতায়ন ও বিকাশের জন্য বিজ্ঞান (সায়েন্স ফর ইক্যুয়িটি এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট-সীড) : সীডের লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক লাভের জন্য, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের দিকে মনোযোগ দিয়ে প্রকল্প চালাতে উদ্দীপ্ত বিজ্ঞানী ও ক্ষেত্র স্তরের কর্মীদের সুযোগসুবিধে জোগানো। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে এবং সুপরিকাঠামোর নাগাল পেতে সক্ষম করার জন্য তৃণমূল স্তরে উদ্ভাবনা-সহ জাতীয় ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। জনসংখ্যার, বিশেষত অবহেলিতদের এক বিশাল অংশের কাছে প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দিতে, সীড বিকাশে সমতার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছে।

নিতি আয়োগ চালু করেছে মহিলা উদ্যোগ প্ল্যাটফর্ম (উইমেন অন্ত্রপ্রেনারশিপ প্ল্যাটফর্ম—ওয়েপ)। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে ঔদ্যোগিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে সারা দেশে মেয়েদের জন্য এক অনুকূল পরিবেশ গড়া, উদ্ভাবনামূলক উদ্যম বাড়ানো এবং তাদের ব্যবসার টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশলের ছক কষা। এই প্ল্যাটফর্ম চায় মহিলা উদ্যোগীর সংখ্যা ঢের ঢের বাড়াতে। এরা গড়বে এক প্রাণোচ্ছল নতুন ভারত। ওয়েপ যে তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে সেগুলি থেকে এর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট : ইচ্ছা শক্তি (নতুন সংস্থা তৈরি শুরু করতে হবু উদ্যোগীদের প্রেরণা), জ্ঞান শক্তি (উদ্যোগ পরিচালনার জন্য মহিলা উদ্যোগীদের জ্ঞান ও উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে সাহায্য করা এবং কর্ম শক্তি (ব্যবসা সংস্থা গঠন ও সম্প্রসারণে উদ্যোগীকে সক্রিয় সহায়তা)।

● **মহিলাদের জন্য মুদ্রা যোজনা :** বিউটি পার্লার, পোশাক বানানো (টেলারিং) টিউশান সেন্টারের মতো ছোটোখাটো নতুন সংস্থা এবং ব্যবসা শুরু করতে চাওয়া মেয়েদের জন্য ভারত সরকার চালু করেছে এই কর্মসূচি। কয়েকজন মেয়ে একজোট হয়েও এ ধরনের উদ্যোগে নেমে পড়তে পারে। ঋণের জন্য দরকার নেই কোনও জামিনের। ঋণ পাওয়া যায় তিন রকম প্রকল্পে : (১) শিশু—ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ৫০ হাজার টাকা এবং ব্যবসার একেবারে গোড়ার দিকে তা পাওয়া যায়। (২) কিশোর—ঋণের অঙ্ক ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা এই ঋণ পেতে পারে। (৩) তরুণ—১০ লক্ষ টাকার ঋণ পেতে পারে সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা তার ব্যবসা বাড়ানোর প্রয়োজনে।

শেষপাত

মহিলা উদ্যোগ অর্থনৈতিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মহিলা উদ্যোগীরা নিজের ও অন্যদের জন্য নতুন কাজ সৃষ্টি করে এবং ব্যবস্থাপনা, সংগঠন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা অন্যভাবে সমাধান করার পথ দেখায় সমাজকে। তবে এখনও তারা মোট উদ্যোগীদের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

পরিবার ও সমাজের কল্যাণ, গরিবি কমানো এবং মেয়েদের ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে মহিলা উদ্যোগীরা। এবং সেই সুবাদে সহস্রাব্দ স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যেও থাকে তাদের অবদান। এজন্য বিশ্বে সব সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা নানা কর্মসূচি, ইনসেনটিভ মারফত মহিলা উদ্যোগ বিকাশে সক্রিয়।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Agrawal, S. (2003). Technology Model for Women's Empowerment. Kurukshetra, May, (4), pp. 18-28.

(২) Kabeer, N. (2001). Reflections on the Measurement of Women's Empowerment, Discussing Women's Empowerment-Theory and Practice. Sida Studies, 3. Stockholm.

(৩) Anjali Sharma, Bikash Roy & Deepa Chakravorty (2017) "Potential of Self Help Groups as an Entrepreneur : A Case Study from Uttar Dinajpur District of West Bengal" https://doi.org/10.1080/09718923.2012.11892985.

(৪) Sanjay Kanti Das, (2012) "Entrepreneurial Activities of Self Help Groups Towards Women Empowerment : A Case Study of Two Hill Districts in Assam", Journal of Entrepreneurship Management, Volume 1, Issue 2, June 2012.

(৫) Sabiha Fazalbhoy (2014) "Women Entrepreneurship as the Way for Economic Development". Annual Research Journal of Symbiosis Centre for Managemnt Studies, Pune Vol. 2, Issue 1, March 2014, pp. 117-127.
https://www.ges2017.org/govt-of-india-support-for-entrepreneurs/
https://www.news18.com/news/indiwo/work-and-career-9-schemes-for-women-entrepreneurs-in-india-1522125.html.

বিকেন্দ্রীভূত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা : পঞ্চায়েতের ভূমিকা

ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য

পরিকল্পনা হল বর্তমান সময়কালে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত পন্থা খুঁজে বার করে তার সার্থক রূপায়ণ, যা পরিণামে ভবিষ্যতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমৃদ্ধতর করবে। তবে পরিকল্পনা শুধু যে দীর্ঘমেয়াদি হবে তা নয়। মধ্যমেয়াদি বা স্বল্প মেয়াদিও হতে পারে। কিন্তু মেয়াদ যাই হোক না কেন, যে কোনও পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা আগেই করতে হয়—কী করা উচিত, কখন করা উচিত, কীভাবে করা উচিত এবং সর্বোপরি কাদের সাহায্যে পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হবে। আর সেই পরিকল্পনাই সফল বলে বিবেচিত হয় যা যথানির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করা সম্ভব হয়।

যে কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই, সে সরকারি বা বেসরকারি অথবা অ-সরকারি যাই হোক না কেন, পরিকল্পনা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আমরা কোথায় আছি এবং ভবিষ্যতে কোথায় পৌঁছতে চাইছি—এই দুয়ের মধ্যেকার যে ফাঁক, তা পূরণ করার কাজে পরিকল্পনা এক অনিবার্য সেতুবন্ধন। ধরা যাক, আগামী ২০ বছর পর ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কী দাঁড়াবে, সম্ভাব্য জনসংখ্যা কত হতে পারে, ওই সংখ্যক জনগণের সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে কী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা উচিত, জলসম্পদের ব্যবহার কী হবে, প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নততর করার ক্ষেত্রে কী উপায় হবে এবং ২০ বছর পরে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিপদগুলি কী ইত্যাদি বহু কিছু বিবেচনা করে একটি পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুত করা হল যা ধীরে ধীরে রূপায়ণের মাধ্যমে ২০ বছর পরের যে চ্যালেঞ্জ অর্থনীতি ও পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে তার মোকাবিলা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে তাই পরিকল্পনা হল বর্তমান সময়কালে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত পন্থা খুঁজে বার করে তার সার্থক রূপায়ণ, যা পরিণামে ভবিষ্যতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমৃদ্ধতর করবে। তবে পরিকল্পনা শুধু যে দীর্ঘমেয়াদি হবে তা নয়। মধ্যমেয়াদি বা স্বল্প মেয়াদিও হতে পারে। কিন্তু মেয়াদ যাই হোক না কেন, যে কোনও পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা আগেই করতে হয়—কী করা উচিত, কখন করা উচিত, কীভাবে করা উচিত এবং সর্বোপরি কাদের সাহায্যে পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হবে। আর সেই পরিকল্পনাই সফল বলে বিবেচিত হয় যা যথানির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করা সম্ভব হয়।

যে কোনও পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়ণ করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আগেই পর্যালোচনা করার প্রয়োজন :

(ক) বর্তমান অবস্থার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ, যার মাধ্যমে জানা যাবে এখন কোথায় আছি;

(খ) আগামী দিনে, ধরা যাক পাঁচ বছর পর, কোন জায়গায় পৌঁছোতে চাই;

(গ) সেই লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছোতে পারা যাবে তার যথাযথ পথ নির্দেশ;

(ঘ) এই সুবাদে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান কীভাবে করা যেতে পারে তার বিচার-বিশ্লেষণ;

(ঙ) লক্ষ্যে পৌঁছোতে কী কী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধ্যানধারণা; এবং

(চ) সমগ্র কর্মধারার মূল্যায়ন, পুনর্বিবেচনা এবং যথাযথ নজরদারির মাধ্যমে পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণ।

ভারতে সরকারি পরিকল্পনা

১৯৫০ সালে ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করার হয় এই উদ্দেশ্যে যে ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে একদিকে যেমন কমিশন প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করবে অন্যদিকে তা রূপায়ণের

[লেখক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামোন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। ই-মেল : uday.rdmku@gmail.com]

ক্ষেত্রেও কমিশনকে যথাবিহিত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৫১ সালে ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা হয়। অন্যদিকে আবার প্রতিটি রাজ্যেই রাজ্যভিত্তিক পরিকল্পনা কমিশন বা বোর্ড গঠন করা হয় যেখানে রাজ্যের নিজস্ব পরিকল্পনাগুলি প্রস্তাবিত হয়ে থাকে। তবে গোড়া থেকেই রাজ্যের পরিকল্পনাগুলিকে ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নিতে হ'ত; যাতে করে রাজ্যের পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য যথাযথভাবে পাওয়া যায়।

গত শতাব্দীর আটের দশকের সময় থেকে দেখা গেল যে রাজ্যগুলির কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য একদিকে যেমন যথেষ্ট অর্থের সংস্থান করা হচ্ছে, একই সঙ্গে ওই প্রকল্পগুলিকে রাজ্যের প্রদেয় নির্দিষ্ট শতাংশ অর্থের বিষয়টিও রাখা হচ্ছে। যেমন কোনও একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পে, ধরা যাক কেন্দ্র মোট প্রকল্প খরচের শতকরা ৭০ ভাগ অর্থের সংস্থান করল। বাকি ৩০ ভাগ খরচের অর্থ রাজ্যকে বহন করতেই হবে নইলে রাজ্যে ওই প্রকল্পটি রূপায়িত হবে না, কেন্দ্রের টাকা "অব্যবহৃত" হিসেবে ফেরত চলে যাবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রূপায়ণের তাগিদে রাজ্যের হাতে তার নিজস্ব প্রকল্পগুলি, যার অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে পরিকল্পিত, রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সম্ভব হচ্ছে না। ফলস্বরূপ ওই সময়ে দেশে যা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'ত, তার অধিকাংশই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত বিভিন্ন প্রকল্প, যা রাজ্যে রাজ্যে রূপায়ণ করা হচ্ছিল। স্থানীয় প্রয়োজনে উন্নয়নের কাজটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তো পেতই না বরং বহুলাংশে উপেক্ষিত থাকত। তাই ওই সময়ের পরিকল্পনা ছিল ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এক পরিকল্পনা পদ্ধতি বা "Top-down approach of planning"।

যদিও স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের তাগিদে সরকারের ওপর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশীয় নাগরিক সমাজ, রাজনীতিবিদ প্রমুখদের চাপ বাড়ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকার নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটি জেলাস্তরে পরিকল্পনা রচনার পক্ষে দৃঢ় মতামত তাদের রিপোর্টে ব্যক্ত করেছিলেন, তবে বিষয়টি পাকাপোক্তভাবে স্থির হয় ৭৩তম এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে। উক্ত সংশোধনীর ২৪৩(ZD) অনুচ্ছেদে জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। এর মূল প্রতিপাদ্য হল—ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রতিটি স্তরের পঞ্চায়েত তার ঊর্ধ্বতন স্তরের পঞ্চায়েতের কাছে প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করবে এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও ওই জেলার সমস্ত পুরসভাগুলি থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় পরিকল্পনাগুলি সংহত ও একত্রিত করে জেলার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করবে। পরিকল্পনা সম্পর্কে এই কথাটি প্রণিধানযোগ্য—"lower the level or unit of planning, smaller will be the gap between planning and implementation"। বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার মূল সুরটি যেন এই কথার মধ্যেই গাঁথা হয়ে আছে। পরিকল্পনা রচনার এই পদ্ধতি বর্তমানে দেশে দেশে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তা Bottom-up planning বলে পরিচিত, কারণ পরিকল্পনার বিষয়গুলি সরকারি প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন স্তরে থেকে প্রস্তাবিত হয় এবং তা ঊর্ধ্বস্তরের সরকারের কাছে পেশ করা হয় প্রয়োজনীয় অর্থ অনুমোদনের কারণে। তবে এই পরিকল্পনা রচনার মূল কথা হচ্ছে, কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনাই বাস্তবে রূপায়িত হবে না, যদি সেটি একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা পরিকল্পনা না হয়। বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(ক) পরিকল্পনা যাদের জন্য রূপায়ণ করা হবে (উপভোক্তা), সেই স্থানীয় লোকজনকে পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা;

(খ) স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, শব্দ ইত্যাদি বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিতি এবং একই সঙ্গে স্থানীয় লোকজনকে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা;

(গ) পরিকল্পনা রচনার সময় স্থানীয় প্রথা, ঐতিহ্য, আচার প্রভৃতির দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা; এমন কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হবে না যেটি রূপায়ণ করলে তা হবে স্থানীয় মানুষের প্রথা ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী; এবং

(ঘ) পরিকল্পনা রচনার সময় তা রূপায়ণের বিভিন্ন উপায়গুলি স্থানীয় মানুষজনের কাছে তুলে ধরতে হবে। তারা যে উপায়টি সর্বোত্তম হিসেবে বিবেচনা করবে সেটিকেই রূপায়ণের শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবে নির্বাচন করাই শ্রেয় (যদি না কারিগরি ও কৃৎকৌশলগত কারণ তার পরিপন্থী হয়)।

অংশগ্রহণমূলক বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা

বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার উন্নত ও ফলপ্রসূ এক প্রক্রিয়ার নাম হল অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা (Participatory Planning)। এই পরিকল্পনার ভিত্তি হল "যাদের জন্য উন্নয়ন তারাই পরিকল্পনা করবে আর সেই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ব্যবস্থার সঞ্চালকদের ভূমিকা হবে সহায়ক-এর।" এই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলে লাভবান সমাজের প্রত্যেকে, যেমন, উপভোক্তা-দাতা-প্রযুক্তিবিদ -নীতিনির্ধারক প্রমুখ, এক জায়গায় বসে আলোচনার সাপেক্ষে স্থির করেন যে কী উন্নয়ন করতে হবে, সেই উন্নয়নের কাজে কারা উপকৃত হতে পারবেন এবং একই সঙ্গে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঠিক করতে হবে কোন কোন কাজ আশু করা প্রয়োজন, কোনগুলিই বা পরে করলেও চলবে (কারণ প্রকল্প রূপায়ণে অর্থের সংস্থানের কথা মাথায় রাখতে হয়)। এই পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই স্থানীয় মানবসম্পদ, পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ এবং ঊর্ধ্বতন স্তরের সরকারের কাছ থেকে কী পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেতে পারে, তা যে সবিশেষ বিবেচনার বিষয় সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সার্থক রূপায়ণে বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

অংশগ্রহণমূলক বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় "গ্রামসভা"-র ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনের ২৪৩(বি) অনুচ্ছেদে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি গ্রামসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি নির্বাচকই গ্রামসভার সদস্য বলে গণ্য হবেন। গ্রামসভার অধিবেশন বছরে একবার ডাকা

হয়; যেখানে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান (প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান) সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল :

(১) পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষা করা;

(২) আগামী বছরের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি নিয়ে আলোচনা;

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের আগামী আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তাব পর্যালোচনা;

(৪) জনসাধারণ ও নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা ও মতামত গ্রহণ;

(৫) গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের সূত্রে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা;

(৬) পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ড পরীক্ষা করা; এবং

(৭) প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য বিভিন্ন স্থানীয় সম্পদ (মানবসম্পদ-সহ) চিহ্নিত করে তা প্রকল্পের কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে যথাযথ দিক্‌নির্দেশ করা।

অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে গ্রামসভার প্রত্যক্ষ ভূমিকা যেন সংবিধান সংশোধনের এক নির্মোঘ বিধান। তবে পশ্চিমবঙ্গে শুধু গ্রামসভাতেই নয়, বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রসারিত হয়েছে আরও নিম্নস্তর পর্যন্ত, যাকে গ্রাম সংসদ বলা হচ্ছে (পঞ্চায়েত আইনের ১৬ক ধারা অনুযায়ী)। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক নির্বাচনী ক্ষেত্রে একটি করে গ্রাম সংসদ থাকবে এবং উক্ত নির্বাচনী ক্ষেত্রের নির্বাচকরা ওই সংসদের সদস্য বলে গণ্য হবেন। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয় গ্রাম সংসদের মাধ্যমে এবং গ্রামসভায় সংশ্লিষ্ট সকল গ্রাম সংসদের প্রস্তাবগুলি বিচার-বিবেচনা করেই পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে অংশগ্রহণমূলক বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার ধারা

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি আনুকূল্যে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার সূচনাকালটি ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে। যদিও বিগত শতাব্দীর আশির দশকের সময় থেকে কোনও কোনও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ও গবেষণা সংস্থার সহায়তায় বিচ্ছিন্নভাবে এই ধরনের পরিকল্পনা কীভাবে রূপ পেতে পারে, তা নিয়ে গ্রামস্তরে কিছু কাজ হয়েছিল এবং তার গুরুত্বও অনস্বীকার্য, তথাপি ১৯৯৯ সালে জনগোষ্ঠী অভিসারী পরিকল্পনা (Convergent Community Action Plan বা সংক্ষেপে CCA) বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত শালবনী ব্লকে প্রথম শুরু হয়। এই পদ্ধতিতে পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল :

(ক) গ্রামের মানুষজনকে অবহিত করা যে তাদের জন্য কী কী উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন; অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা কী এবং আরও কী হলে ভালো হয়।

(খ) পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার কীভাবে ও কী পরিমাণে করা সম্ভবপর সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা।

(গ) এলাকার মানুষজন ওই সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তা জানা ও বোঝা।

(ঘ) উল্লিখিত কাজগুলি করতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

CCA পরিকল্পনার প্রতিপাদ্য হল, যাদের জন্য উন্নয়নের কাজ হবে, তাদের সঙ্গে নিয়ে ও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে, তাদের কাছ থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই প্রস্তাবগুলি কীভাবে তাদের আশু ও আগামী প্রয়োজনীয়তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবি পূরণ করবে তা যাচাই করা। একই সঙ্গে ওই পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণে স্থানীয় ও বাহ্যিক সম্পদ কী পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যাবে সে সম্পর্কে রূপরেখা অঙ্কন করা।

CCA পরিকল্পনার পেছনে এই বিশ্বাস ছিল যে স্থানীয় মানুষজন তাদের সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, কোন কোন কাজ কাদের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্য ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আশু প্রয়োজন, তা তাদের চাইতে বাইরের লোকজনের (সে তিনি যতই জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান হোন না কেন) পক্ষে বেশি জানা সম্ভব নয়। আমার জুতোর পেরেক পায়ের কোন জায়গায় ফুটছে, তা আমার চাইতে বেশি কে আর জানবে? তাই স্থানীয় মানুষজনের মতামত নিয়ে ও তাদের সঙ্গে নিয়েই পরিকল্পনা করতে হবে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনও পরিকল্পনা নয়—এটাই ছিল CCA-এর মূল কথা। তবে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরবর্তীতে, ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের মাধ্যমে "গ্রাম উন্নয়ন সমিতি" গঠন করা হয়, যা বিকেন্দ্রীকরণের অন্যতম এক প্রয়াস। এই সমিতি প্রতিটি গ্রাম সংসেদ গঠিত হবে এবং এর মূল কাজ হল সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য কী কী উন্নয়নমূলক কাজকর্ম গ্রহণ করতে হবে, তা প্রস্তুত করা এবং তারই ভিত্তিতে কোন কোন কাজগুলি কোন একটি বছরে অগ্রাধিকার পাবে তার তালিকা প্রস্তুত করে গ্রাম সংসদকে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি যেন এক-একটি গ্রাম সংসদের কার্যকরী কমিটি, যা মূলত সংসদ এলাকার লোকজনকে নিয়েই গঠন করা হয় এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদেরও সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের মাধ্যমে একটি ধারা (৩২এ) সংযোজিত করে গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঁচটি উপ-সমিতি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। এই পাঁচটি উপ-সমিতি হল—(ক) অর্থ ও পরিকল্পনা, (খ) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, (গ) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ, (ঘ) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং (হ) শিল্প ও পরিকাঠামো। বলাই বাহুল্য যে এই পাঁচটি উপ-সমিতির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি। গ্রামসভায় আলোচিত এবং গৃহীত যাবতীয় পরিকল্পনা উপ-সমিতি ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধকরণের কাজ যেমন একদিকে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতিকে করতে হবে তেমনি অন্যটিকে উক্ত পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোন কোন উৎস থেকে অর্থ বরাদ্দ করতে পারা যাবে সে সম্পর্কে

নীতি নির্ধারণ ও তার ভিত্তিতে বাজেট প্রকরণ করাও এই উপ-সমিতির অন্যতম দায়িত্ব। তাই এই উপ-সমিতি বাকি সবক'টি উপ-সমিতির পরিকল্পনার মধ্যে যেন সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে।

আগেই বলা হয়েছে যে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়; নইলে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। এই পর্যায় বা ধাপগুলি হল :

● **পর্যায়-১ :** প্রতিটি গ্রাম সংসদ এলাকায় সেখানকার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই জন্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংসদ এলাকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের গ্রহণযোগ্য দলিল প্রস্তুত করতে হবে। এর মাধ্যমে ওই এলাকার প্রতিটি পরিবারের কী আছে এবং কী নেই, তা যেমন জানা যাবে তেমনি এলাকার ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়টিও জানতে পারা যাবে।

● **পর্যায়-২ :** পরিকল্পনা প্রস্তুত করার আগে জানতে হবে যে ওই পরিকল্পনা রূপায়ণে অর্থসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের জোগান আসবে কোথা থেকে। এই বিষয়ে অর্থ ও পরিকল্পনা সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে হবে ঊর্ধ্বতন সরকারের কাছ থেকে কী পরিমাণ অর্থ তহবিল এই বছরে পাওয়া যেতে পারে। আবার রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা কীভাবে কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে খরচ করলে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার হবে সে বিষয়েও কিছুটা আগাম সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরই ভিত্তিতে উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি সুবিধাজনক হবে এবং কোনও একটি উপ-সমিতির জন্য বরাদ্দ বাজেটকৃত অর্থ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির আগাম জানা থাকলে সমিতির পক্ষে গ্রাম সংসদে পরিকল্পনা প্রস্তাব দেবার কাজটি যথেষ্ট বাস্তবসম্মত হবে।

● **পর্যায়-৩ :** প্রতিটি গ্রাম সংসদে মে মাসে বাৎসরিক সভার আয়োজন করা হয় যেখানে বিগত বছরের কাজের হিসাব পেশ ছাড়াও আগামী আর্থিক বছরে ওই সংসদ এলাকায় উন্নয়নমূলক কী কী কাজ গ্রহণ করা উচিত তা উপস্থিত সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে স্থির হয়। একই সঙ্গে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি পাড়া ভিত্তিক বৈঠকের মাধ্যমে যে প্রস্তাবগুলি উঠে এসেছে সেগুলি পেশ করবে। এলাকার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

● **পর্যায়-৪ :** সবক'টি গ্রাম সংসদ থেকে প্রাপ্ত পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি শ্রেণিবদ্ধকরণ করা হয় এবং যে যে কাজগুলি যে যে উপসমিতির কাজের অন্তর্গত সেইগুলিকে একত্রীকরণ করে উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যেমন, কোনও প্রস্তাব যদি আসে কৃষিজমি উন্নয়ন সংক্রান্ত তবে তাকে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে সকল উপ-সমিতিগুলিকে নিয়ে ডাকা একটি সভায় অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কোন উপ-সমিতির আর্থিক বরাদ্দ কত পরিমাণ হতে পারে এবং উপ-সমিতিগুলিকে সেই নিরিখেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

● **পর্যায়-৫ :** উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা ও সেই বাবদ অনুমিত খরচখরচার বাজেটের ওপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত করা হয়। এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনা, যা মূলত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, ডিসেম্বর মাসে আয়োজিত "গ্রামসভা"-র অধিবেশনে পেশ করা হয়। সভায় উপস্থিতি ওই পঞ্চায়েত এলাকার ভোটদাতারা এরপর খসড়া পরিকল্পনাটি খুঁটিয়ে দেখতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শদান বা ক্ষেত্রবিশেষে আপত্তি তুলতে পারেন। সেগুলি গ্রামসভার খাতায় নথিভুক্ত করতে হয়। গ্রামসভা ওই খসড়া পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় সংশোধন বা কোনও প্রস্তাব গ্রহণ/বর্জনের মাধ্যমে পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপটি অনুমোদন করে। অনুমোদিত পরিকল্পনার প্রস্তাবটি এর পর গ্রাম পঞ্চায়েতকে পঞ্চায়েত সমিতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়।

জেলা পরিকল্পনা কমিটি ও জেলার সামগ্রিক পরিকল্পনা

বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোনও একটি জেলার সামগ্রিক পরিকল্পনা নিহিত থাকে ওই জেলায় অবস্থিত স্থানীয় সরকারগুলির পরিকল্পনার ওপর। গ্রাম ভিত্তিক স্থানীয় সরকার হল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি রাজ—গ্রাম পঞ্চায়েত (গ্রাম স্তরে), পঞ্চায়েত সমিতি (ব্লক স্তরে) ও জেলা পরিষদ (জেলা স্তরে)। আবার নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার বলতে মুখ্যত পুরসভাগুলিকেই বোঝায়। জেলা পরিকল্পনা কমিটি যখন জেলার সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তখন পঞ্চায়েত ও পুরসভার সমস্ত পরিকল্পনাগুলিকেই সমন্বিত আকারে বিবেচনা করতে হয়।

গ্রামসভায় অনুমোদিত পরিকল্পনা প্রস্তাব (বাজেট-সহ) গ্রাম পঞ্চায়েতকে সমিতিতে পাঠাতে হয়। সংশ্লিষ্ট ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় উন্নয়ন প্রস্তাবগুলি এর পর পঞ্চায়েত সমিতি যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে তারই ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনা রচনা করে। এই পরিকল্পনাগুলিকে ১০-টি স্থায়ী সমিতির মধ্যে শ্রেণিবিভক্ত করতে হয়। এরপর প্রয়োজনীয় সভার অনুমোদন সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনা ঊর্ধ্বস্তরে, অর্থাৎ জেলা পরিষদের কাছে বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়।

জেলা পরিষদ সবক'টি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত পরিকল্পনাগুলির ওপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এরপর তা জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। জেলা পরিকল্পনা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলার পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলি থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করে জেলার সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। তবে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় থাকতেই পারে যেগুলি প্রযুক্তিগত বা অধিক্ষেত্রগত (Jurisdiction) কারণে জেলা পরিকল্পনা কমিটির এক্তিয়ারভুক্ত নয়। সেই সব ক্ষেত্রে জেলা পরিকল্পনা কমিটিতে বিষয়গুলি রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের কাছে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। সর্বিক উন্নয়নের নিরিখে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি চিত্র-১-এর মাধ্যমে দেখানো হল।

উপসংহার

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ লক্ষ্যে আমাদের দেশে স্থানীয় সরকারগুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য যা প্রয়োজন (যদিও বিষয়গুলি বহুচর্চিত) তা হল ঊর্ধ্বতন সরকারের কাছ থেকে একদিকে যেমন যথেষ্ট অর্থের জোগান থাকা দরকার (উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের তাগিদে) তেমনি পঞ্চায়েতগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলবার আন্তরিক প্রয়াসও জরুরি (যাতে পরিকল্পনার প্রণয়ন ও রূপায়ণের কাজ মসৃণ হয়)। এটা বাস্তব যে পঞ্চায়েত, বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত ও দক্ষ কর্মীর বিশেষ অভাব। ৭৩-তম সংবিধান সংশোধন আইনের একাদশ তপশিলে যে ২৯-টি কাজের উল্লেখ রয়েছে, যেগুলি পঞ্চায়েতিরাজের মাধ্যমে করতে হবে, সেই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করার কর্মী কোথায়? কাজ (Function) পঞ্চায়েতে হস্তান্তরিত হল, ওই কাজ করার জন্য বেশ কিছু অর্থও (Fund) বরাদ্দ হল, কিন্তু ঊর্ধ্বতন সরকারের পক্ষ থেকে কাজগুলি সম্পন্ন করার উপযুক্ত কর্মচারী (Functionaries) নিযুক্ত হল না। ভারতে কয়েকটি রাজ্য সরকার বাদে (যেমন—কর্ণাটক, সিকিম) কোনও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই ডেপুটেশনে দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মচারী পঞ্চায়েতে নিযুক্ত করা হয় না। ফলত, সমর্থ কর্মচারীর অভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথ রূপায়ণের ক্ষেত্রে বড়োসড়ো প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে আরও যেটা প্রয়োজন তা হল, রাজনৈতিক সদিচ্ছা। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার অন্যতম এক ধাপ হল স্থানীয় এলাকার সম্পদের মানচিত্র প্রস্তুত করা। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে করতে হলে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিটি বাড়ি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলাদলি ও অন্যান্য কিছু বাস্তব অসুবিধা এর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালে পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এছাড়া বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের অধিকাংশ মানুষই গ্রাম সংসদ ও গ্রামসভার সভায় উপস্থিত থাকতে আগ্রহী

চিত্র-১

সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত জেলা পরিকল্পনা

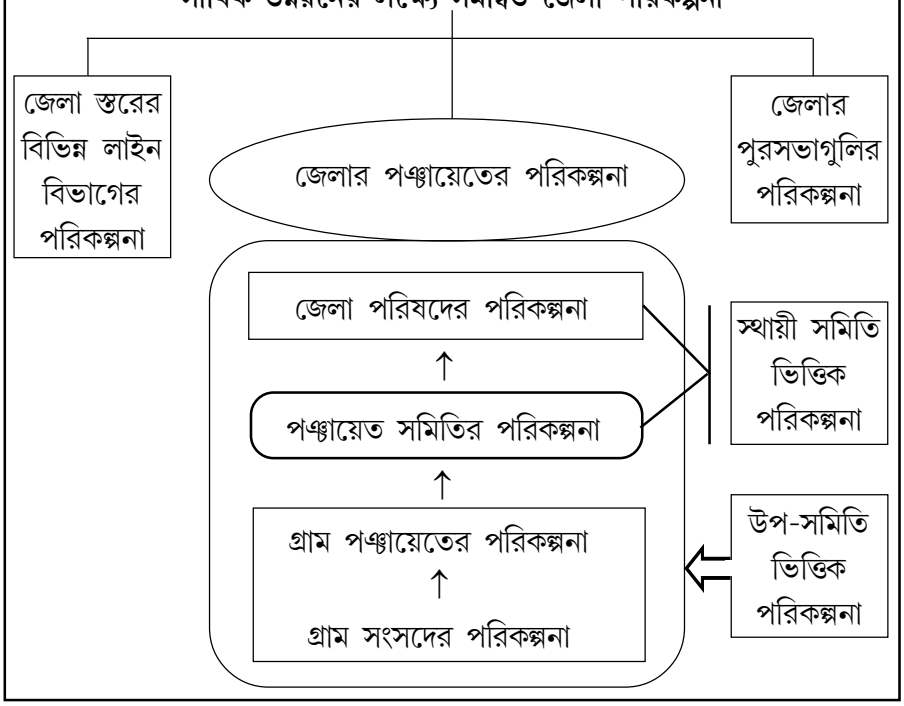

হন না। এর কারণ বহুতর। কিন্তু যে বিরূপতা মানুষের মনে দিনে দিনে জমা হয়েছে তার দায় কিন্তু পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের। মনে রাখতে হবে যে বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার সার্থক পরিণতি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার, তাদের দূরে সরিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মম্ভরিতা যদি বড়ো হয়ে দেখা দেয়, তবে মানুষ দিন দিন বিমুখ হবে, পঞ্চায়েতকে মনে করবে আর পাঁচটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো—যেখানে তাদের সহজগম্যতা নেই, তাদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শোনবার কেউ নেই। এটি কিন্তু গণতন্ত্র ও বিকেন্দ্রীকরণের পথে এক বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জ।

অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা রচনায় গ্রাম পঞ্চায়েতে উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। এর জন্য প্রতিটি উপ-সমিতিকে সম্ভাব্য বরাদ্দ টাকার মধ্যে বাজেট রচনা করতে হয়। কিন্তু কোনও পঞ্চায়েতের কাছেই আগাম জানা থাকে না যে, পঞ্চায়েত আগামী আর্থিক বছরে উন্নয়ন খাতে কত টাকা পেতে পারে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ টাকার পরিমাণ জানা না থাকার জন্য এই উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেট যেন অনেকটা কাল্পনিক, বিগত বছরগুলিতে প্রাপ্ত অর্থের প্রবণতা যাচাই করে বাজেট প্রস্তুত হয়। তাই যখন প্রকৃত আয় ও বাজেটে বরাদ্দ আয়ের ফাঁকটা বড়ো হয়ে দেখা যায়, তখন অনিবার্যভাবেই পরিকল্পনায় কাটছাঁট করা ছাড়া উপায় থাকে না। পরিণামে কর্মপ্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যায় না, প্রকল্প খরচ বাড়ে, মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়। আর পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের পরিমাণ মোট বাজেটের নিরিখে এতই কম যে তা দিয়ে কোনওভাবেই এই ফাঁক পূরণ হবার নয়।

শেষকথা এই যে, কোনও কর্মকাণ্ডে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতেই পারে কিন্তু সেজন্য তো তা পরিত্যাজ্য হতে পারে না। যে বিষয়গুলি বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার বাধা হচ্ছে বা হতে পারে সেগুলি বাড়তে না দিয়ে, সহমতের ভিত্তিতে দেখা দরকার কীভাবে সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করা যায়। কারণ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উন্নয়ন মানুষের জন্যই, তার বেঁচে থাকার উপায় সহজতর করার জন্য; তাই যে পরিকল্পনা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রণয়ন ও রূপায়ণ করা হয়—তার কোনও বিকল্প থাকতে পারে না।❑

যোজনা ? ক্যুইজ

১। FabCI বলতে কী বোঝায়?
২। সম্প্রতি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. জে. পলরাজের নেতৃত্বাধীন নয় সদস্যের স্টিয়ারিং কমিটি ভারত সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টের বিষয়বস্তু কী?
৩। 'কোপার্নিকাস প্রোজেক্ট'-এর আওতায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির যৌথ উদ্যোগের ফলস্বরূপ যে wind-sensing satellite বা উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, তার নাম কী?
৪। "No Spin" কার আত্মজীবনী?
৫। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কেরালার ঐতিহ্যবাহী স্থলগুলির সংরক্ষণের জন্য এগিয়ে এসেছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার সদর দপ্তর প্যারিসে। সংস্থাটির নাম কী?
৬। কোন সমস্যার সমাধান হেতু নিতি আয়োগ ও 'ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার' ওর‍্যাকেল সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে?
৭। রান্নার কাজে ব্যবহৃত বিকল্প মিথানল-ভিত্তিক জ্বালানি এদেশে প্রথম কোন রাজ্যে চালু করা হচ্ছে?
৮। বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস (ওয়ার্ল্ড রেবিস ডে) কবে পালন করা হয়?
৯। ভারত সরকার কোন দেশে প্রথম 'আয়ুষ ইনফর্মেশান সেল' স্থাপন করে?
১০। #LooReview Campaign কী?
১১। কোন ভারতীয় সফটওয়্যার সংস্থা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন-এর official digital innovation partner?
১২। MILEX-18 কী?
১৩। ২০১৮ সালের Global Summit on Climate Action কবে, কোথায় হয়?
১৪। এই প্রথম অধিষ্ঠিত হল Women in Film and Television (WIFT) পুরস্কারের ভারতীয় সংস্করণ। এদেশের কোন অভিনেত্রী Meryl Streep Award for Excellence-এ ভূষিত হয়েছেন?
১৫। গুজরাটের বরোদায় NRTI স্থাপিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কী?
১৬। ক্যান্সারের বায়োমার্কার চিহ্নিতকরণের জন্য কোন বৈজ্ঞানিককে মার্কিন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ৬৫ লক্ষ মার্কিন ডলারের অনুদান-সহ "Outstanding Investigator Award"-এ ভূষিত করেছে?
১৭। এদেশে হিন্দি দিবস কবে পালিত হয়?
১৮। কোচি-স্থিত ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশান (প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ সংস্থা—ডিআরডিও)-এর Naval Physical and Oceanographic Laboratory "EyeROV TUNA" গড়ে তুলেছে? এর বৈশিষ্ট্য কী?
১৯। আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস (International Day of Democracy) কবে পালিত হয়?
২০। বিশ্বের প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেন, যার থেকে নির্গত হয় শুধু বাষ্প ও জল, কোন দেশে চালু হয়েছে?

উত্তর :

১. চিপের নকশায় নতুন প্রযুক্তি, আইআইটি হায়দ্রাবাদের উদ্ভাবন Fabless Chip Design Incubator। ২. 'Making India 5G Ready'–5G প্রযুক্তির নিরিখে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছে সেই কমিটি। ৩. Aeolus। ৪. অস্ট্রেলিয়ার বর্ষিয়ান ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন। ৫. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)। ৬. ব্লকচেনের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নকল ওষুধপত্রের বণ্টন রুখতে। ৭. অসম; ডিব্রুগড়ের নামরূপ মিথানল প্ল্যান্ট। ৮. ২৮ সেপ্টেম্বর; প্রসঙ্গত, এদিনই ফরাসি রাসায়নিক ও মাইক্রোবায়োলজিস্ট তথা জলাতঙ্কের প্রথম টিকার আবিষ্কারক লুই পাস্তুরের মৃত্যুবার্ষিকী। ৯. রোমেনিয়া; উল্লেখ্য, একই সঙ্গে গত সেপ্টেম্বর মাসে এই আয়ুষ তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতীয় উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু 'Ayurveda in Romania' শীর্ষক বইও প্রকাশ করেন। ১০. কেন্দ্রীয় আবাস ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক ও গুগলের 'স্বচ্ছ ভারত মিশন-শহর'-এর আওতায় যৌথ প্রয়াস; গুগল ম্যাপের সাহায্যে স্থানীয় সর্বজনীন শৌচালয়গুলির মান নিয়ে পর্যালোচনা। ১১. ইনফোসিস। ১২. বিমস্টেক-ভুক্ত দেশগুলির প্রথম যৌথ সামরিক মহড়া, এবছর সেপ্টেম্বর মাসে আয়োজিত হয় পুনেতে। ১৩. ১২-১৪ সেপ্টেম্বর; স্যানফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৪. ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। ১৫. ভারতের প্রথম রেল বিশ্ববিদ্যালয়, National Rail and Transportation Institute (NRTI)। ১৬. ভারতীয় বংশোদ্ভূত অরুল চিন্নাইয়ান, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৭. ১৪ সেপ্টেম্বর। ১৮. এটি দেশের প্রথম আন্ডারওয়াটার রোবোটিক ড্রোন। ১৯. ১৫ সেপ্টেম্বর। ২০. জার্মানি।❑

এশিয়ান গেমসে সফল ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদরা

যেসব ভারতীয় নারীরা এশিয়ান গেমসে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন, এই সংখ্যার যোজনা নোটবুকে তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন ক্রীড়াবিদের গৌরবগাথা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল।

- মহিলাদের ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে ৫০ কেজির শ্রেণিতে সোনা জিতেছেন **বিনেশ ফোগাত**। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির যিনি কমনওয়েল্থ ও এশিয়ান গেমস উভয় প্রতিযোগিতাতেই সোনা জিতেছেন। এর আগে এশিয়ান গেমসে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে ব্রোঞ্জ এবং ২০১৫ সালে রুপো জয় করেন। এর পাশাপাশি, কমনওয়েল্থ গেমসে রুপো জেতেন ২০১৩-তে আর ২০১৪ সালে জিতেছিলেন সোনা।
- মহিলাদের হেপ্থালনে সোনা জিতেছেন **স্বপ্না বর্মন**। ২০১৭-র এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম হয়েছিলেন তিনি।
- শুটিং-এ **রাহি সর্নোবাত** ২৫ মিটার শ্রেণিতে সোনা জিতে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে নজির গড়লেন—এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা শুটার। প্রথম স্বর্ণ পদকটি আসে ২০০৮-এর কমনওয়েল্থ গেমসে (পুনে)। তারপরের দু'টি জেতেন ২০১০ (দিল্লি) ও ২০১৪ সালে (গ্ল্যাসগো)। ২০১৪-তেই এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জয় করেন। ২০১১-র বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জেতেন রাহি। তিনিই প্রথম ভারতীয় শুটার যিনি অলিম্পিকে ২৫ মিটারের পিস্টল ইভেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন (লন্ডন অলিম্পিক, ২০১২)।
- **ভারতী মহিলাদের জাতীয় দল কবাডিতে রুপো জিতেছে।**
- মহিলাদের ১০০ মিটার ও ২০০ মিটারে রুপো জিতেছেন **দ্যুতি চন্দ**। তার সুবাদে ১৯৯৮ সালের পর, এই প্রথমবার ১০০ মিটারের এই ইভেন্টে কোনও মেডেল জিতল ভারত। তিনি তৃতীয় ভারতীয় মহিলা যিনি অলিম্পিকে ১০০ মিটারের ইভেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন।
- **সুধা সিং** মেয়েদের ৩০০০ মিটারের স্টিপেলচেস-এ রুপো জিতেছেন।
- **নিনা ভারাকিল** মেয়েদের লং জাম্পে রুপো জয় করেন। এর আগে, ২০১৭-তে একইসঙ্গে চিনে আয়োজিত এশিয়ান গ্রঁ প্রি অ্যাথলেটিক্স মিটে সোনা ও এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতেছেন।
- ব্যাডমিন্টনে পদ্মশ্রী-ভূষিত (২০১৫) **পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু** মহিলাদের সিঙ্গেলসে রুপো জিতেছেন।
- কুরাশ-এ মহিলাদের ৫২ কেজির ইভেন্টে **পিঙ্কি বালহারা** রুপো ও **মলপ্রভা যাদব** ব্রোঞ্জ জিতেছেন।
- **দিব্যা কক্রন** মহিলাদের ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে ৬৮ কেজির শ্রেণিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। রাজ্য স্তরে ১৭-টি সোনা-সহ ৬০-টি মেডেল জিতেছেন এবং ভারত কেসরী হয়েছেন আট বার।
- য়ুশু-তে ৬০ কেটি সান্ডা ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নিলেন **নাওরেম রোশিবিনা**।
- **অঙ্কিতা রায়না** লন টেনিসে মহিলাদের সিঙ্গেলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।
- শুটিং-এর **হিনা সিধু** মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন।
- স্কোয়াশে মহিলাদের সিঙ্গেলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন **দীপিকা পাল্লিকাল**।
- **সাইনা নেহওয়াল** ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের সিঙ্গেলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।
- মহিলাদের 'ওপেন লেসার ৪.৭'-এ **হর্ষিতা তোমার** ব্রোঞ্জ জিতেছেন।
- **এম. আর. পুভাম্মা, সারিয়াবেন গায়েকওয়াড়, হিমা দাস** ও **ভেল্লুভকরথ বিস্ময়া** মহিলাদের ৪ × ৪০০ মিটারের রিলে ইভেন্টে সোনা জয় করেন।
- **মুস্কান কিরার, মধুমিতা কুমারি** ও **জ্যোতি সুরেকা ভেন্নাম** আর্চারিতে মহিলাদের টিম কম্পাউন্ড ইভেন্টে রুপো জিতে নেন।
- সেলিং-এর জন্য **শ্বেতা শের্ভেগার** ও **বর্ষা গৌতম** জেতেন রুপো।
- **ফিল্ড হকি টুর্নামেন্টে রুপো জিতেছেন ভারতীয় মহিলারা।**
- **পি. ইউ. চিত্রা** অ্যাথলেটিক্সে মহিলাদের ১৫০০ মিটারের ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতেন।
- অ্যাথলেটিক্সে মহিলাদের ডিস্কাস থ্রো-তে ব্রোঞ্জ জেতেন **সীমা পুনিয়া**।❑

যোজনা ডায়েরি

(সেপ্টেম্বর ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

- বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর দিয়ে ভারতীয় পণ্য উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিবহণ নিয়ে দিল্লির সঙ্গে একটি চুক্তির খসড়া গত ১৭ সেপ্টেম্বর অনুমোদন করেছে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা। গ্যাট নীতিমালা মেনে পণ্য পরিবহণের জন্য ভারতের কাছ থেকে শুল্ক বা কর ছাড়াও বন্দর উন্নয়নের মাশুল এবং পরিবহণ খরচ নেবে বাংলাদেশ। চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর থেকে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি সংলগ্ন চারটি চেকপোস্ট পর্যন্ত ভারতীয় পণ্য পরিবহণ করা হবে বাংলাদেশি ট্রাকে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সড়ক যোগাযোগের সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা সেদেশের বন্দর ও ভূখণ্ড ব্যবহার করে এই অঞ্চলে পণ্য পরিবহণের জন্য দু'দেশের চুক্তিতে অনুমোদন দেওয়ার পরে এ বিষয়ে জট অনেকটাই খুলল।
- গত ২৩ সেপ্টেম্বর মলদ্বীপে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ছিল। ফলাফল বেরিয়েছে তার পরের দিনই। তাতে ধরাশায়ী হয়েছেন আবদুল্লা ইয়ামিন। এতদিন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। তাকে বিপুল ভোটে হারিয়েছেন বিরোধী জোটের প্রার্থী ইব্রাহিম মহম্মদ সোলি। নির্বাচনে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬১৬ ভোট পেয়েছেন সোলি। প্রেসিডেন্ট ইয়ামিনের প্রাপ্ত ভোট ৯৬ হাজার ১৩২। সব কিছু ঠিকঠাক চললে ১৭ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেবেন সোলি।
- আর জেলে থাকতে হবে না পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ, তার কন্যা মরিয়ম ও জামাই সফদর আওয়ানকে। ইসলামাবাদ হাইকোর্ট গত ১৯ সেপ্টেম্বর তিন জনেরই মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। ব্রিটেনের অ্যাভেনফিল্ডে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির মালিকানার দায়ে ১০ বছরের জেল হয়েছিল নওয়াজের। সাত বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল তার কন্যা মরিয়ম আর তার স্বামী সফদরের জেল হয়েছিল ১ বছরের জন্য। উল্লেখ্য, এই রায়ের দিনকয়েক আগে লন্ডনের হাসপাতালে মৃত্যু হয় শরিফের স্ত্রীর।

● **ঐতিহাসিক ভারত-মার্কিন চুক্তি :**

চিনকে রুখতে ভারতের সঙ্গে হাত মেলাল আমেরিকা। মহাকাশ থেকে নজরদারির তথ্য দেওয়া-নেওয়া নিয়ে ভারতের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি হল আমেরিকার। যার নাম 'কমিউনিকেশনস কমপ্যাটিবিলিটি অ্যান্ড সিকিওরিটি এগ্রিমেন্ট (কমকাসা)'। এর ফলে, দক্ষিণ এশিয়ায় গোপন সন্ত্রাসবাদী ও অন্য দেশগুলির পরমাণু প্রস্তুতির ওপর কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মহাকাশ থেকে নজর রাখবে দু'টি দেশ। আর যখন যেমন তথ্য ও ছবি পাবে, দেরি না করে তারা তখনই সেই সব তথ্য একে অন্যকে দেবে। মহাকাশ থেকে নজরদারি চালিয়ে পাওয়া তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে তা একে অন্যের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া করবে দু'টি দেশ।

আমেরিকার সঙ্গে সামরিক ক্ষেত্রে ভারতের এই নয়া সমঝোতার ফলে বাড়বে দু'দেশের বাহিনীর গোপন বার্তার আদানপ্রদান। দু'টি দেশেরই আগ্রহ ছিল বলে এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে সই করার প্রস্তুতি চলছিল বেশ কিছু দিন ধরে। তা বাস্তবায়িত হল গত ৬ সেপ্টেম্বর। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে মার্কিন বিদেশসচিব মাইক পম্পেও এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব জিম ম্যাটিসের আলাদা আলাদা দু'য়ে দু'য়ে (টু প্লাস টু) বৈঠকে ভারত ও আমেরিকা জোট বাঁধল।

● **নয়া পাক প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি :**

বরাবরই ইমরান ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত আরিফ আলভি, পাকিস্তান তেহরিক-এ-ইনসাফ (পিটিআই) দলের সহ-প্রতিষ্ঠাতাও। গত ৫ সেপ্টেম্বরের ভোটে তিনি সরাসরি হারিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও পকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ)-এর দুই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে। এর পরের দিন তার দল পিটিআই তাদের ওয়েবসাইট আরিফের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেছে। তা থেকে জানা গিয়েছে—আরিফের বাবা হাবিবুর রহমান ইলাহি আলভি জওহরলাল নেহরুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। দেশভাগের আগে নেহরু পরিবারের দাঁতের চিকিৎসা করতেন। ১৯৪৭-এ তিনি চলে আসেন পাকিস্তানে। তার পর আরিফের জন্ম পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশেই, ১৯৪৯ সালে। গত ৯ সেপ্টেম্বর তিনি দেশের ১৩তম প্রেসিডেন্ট হলেন আইওয়ান-এ-সদরের ঠিকানায়। এই প্রেসিডেন্ট প্যালেসেই প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন ইমরান খান। উল্লেখ্য আরিফের পূর্বসূরি বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মামনুন হুসেন।

● **তৃতীয় কিম-মুন সাক্ষাতে শান্তির জন্য চুক্তি :**

কোরীয় শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তিন দিনের সফরে উত্তর কোরিয়া পৌঁছলেন দক্ষিণের প্রেসিডেন্ট মুন জে-ইন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন খাস উত্তর কোরিয়ার চেয়ারম্যান কিম জন উন। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী

রি সোল জু-ও। বিমান থেকে সস্ত্রীক দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নামার পরেই তাকে আলিঙ্গন করেন কিম। দুই নেতার স্ত্রীও একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করেন। এক দিকে প্রায় এক যুগ পরে দক্ষিণ কোরিয়ার কোনও প্রেসিডেন্ট পিয়ংইয়্যাংয়ের মাটিতে পা রাখলেন। অন্য দিকে, উত্তর কোরিয়ার দায়িত্বভার হাতে নেওয়ার পরে এই প্রথম কোনও দেশের শীর্ষ নেতাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে চলে গেলেন স্বয়ং কিম। চলতি বছরে এই নিয়ে মোট তিন বার দেখা হল উত্তর আর দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষস্থানীয় দুই নেতার।

ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা ও উৎক্ষেপণে দেশের অন্যতম প্রধান একটি কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে-ইন গত ১৯ সেপ্টেম্বর তেমনটাই জানিয়েছেন। আমেরিকা প্রতিশ্রুতি পালন করলে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে ওই কেন্দ্র ধ্বংস করা হবে বলে জানিয়েছেন কিম। দুই কোরিয়ার শান্তির জন্য চুক্তিতে সই করেছেন কিম-মুন। পিয়ংইয়্যাংয়ে কিমের সঙ্গে বৈঠকের পরে মুন বলেছেন যে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তারা একমত। উপদ্বীপে সামরিক শান্তির পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন কিমও। 'যুদ্ধহীন এক যুগের' আশা দেখিয়েছেন মুন। এ দিন দুই দেশের প্রতিরক্ষা প্রধানও ১৭ পাতার চুক্তি সই করেন।

● **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্যানসার বিষয়ক রিপোর্ট :**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-র 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার'-এর রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, যে 'গতিতে' কর্কটরোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে শুধু এই বছরেই ক্যানসারে মৃত্যুর সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলবে প্রায় এক কোটি। সংস্থার আনুমানিক হিসেব, ২০১৮ সালেই ১ কোটি ৮১ লক্ষ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হবেন। এবং মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে ৯৬ লক্ষ। রিপোর্টে আশঙ্কা করা হয়েছে এই শতকের শেষে অধিকাংশ মানুষের মৃত্যু হবে ক্যানসারেই। মানুষের জীবনকালই কমে যাবে এ রোগের 'মৃত্যুদণ্ডে'। ১৮৫-টি দেশের থেকে অন্তত ৩৬ ধরনের ক্যানসার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাতেই দেখা গিয়েছে, ভবিষ্যতে প্রতি পাঁচ জন পুরুষের মধ্যে এক জন এবং প্রতি ছ'জন মহিলার মধ্যে এক জনের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে আবার, আট জন পুরুষের মধ্যে এক জন ও ১১ জন মহিলার মধ্যে এক জন ক্যানসারের কাছে হার মানতে বাধ্য হবেন বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। তবে ক্যানসারে মৃত্যুর মোট সংখ্যাটা বছরে কোটি ছোঁয়ার অন্য একটি কারণও দর্শিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট। তা হল—গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। যত বেশি মানুষ, ক্যানসার আক্রান্তও সেই অনুপাতে তত বেশি।

তবে ক্যানসার সচেতন দেশগুলোয় ছবিটা অনেকটাই অন্য রকম হয়েছে গত কয়েক বছরে। রিপোর্টে যেমন বলা হয়েছে, উত্তর ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা বেশ কমেছে। সৌজন্যে তাদের ধূমপান বিরোধী প্রচার ও মানুষের সচেতনতা। কিন্তু ঠিক এর উলটো কারণে, অর্থাৎ সচেতনতার অভাবে, ক্যানসারে প্রথম স্থানে রয়েছে এশিয়া, বিশ্বের ৬০ শতাংশ মানুষের ঠিকানা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আগের রিপোর্টেই বলা হয়, ক্যানসারে মৃত্যু ছেলেদের মধ্যে বেশি। ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় ফুসফুসে ক্যানসার। তবে এই ক্যানসারের সংখ্যা মেয়েদের মধ্যেও বাড়ছে। এর কারণ অবশ্যই ধূমপানের ঝোঁক, বক্তব্য গবেষকদের।

● **ভারত-বাংলাদেশ তেল লাইনের শিলান্যাস :**

সরাসরি ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে জ্বালানি সরবরাহের প্রকল্পের শিলান্যাস হল। গত ১৮ সেপ্টেম্বর সকালে ভারত-বাংলাদেশ 'ফ্রেন্ডশিপ প্রোডাক্ট পাইপলাইন প্রোজেক্ট'-এর সূচনা হয় ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে। নয়াদিল্লি থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ঢাকা থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিয়োর মাধ্যমে শিলান্যাসে অংশ নেন। উদ্বোধনের পরে মোদী বলেন, এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিই শুধু নয়, দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কও মজবুত হবে। শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে ফাঁদিদেওয়ার রাঙাপানি থেকে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর পর্যন্ত যাবে ওই পাইপলাইন। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে জ্বালানি সরবরাহ করবে ভারত সরকার। প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ৩৪৬ কোটি টাকা। প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা সংস্থা রয়েছে নুমালিগড় রিফাইনারি। ৩০ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

২০১৬ সালে তৈরি হয়েছিল ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের পরিকল্পনা। সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষার পরে চূড়ান্ত হয়েছে এর নকশা এবং যে পথ দিয়ে যাবে তার মানচিত্র। নুমালিগড় রিফাইনারিজ লিমিটেড (এলআরএল) এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) যৌথভাবে প্রকল্পের কাজ করবে। বর্তমানে রেলপথে রাঙাপানি হয়ে ডিজেল যাচ্ছে বাংলাদেশে। পাইপলাইন তৈরি হলে অনেক কম খরচে এবং কম সময়ে তেল বাংলাদেশ পৌঁছবে। খনিজ তেল মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন হবে ১২৯.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। এর মধ্যে ভারতের দিকে থাকবে ৫.১৬ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশের দিকে থাকবে ১২৪.৩৬ কিলোমিটার।

বর্তমানে বাংলাদেশে হাইস্পিড ডিজেল রপ্তানি করছে ভারত। এনআরএল-এর রাঙাপানি টার্মিনাল থেকে ২০১৬-এর ১৭ মার্চ শুরু হয়েছিল ডিজেল রপ্তানি। রাঙাপানি থেকে বাংলাদেশের রোহনপুরের মধ্যে দিয়ে বিপিসি-র পার্বতীপুর ডিপোতে পৌঁছয় তেলের ওয়াগন। এনআরএল সূত্রে জানা গিয়েছে প্রতি দফায় প্রায় ২৭০০ কিলোমিটার ডিজেল যায় বাংলাদেশে। খনিজ তেল মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরে দশ লক্ষ মেট্রিক টন ডিজেল বাংলাদেশে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ভারত। রেল সূত্রের খবর, রেলপথে রাঙাপানি থেকে পার্বতীপুরের দূরত্ব ৫১৬ কিলোমিটার। ভারতের দিকে রয়েছে ২৫৩ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশের দিকে রয়েছে ২৬৩ কিলোমিটার।

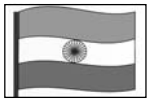

জাতীয়

- গত ১৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসীতে একাধিক প্রকল্পগুলি ঘোষণা করেছেন, যার আর্থিক মূল্য ৫৫০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে, কাশীর জন্য ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিম (আইপিডিএস), বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'অটল ইনকিউবেশন সেন্টার'। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আঞ্চলিক অপথ্যালমলজি সেন্টারের শিলান্যাসও করেন তিনি।
- সংবাদ মাধ্যমে 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না বলে নির্দেশ জারি করল কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। সরকারের নির্দেশ,

সাংবিধানিক পরিভাষা অনুযায়ী, তফসিলি জনজাতিই বলতে হবে। এর আগে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সামাজিক ন্যায় মন্ত্রক রাজ্যগুলির জন্য নির্দেশ দিয়েছিল যে, সরকারি চিঠিপত্রে তফসিলি জনজাতি শব্দটিই ব্যবহার করতে হবে।

● আধার প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায় :

আধার ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষেই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু যেখানে সেখানে আধারকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানো বা নজরদারি করার রাস্তাগুলি বন্ধের চেষ্টা করল সর্বোচ্চ আদালত। শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে, কোনও বেসরকারি সংস্থা আধার নম্বর চাইতে পারবে না। তবে ***সরকারি ভরতুকি ও বৃত্তি পেতে এবং প্যান ও আয়কর রিটার্ন ফাইলের ক্ষেত্রে আধার দরকার।*** কেন্দ্রকে বলা হয়েছে অনুপ্রবেশকারীর হাতে আধার পৌঁছনো রুখতে। এইসব শর্ত চাপিয়েই প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গত ২৭ সেপ্টেম্বর আধারকে 'সাংবিধানিকভাবে বৈধ' বলে ১,৪৪৮ পৃষ্ঠার রায় দিয়েছে।

চার মাসের ৩৮ দিন ধরে শুনানি। মূলত পাঁচটি প্রশ্নে আধার-এর বিরোধিতায় ৩১-টি মামলা হয়েছিল। এক, রাষ্ট্র নজরদারি করতে পারে। দুই, সরকারি ভাতা বা ভরতুকি যথাযথ সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যে আধারের কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সর্বত্র আধার নম্বর চাওয়ায় অজান্তেই তথ্যভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে। তিন, সংসদে কেন্দ্রের আধার আইন পাস করানোর প্রক্রিয়া নিয়েও আপত্তি উঠেছিল। চার, বায়োমেট্রিক তথ্যের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পাঁচ, প্রযুক্তিগত সমস্যা। আঙুলের ছাপ না-মিললে কেউ রেশন বা ভাতা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। আধার না-থাকায় অনাহারে মৃত্যুর অভিযোগ অনেক। সব ক'টি মামলা একত্র করে শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে।

আদালতের মতে, আধার খুব সামান্য তথ্যই সংগ্রহ করছে। তবে আধার না-থাকলে কাউকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আধার-তথ্য চুরি বা অন্য কোনও অভিযোগ থাকলে এতদিন শুধু আধার কর্তৃপক্ষই পুলিশে যেতে পারতেন। এবার থেকে যে-কেউ তা পারবেন। আধার দিয়ে কেউ কোথাও পরিচয় প্রমাণ করলেও সেই তথ্য ছ'মাসের বেশি জমা রাখা যাবে না। ফলে তৈরি হবে না স্থায়ী তথ্যভাণ্ডারও। ***মোবাইল সংযোগ; ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট; সিবিএসই, এনইইটি, ইউজিসি-র মতো পরীক্ষায়; স্কুল-কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে; শিশুদের জন্য প্রকল্পে বাধ্যতামূলক নয় আধার।***

● সমকামিতা অপরাধ নয়, ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের :

ভারতবর্ষে সমকামিতা অপরাধ নয়। একমত হয়ে ঐতিহাসিক রায় দিলেন সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতি। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের আগের রায়ের বিরুদ্ধে গেল এই রায়। একই সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের পুরনো আইনটিকে অযৌক্তিক বলেও মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। রায় শুনিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। বিচারপতি দীপক মিশ্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করে একই বক্তব্য রেখেছেন অন্য চার বিচারপতিও।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি জানায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নাজ ফাউন্ডেশন। ২০০১ সালে দিল্লি হাইকোর্টে ওই ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে তারা। ২০০৯ সালে দিল্লি হাইকোর্ট রায় দেয়, সম্মতির ভিত্তিতে দুই প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে যৌন সম্পর্ক অপরাধ নয়। তাদের যৌন সম্পর্ক এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য বিষয়ই নয়। কারণ, যৌন পছন্দ যা-ই হোক না কেন, দুই প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে যৌন সম্পর্কে আপত্তি জানালে ব্যক্তিপরিসরের অধিকারকে লঙ্ঘন করা হয়।

এই রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে যান একাধিক ব্যক্তি ও সংগঠন। ২০১৩ সালে দিল্লি হাইকোর্টের রায় খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ৩৭৭ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা আছে। সমকামিতাকে অপরাধের তকমামুক্ত করতে গেলে সংসদে আইন পাশ করতে হবে। নতুন রিট আবেদন পেশ করে ফের আইনি লাড়াই শুরু হয়। ২০১৩ সালের রায় বিবেচনা না করে ৩৭৭ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা ফের সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় শীর্ষ আদালত। এর আগের শুনানিতে ৩৭৭ ধারা নিয়ে সিদ্ধান্তের ভার সুপ্রিম কোর্টের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিল কেন্দ্র।

● রোগীদের অধিকার সংক্রান্ত সনদের খসড়া :

হাসপাতালের বিল নিয়ে সমস্যার জেরে রোগী বা মৃতদেহ হাসপাতালে আটকে রাখার বিরুদ্ধে প্রস্তাব দিল কেন্দ্র। রোগীদের অধিকার সংক্রান্ত একটি সনদের খসড়া প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সেটি কার্যকর হলে এটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। রোগীদের অধিকার সংক্রান্ত সনদের খসড়ায় বলা হয়েছে, রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে হাসপাতালের বিল নিয়ে সমস্যা বা বিল না মেটানো, কোনও অবস্থাতেই হাসপাতাল রোগী বা রোগীর দেহ আটকে রাখতে পারবে না। এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন যুগ্মসচিব সুধীর কুমার। তাতে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে এই খসড়া বাস্তবায়িত করতে চায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

সনদের খসড়াটি তৈরি করেছে জাতীয় মানবাধিকার সংগঠন। স্বাস্থ্য মন্ত্রক সেটিকে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষ এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের মতামত ও মন্তব্য জানতে চেয়েছে। খসড়ায় বলা হয়েছে, ক্ষোভের প্রতিকার পাওয়া রোগীর অধিকার। ১৫ দিনের মধ্যে তাদের যে কোনও অভিযোগের লিখিত জবাব দিতে হবে হাসপাতালকে। প্রতিটি হাসপাতাল এবং ক্লিনিকের উচিত সেই প্রতিকার দেওয়ার পরিকাঠামো তৈরি করা। রোগী এবং রোগীর আত্মীয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। রোগী ভর্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না হলে ছাড়া পাওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সেই সব তথ্য তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

● হাম-রুবেলা মুক্ত দেশের লক্ষ্যে :

পোলিয়োর পর এবার দেশকে ২০২০ সালের মধ্যে হাম ও রুবেলা মুক্ত করতে উদ্যোগী হল কেন্দ্র। লক্ষ্য ছুঁতে হাতে নেওয়া হয়েছে দেশ জুড়ে টিকাকরণ কর্মসূচি। ন'মাস থেকে ১৫ বছর বয়সি মোট ৪১ কোটি ছেলেমেয়েকে টিকাকরণের আওতায় আনার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। ইতোমধ্যেই পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ওই টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়ে গিয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরা জুড়ে শুরু হয় ওই টিকাকরণ অভিযান। নতুন ব্যবস্থায় দুই ডোজের পরিবর্তে একটি টিকাই হাম-রুবেলা দু'টি রোগ থেকেই শিশুদের সুরক্ষা দেবে। বর্তমানে হাম প্রতিরোধের জন্য দুই ডোজের টিকা চালু থাকলেও, ২০১৫ সালে গোটা দেশে প্রায় ৪৯ হাজার ২০০-টি শিশু হাম ও রুবেলার সংক্রমণে মারা যায়। হামের কারণে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে বহু শিশু। পোলিয়ো মুক্তি অভিযানের সাফল্যে

অনুপ্রাণিত হয়ে এই দু'টি রোগকে দেশ থেকে মুছে ফেলতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্র ও ইউনিসেফ।

● **মহিলা পাইলটদের সংখ্যার নিরিখে শীর্ষে ভারত :**

মহিলা পাইলটের সংখ্যায় বিশ্বে এক নম্বর জায়গাটা এখন ভারতেরই। দেশের বাণিজ্যিক উড়ানগুলির মোট বিমান চালকের ১২ শতাংশই মহিলা পাইলট। যা আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিগুণ। দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে জার্মানি-সহ পশ্চিমী দেশগুলি। মহিলা পাইলটদের আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব উইমেন এয়ারলাইন পাইলটস'-এর তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। এও জানানো হয়েছে, ভারত-সহ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই মহিলা পাইলটদের চাহিদা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ভারত-সহ প্রায় সব দেশেই সরকারি ও বেসরকারি স্তরে অভ্যন্তরীণ (ডোমেস্টিক) ও আন্তর্জাতিক (ইন্টারন্যাশনাল) বিমান ও বিমানযাত্রীর সংখ্যা গত ২০ বছরে বেড়েছে ৪০ শতাংশেরও বেশি। চলতি বছরের প্রথম অর্ধেই ভারতে বিমানযাত্রীর সংখ্যা কম করে ২২ শতাংশ বেড়েছে।

সেটা বিশ্বজুড়েই বাড়ছে বিমানের গতিবেগ বেড়ে যাওয়ায় এবং বিমানযাত্রায় খরচ ও ধকল আগের চেয়ে অনেকটাই কমে যাওয়ায়। তার ফলে, আগামী ২০ বছরে গোটা বিশ্বে তাদের উড়ানগুলি চালানোর জন্য ৭ লক্ষ ৯০ হাজার পাইলট লাগবে 'বোয়িং' সংস্থারও। প্রসঙ্গত, ম্যাকিনসে রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতের মোট কর্মীসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মহিলা কর্মী। আর দেশের জিডিপি-বৃদ্ধির ১৮ শতাংশই হয়েছে মহিলাদের দৌলতে। ওই রিপোর্ট এটাও জানিয়েছে, মহিলা কর্মীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো সম্ভব হলে দেশের জিডিপি আরও ১৮ শতাংশ বাড়ানো যাবে।

● **'আয়ুষ্মান ভারত'-এর সূচনা :**

ঘোষণা হয়েছিল স্বাধীনতা দিবসের দিন (গত ১৫ আগস্ট)। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল গত ২৩ সেপ্টেম্বর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'-কে বলা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো স্বাস্থ্য প্রকল্প। এদিন রাঁচিতে প্রকল্প উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিনামূল্যে পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাচ্ছে প্রায় সাড়ে দশ কোটি পরিবার। উপকৃত হবেন গরিব ও নিম্নবিত্তরা। নতুন প্রকল্পে পরিবারের সব সদস্য মিলে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা পাবেন। এর জন্য কোনও প্রিমিয়াম দিতে হবে না কোনও পরিবারকে। সরকারি ও নির্ধারিত বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে নথিপত্র ছাড়াই 'ক্যাশলেস' (বিনা নগদে চিকিৎসার/স্বাস্থ্য পরিষেবার) সুবিধা পাবেন প্রকল্পের আওতাভুক্তরা।

২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে স্বাভাবিকভাবেই সুবিধা মিলবে। প্রমাণপত্র হিসাবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ড থাকলেই হবে। গ্রাম ও শহরের নিম্নবিত্ত মানুষের পেশা, বাড়ির অবস্থা, আয়ের উৎস, ইত্যাদির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে, কারা এই প্রকল্পের আওতায় পড়বেন। এটা মূলত ২০১১ সালের সোশিও-ইকনমিক কাস্ট সেনসাস (এসইসিসি) বা আর্থ-সামাজিক জনগণনার ভিত্তিতে করা হয়েছে। ওই সুমারি অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের ৮.৩ কোটি এবং শহর এলাকার ২.৩৩ কোটি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় আসতে চলেছেন। সদস্য সংখ্যার হিসাব ধরলে প্রায় ৫০ কোটি লোকই পাবেন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা। পরিবারের সদস্য সংখ্যার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ পরিবারের সদস্য সংখ্যা যাই হোক, তাতে আয়ুষ্মানের আওতায় আসতে কোনও সমস্যা হবে না। বয়সেরও কোনও সীমা নেই। শিশু থেকে বৃদ্ধ, সব সদস্যই প্রকল্পের আওতায় আসবেন।

শহরে বিভিন্ন পেশার মোট ১১-টি শ্রেণির কর্মী তথা পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন ভিক্ষাজীবী, পুরনো জামাকাপড়ের কারবারী, পরিচারক-পরিচারিকা, হকার, চর্মকার, ফুটপাতের ব্যবসায়ী, নানা রকম ছোটোখাটো পরিষেবা দাতারা, নির্মাণ শ্রমিক, কল-মিস্ত্রি, রঙ-মিস্ত্রি, ওয়েল্ডার, মালি, বাড়ির যে কোনও কাজের লোক, নিরাপত্তা রক্ষী, কুলি ও মোটবাহক, ঝাড়ুদার, সাফাইকর্মী, হস্ত ও কুটির শিল্পের কর্মী, পরিবহণ শ্রমিক, চালক, কন্ডাক্টর, খালাসি, রিকশা ও ঠেলাচালক, দোকানের কর্মী বা সহায়ক, ছোটো সংস্থার পিয়ন, হেল্পার, সরবরাহকারী, ধোপা, চৌকিদার, পেনশনভোগী, ভাড়ার উপর নির্ভরশীল ইত্যাদি।

এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত রোগীদের সাহায্যের জন্য সরকারি হাসপাতালে এবং নির্ধারিত বেসরকারি হাসপাতালে আয়ুষ্মান মিত্র থাকবেন। এই রোগীদের প্রমাণপত্র নেওয়া থেকে যাচাই করা, সবই এই আয়ুষ্মান মিত্ররাই করবেন। সরকার নির্ধারিত বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে অন্তত ১০-টি শয্যা এই প্রকল্পের রোগীদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। সারা দেশের যে কোনও প্রান্তেই এই বিমার সুবিধার মিলবে। এছাড়া হাসপাতালে ভর্তির আগে ওই সংক্রান্ত অসুস্থতায় আগের এবং পরের খরচও দেওয়া হবে। স্বাস্থ্যবিমার এই প্রকল্পের জন্য হেল্পলাইন নম্বর ১৪৫৫৫ চালু হয়েছে। এখানে ফোন করে যাবতীয় তথ্য মিলবে। এছাড়া https://abnhpm.gov.in এই ওয়েবসাইট থেকে আওতাভুক্ত পরিবারের তথ্য মিলবে। অর্থাৎ কোনও পরিবার আয়ুষ্মান ভারতের আওতাভুক্ত কি না, তা এখান থেকে তথ্য ডাউনলোড করে জানা যাবে।

● **তিন তালাক সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারি :**

লোকসভায় পাশ হয়েছিল। কিন্তু নানা জটিলতায় পেশ হয়নি রাজ্যসভায়। সেই তিন তালাক নিয়ে এবার অর্ডিন্যান্স জারি করল কেন্দ্র। গত ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অর্ডিন্যান্স পাস হয়। অর্ডিন্যান্সের নিয়ম অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সইয়ের পরই তিন তালাক বর্তমানে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। তবে সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী, ছ'মাসের মধ্যে সংসদের উভয় কক্ষেই অর্ডিন্যান্স পাস করতে হয়। সেটা সম্ভব না হলে আবার নতুন করে জারি করতে হয় অর্ডিন্যান্স। লোকসভা ইতোমধ্যেই পাস করেছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের আগস্টে সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাককে অবৈধ ঘোষণা করেছিল। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, মুসলিম সম্প্রদায়ের এই বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করে। তার পর থেকেই বিল তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। শীর্ষ আদালতের রায়কে মর্যাদা দিতেই তৈরি হয় মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অব রাইটস অন ম্যারেজ) বিল ২০১৭। গত বাদল অধিবেশনেই লোকসভায় পেশ হয় সেই বিল। পাসও হয়ে যায়। কিন্তু বিরোধীরা বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি তোলে। এছাড়াও আরও কিছু জটিলতায় শেষ পর্যন্ত রাজ্যসভায় পেশ হয়নি এই বিল। তাই এবার অর্ডিন্যান্স জারি করে তিন তালাককে আইনি স্বীকৃতি দিল কেন্দ্র।

● **রাজনৈতিক প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের জোড়া রায় :**

শুধু সাজাপ্রাপ্ত নয়, ফৌজদারি মামলায় চার্জশিট পেশ হলেও কি নেতারা আর ভোটে লড়তে পারবেন না—এই প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে সংসদকে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক দলগুলিকেও কিছু নির্দেশিকা দিয়েছে। একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এই বিষয়ে তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে নারাজ। তবে নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীরা যে হলফনামা জমা দেন, তাতে তাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলায় চার্জশিট গঠন হলেতা বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকেও এইসব প্রার্থীদের বিষয়ে দলের ওয়েবসাইটে জানাতে হবে। ভোটের প্রচার এবং সংবাদমাধ্যমেও চার্জশিটের বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে এইসব প্রার্থীদের।

একই দিনে অন্য এক মামলার রায়ে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, সাংসদ-বিধায়কদের আদালতে আইনজীবী হিসেবে সওয়াল করতে কোনও বাধা নেই। সেই সংক্রান্ত আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সংসদ-বিধানসভায় আইনজীবীদের সংখ্যা অনেক। আবেদনকারীর যুক্তি, সাংসদ-বিধায়কদের উপরেই রয়েছে আইন তৈরির ভার আর সাংসদদের হাতে বিচারপতিদের ইমপিচমেন্টে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে; ফলে তাদের আদালতে সওয়াল করার ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন রয়েছে।

প্রসঙ্গত, এ বছরের গোড়াতেই কেন্দ্র শীর্ষ আদালতকে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, দেশের ৩৬ শতাংশ জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় বিচার চলছে। দেশে মোট সাংসদ ও বিধায়কের সংখ্যা ৪,৮৯৬। তার মধ্যে বিভিন্ন মামলায় ১,৭৬৫ জনের বিচার চলছে। মামলার সংখ্যা ৩,০৪৫। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মূল জনস্বার্থ মামলাটি করে। তার বক্তব্য ছিল, দাগি নেতারা যাতে ভোটে লড়তে না পারে, সেরকম কোনও আইন কোনওদিনই পাস করবে না সংসদ। তাই কোনও ফৌজদারি মামলায় কারও বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হলেই তার ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার কেড়ে নেওয়া হোক। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন রুখতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি করে তারা। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি শুরু হয়। বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি রোহিনটন নরিম্যান, বিচারপতি এ. এম. খানউইলকর, বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা। সরকার পক্ষে সওয়াল করছেন অ্যাটর্নি জেনারেল কোট্টায়ন কাটানকোট বেনুগোপাল। বিপক্ষে তারই ছেলে কৃষ্ণন বেনুগোপাল।

শুনানি চলাকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল যুক্তি দিয়েছেন, বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই কাউকে দোষী ধরে নেওয়া এবং ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সংবিধান বিরোধী। এতে ভোটাধিকার (রাইট টু ভোট) এবং ভোটে দাঁড়ানোর (রাইট টু কনটেস্ট) অধিকার লঙ্ঘন করা হবে। তিনি আরও বলেন, শীর্ষ আদালত নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবগত যে, রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে বহু ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের হয়। কৃষ্ণন বেনুগোপালের পালটা যুক্তি, নেতাদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ মামলাই প্রচুর দেরি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তার মধ্যেই ভোটে দাঁড়িয়ে পাঁচ বছরের মেয়াদও সম্পূর্ণ করে ফেলেন এইসব নেতারা। একইসঙ্গে তিনি বলেন, এইসব চার্জশিট প্রাপ্ত নেতাদের ভোটে দাঁড়ানো ঠেকাতে আইন প্রণয়ন করা উচিত। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলিকেও এই ধরনের প্রার্থীদের টিকিট না দেওয়ার জন্য পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে পারে।

● **বিধানসভা ভাঙলেই চালু হবে আদর্শ আচরণবিধি :**

কোনও রাজ্য বিধানসভা ভেঙে যাওয়ার পরেই এবার তদারকি সরকারের ওপর আদর্শ আচরণবিধি চালু হচ্ছে বলে জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এতদিন নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ হ'ত। আর তার মেয়াদ থাকত নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় পর্যন্ত। এবার কোনও পরিস্থিতিতে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে গেলে যে তদারকি সরকার ক্ষমতাসীন হবে, গোড়া থেকেই তার ওপর ওই আচরণবিধি বলবৎ হবে। তার মেয়াদ ফুরোবে ভোটের পর নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সময়। দেশের সব রাজ্যের ক্যাবিনেট সচিব ও মুখ্যসচিবকে নির্বাচন কমিশনের তরফে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যেই ওই নির্দেশ সর্বপ্রথম কার্যকর হয়েছে তেলঙ্গানায়। সেখানে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। প্রশাসন চালাচ্ছে একটি তদারকি সরকার। উল্লেখ্য, এই নির্দেশের সপক্ষে এস. আর. বোম্মাই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া একটি রায়ের উল্লেখ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। বলা হয়েছে, তদারকি সরকারের যেহেতু সাংবিধানিকভাবে কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, তাই তদারকি সরকারকে গোড়া থেকেই ওই আদর্শ আচরণবিধি এবার মেনে চলতে হবে।

● **পরকীয়া ফৌজদারি অপরাধ নয়, রায় সুপ্রিম কোর্টের :**

পরকীয়া ফৌজদারি অপরাধ নয়। ইংরেজ শাসনকালে তৈরি এই আইনের ৪৯৭ ধারা অসাংবিধানিক। রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এই আইন স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য খর্ব করে। স্বামী কখনওই স্ত্রীর প্রভু বা মালিক হতে পারেন না। ব্রিটিশদের তৈরি করা ১৮৬০ সালের আইনকে চ্যালেঞ্জ করে একটি মামলার প্রেক্ষিতেই গত ২৭ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালতের এই রায়। ১৮৬০ সালে তৈরি ওই আইনের ৪৯৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি কোনও মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করলে এবং ওই মহিলার স্বামীর অনুমতি না থাকলে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন জনৈক যোশেফ শাইন।

রায়ে আরও বলা হয়েছে, কারও যৌনতার অধিকারকে আইনি পরিসরে বেঁধে দেওয়া ঠিক নয়। কাউকে সমাজের ইচ্ছানুযায়ী ভাবতে এবং কাজ করতে বাধ্য করার অর্থ তার স্বাধীনতা খর্ব করা। এটা মহিলাদের অধিকার রক্ষা এবং সমানাধিকারের পরিপন্থী। মামলার প্রেক্ষিতে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠিত হয়। প্রধান বিচারপতি ছাড়াও বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি রোহিংটন ফলি নরিম্যান, বিচারপতি এ. এম. খানউইলকর, বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা। গত পয়লা আগস্ট শুনানি শুরু হয়। সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল পিঙ্কি আনন্দ। মামলাকারীর পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী কালিশ্বরম রাজ এবং সুবিদত্ত এম. এস.। মামলার শুনানি শেষ হয় ৮ আগস্ট। ওই দিনই ২৭ সেপ্টেম্বর রায়দানের দিন নির্ধারিত করে দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

● **সরকারি চাকরির পদোন্নতিতে বহাল সংরক্ষণ :**

সরকারি চাকরির পদোন্নতিতে তফসিলি জাতি-জনজাতির সংরক্ষণের জন্য কোনও শর্ত রাখল না সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত গত ২৭ সেপ্টেম্বর জানিয়ে দিয়েছে, পদোন্নতির প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরার জন্য সরকারকে কোনও তথ্যও হাজির করতে হবে না। সরকারি চাকরির পদোন্নতিতে তপসিলি জাতি-জনজাতির জন্য সংরক্ষণ আদৌ প্রয়োজন কি না, তা নিয়েই মামলা ছিল শীর্ষ আদালতে। ২০০৬ সালে, এম. নাগরাজ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, পদোন্নতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকারকে কয়েকটি শর্ত পালন করতে হবে। প্রার্থীটি আদৌ কতটা পিছিয়ে পড়া, চাকরিতে সংরক্ষিত পদের অভাব রয়েছে কি না কিংবা সামগ্রিক প্রশাসনিক দক্ষতার প্রশ্নকে নিয়ে তথ্য দিতে হবে। তার পরেই পদোন্নতির প্রশ্নে তফসিলি জাতি-জনজাতির প্রার্থীরা সংরক্ষণের সুযোগ পেতে পারবেন। কিন্তু এদিন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ যে রায় দিয়েছে, তাতে এখন থেকে সরকারকে আর ওই ধরনের তথ্য হাজির করাতে হবে না। শীর্ষ আদালত বলেছে, নাগরাজ মামলার রায়টি ১৯৯২ সালের ইন্দ্র সাহনি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ৯ সদস্যের বেঞ্চের রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মামলাটি মণ্ডল কমিশন মামলা হিসেবে পরিচিত। ৫৮ পৃষ্ঠার সর্বসম্মত রায়ে বিচারপতিরা বলেছেন, তপসিলি জাতি-জনজাতিরা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মধ্যেও সব চেয়ে দুর্বল। তবে এদের অবস্থাপন্ন অংশকে নিয়ে নাগরাজ মামলায় রায় নতুন করে খতিয়ে দেখতে চায়নি কোর্ট। কেন্দ্র অবশ্য তফসিলি জাতি-জনজাতিদের সামগ্রিক অংশকেই সংরক্ষণের আওতায় রাখার পক্ষে যুক্তি দিয়েছে।

২০০৬ সালের নাগরাজ মামলার রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য ৭ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে পাঠানোর আর্জি জানিয়েছিল কেন্দ্র। তবে ৯ সদস্যের বেঞ্চের রায়ের কথা উল্লেখ করে শীর্ষ আদালত সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। নাগরাজ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি আবেদন জানিয়েছিল। তফসিলি জাতি-জনজাতি প্রার্থীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে শর্তগুলি নিয়ে আপত্তি তোলে কেন্দ্র। অ্যাটর্নি জেনারেল কে. কে. বেণুগোপাল যুক্তি দেন, দীর্ঘ সময় ধরেই এই মানুষেরা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ। ফলে এদের পদোন্নতিতে অহেতুক শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। সংরক্ষণ বিরোধীদের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদীর পাল্টা যুক্তি, কেউ সরকারি চাকরি পেলেই পিছিয়ে পড়ার তকমা শেষ হয়ে যায়। ফলে তার পদোন্নতির প্রশ্নে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার অর্থ হয় না। দ্বিবেদীর মতে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে সংরক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। উপরের শ্রেণিতে নয়।

● **আদালত থেকে সরাসরি সম্প্রচারে সায় শীর্ষ আদালতের :**

আদালত কক্ষের মধ্যে কী হয়, তা জানার ও দেখার অধিকার আছে দেশবাসীর। তাই মামলা চলাকালীন সরাসরি সম্প্রচার সম্মতি দিল শীর্ষ আদালত। গত ২৬ সেপ্টেম্বর এই রায় দিতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, বিচারব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে এই নয়া ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। যদিও সাধারণ মানুষের অধিকার এবং অভিযুক্ত মানুষদের মর্যাদা, এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রাখতে সুনির্দিষ্ট নীতি তৈরি করার দরকার বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে যোধপুরের জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র প্রথম 'সরাসরি সম্প্রচার' বা 'লাইভ টেলিকাস্ট' করার আবেদন রাখেন আদালতের কাছে। সেই জন্য শীর্ষ আদালতে ক্যামেরা বসানোর কথাও জানানো হয়েছিল আবেদনে।

প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতির এজলাসে সাংবিধানিক মামলাগুলিকে প্রথমে আনা হবে সরাসরি সম্প্রচারের আওতায়। সে পরীক্ষা কতটা সফল হচ্ছে, তা দেখেই ঠিক করা হবে, দেশের অন্যান্য আদালতেও সরাসরি সম্প্রচার চালু করা হবে কিনা। যদিও সরাসরি সম্প্রচার অন্তত ৭০ সেকেন্ড পরে করার কথা রাখা হয়েছে প্রস্তাবে। কারণ, কোনও আইনজীবী বা অভিযুক্ত কোনও অমর্যাদাকর আচরণ করলে সেক্ষেত্রে বিচারপতি সম্প্রচার 'মিউট' বা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ

- রাজ্যের প্রথম পকসো (প্রোটেকশন অব চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস) আদালত। ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিচার ভবনে এই বিশেষ আদালত তৈরি করা হয়েছে। উদ্বোধন হয় গত ১৫ সেপ্টেম্বর। এদিন পকসো আদালত উদ্বোধন করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মদন বি. লোকুর। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে পকসো আইন চালু হয়। শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফেও বিভিন্ন সময়ে এ নিয়ে সচেতনতা প্রচার করা হয়েছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কুলপি হাসপাতাল নজর কেড়েছে এ রাজ্যে। ২০১৭-'১৮ সালে পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই কাজে ৯৯ শতাংশ সফল তারা। জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের শংসাপত্র পেয়েছে ওই হাসপাতাল।
- গত ১৩ সেপ্টেম্বর দেশের অন্যতম বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স বা আইএসিএস-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। এই কেন্দ্রটি তৈরি হচ্ছে বারুইপুরে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে চিহ্নিত করা হয়েছে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসকে।
- কলকাতায় রাজাবাগান ডকইয়ার্ডে জাহাজ তৈরির কারখানা সম্প্রসারণের জন্য ২০০ কোটি টাকা লগ্নি করবে গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)। সেখানে ছোটো ও মাঝারি মাপের জাহাজ তৈরি হবে। তিন বছরের মধ্যে সম্প্রসারণের কাজ শেষ হবে। তারপরে একই সঙ্গে ২৪-টি যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করতে পারবে জিআরএসই। এর পাশাপাশি, জাহাজ তৈরির রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি বাজারে প্রথমবার শেয়ার (আইপিও) ছেড়ে ৩৪০ কোটি টাকা তোলার পরিকল্পনা করেছে। ইস্যু ২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে। আইপিও-র মাধ্যমে কেন্দ্র তাদের ২৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করবে। ফলে পুরো টাকাটাই যাবে সরকারের ঘরে।
- ষাট শতাংশ হাজিরা না থাকলে পরীক্ষায় বসতে দেবে না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। হাজিরার উপরে নির্ভর করে পড়ুয়ারা নম্বরও পাবেন। গত ৩০ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) দীপক কর জানিয়ে দিয়েছেন, হাজিরাতে বরাদ্দ থাকবে ১০ শতাংশ নম্বর। ৬০

শতাংশ হাজিরা না থাকলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। যে পড়ুয়ারা হাজিরা ৬০ শতাংশের কম থাকবে তিনি এক্ষেত্রে শূন্য পাবেন। ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশের মধ্যে হাজিরায় দেওয়া হবে ৬ নম্বর। ৭৫ থেকে ৯০ শতাংশের মধ্যে হাজিরা থাকলে প্রাপ্য ৮। ৯০ শতাংশ অথবা তার বেশি হাজিরা থাকলে পড়ুয়া পাবেন পুরো ১০ নম্বর।

● **রাজস্ব ক্ষতি কমলো :**

জিএসটি চালু হওয়ার পরে গত অর্থবর্ষের তুলনায় এবছর এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ক্ষতি কমেছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রকের পেশ করা হিসেব অনুসারে, ২০১৭ সালের জুলাইয়ে জিএসটি চালুর পরে গত অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ক্ষতি ছিল ১৩ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষে আগস্ট পর্যন্ত তা ৭ শতাংশে নেমেছে। এদিন ভিডিয়ো কনফারেন্সে রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে জিএসটি পরিষদের বৈঠক হয়। তার পরে মন্ত্রকের দাবি, মিজোরাম, সিকিম, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও অন্ধ্রপ্রদেশ বাদে বাকি ২৫-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পুদুচেরির মতো রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতি ৩৫ শতাংশের উপরে। তবে গড় ক্ষতির হার গত বছরের তুলনায় কমেছে বলে মন্ত্রকের দাবি। উল্লেখ্য, ২০১৫-'১৬ সালে রাজ্যগুলির পরোক্ষ কর বাবদ যত আয় ছিল, প্রতি বছর রাজস্ব আয় ১৪ শতাংশ হারে বাড়বে ধরে নিয়ে এই রাজস্ব ক্ষতির হিসেব হয়। আয় সেই তুলনায় কম হলে, জিএসটি চালুর পর পাঁচ বছর পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে সেই ক্ষতি মেটাবে কেন্দ্র।

● **চিকিৎসকদের 'বন্ড'-এর ক্ষেত্রে বহাল রাজ্য সরকারেরই নিয়ম :**

সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত চিকিৎসকদের 'বন্ড' নিয়ে রাজ্য সরকারের নিয়মই বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ১৫ সেপ্টেম্বর আপিল মামলার রায় দেয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ম হল, এমডি-এমএস ডিগ্রিধারী এবং পিজি ডিপ্লোমাধারীদের যথাক্রমে তিন এবং দু'বছর চিকিৎসা করতে হবে সরকারি হাসপাতালে। নইলে বন্ড অনুযায়ী এমডি-এমএস ডিগ্রিধারীদের ৩০ লক্ষ টাকা, পিজি ডিপ্লোমাধারীদের ২০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। প্রসঙ্গত, এমডি-এমএস ডিগ্রিধারী এবং পিজি ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকদের এ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসাপাতলে এক বছর পরিষেবা দিতে হবে বলে জুলাইয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, কোনও চিকিৎসক ওই পরিষেবা না-দিলে বন্ড অনুযায়ী পাঁচ কিস্তিতে রাজ্যকে ১০ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে রাজ্য সরকার।

● **'জনমানসে' মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্প :**

জ্বর-সর্দি কিংবা জীবাণু সংক্রমণ রুখতে প্রচার চলে। এবার সরকারি স্তরে মানসিক সমস্যা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'জনমানসে'। এই প্রকল্পে শামিল করা হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে কয়েক জনকে নির্বাচন করে নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। কোচবিহার থেকে রাজারহাট কিংবা দমদমের বিভিন্ন এলাকায় মহিলারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংসারের সমস্যা থেকে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা—খুঁটিনাটি নানা বিষয় নিয়েই গল্প করছেন। গল্পের মধ্যেই সমস্যা চিহ্নিত করছেন। বাসিন্দাদের মানসিক স্বাস্থ্য কেমন রয়েছে জেনে তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ করছেন তারা। পাশাপাশি, মানসিক সমস্যায় চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও বোঝাচ্ছেন। কার চিকিৎসা প্রয়োজন সেটা চিহ্নিতকরণের কাজ করছেন। পুরভবনে নির্দিষ্ট দিনে সরকারি সাইকোলজিস্ট উপস্থিত থাকছেন। সেখানে সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

● **কলকাতা থেকে বিমান পরিষেবায় নয়া উদ্যোগ :**

এবার সরাসরি কলকাতা থেকে উড়ে যাওয়া যাবে সিকিম। গত ২৪ সেপ্টেম্বর পাকিয়ং বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিকিম পেল প্রথম বিমানবন্দর। নয়া দিগন্ত খুলে গেল উত্তর-পূর্বের পর্যটনে। বাণিজ্যিকভাবে উড়ান চালু হচ্ছে পুজোর আগেই, ৪ অক্টোবর থেকে। কলকাতা, দিল্লি ও গুয়াহাটির মধ্যে প্রতিদিন চলবে বেসরকারি একটি বিমান সংস্থার ৭৮ আসনের কিউ ৪০০ বোম্বার্ডিয়ার গোত্রের বিমান। ২০০৯ সালে গ্যাংটক থেকে ৩৩ কিলোমিটার দূরে পাকিয়ং গ্রামের কাছে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এই বিমানবন্দরের। তারপর ৯ বছর ধরে নির্মাণকাজে খরচ হয়েছে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। পাহাড়ের ঢাল কেটে ৯৯০ একর জমির উপর তৈরি পাকিয়ং বিমানবন্দর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

এবার একবেলা কলকাতায় কাজকর্ম সেরে মোটামুটি ৪৫ মিনিটে অন্যবেলায় চলে আসা যাবে বাগডোগরা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৪ অক্টোবর থেকে প্রথমবারের জন্য সকাল ৮টার আগেই কলকাতা-বাগডোগরার মধ্যে বিমান পরিষেবা চালু হচ্ছে। সেই সঙ্গে একই দিনে রুটে রাত ৮টা নাগাদ আরও একটি বিমান চালু হচ্ছে। আপাতত ঠিক হয়েছে, সকাল ৭টার পরে বিমানটি কলকাতা থেকে বাগডোগরা পৌঁছে ৭টা ৪০ মিনিটে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে। সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে বিমানটি কলকাতা পৌঁছে যাবে। ফের সন্ধ্যায় ৬টায় কলকাতা থেকে ছেড়ে ৭টা ২০ মিনিটে সন্ধ্যেয় বাগডোগরা আসবে। পরে পৌনে ৮টা নাগাদ বাগডোগরা থেকে ছেড়ে রাত ৯টায় কলকাতা পৌঁছবে বিমানটি। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা ৬টায় একটি কলকাতা-বাগডোগরা বিমানও ৩১ আগস্ট থেকে চালু করে দিয়েছে সংস্থাটি।

অর্থনীতি

● **এফপিআই-এর নয়া বিধি :**

বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থার (ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টর বা এফপিআই) কেওয়াইসি-র বিধি চূড়ান্ত করল শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সেবি। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ভারতীয় ও অনাবাসী ভারতীয়, দু'ধরনের লগ্নিকারীরাই ওই ধরনের সংস্থার অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডার হতে পারবেন। তবে অংশীদারির বহর এমন রাখতে হবে যাতে তারা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় নির্ণয়কের ভূমিকা না নিতে পারেন। সেবি জানিয়েছে, রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান (আরআই), নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান (এনআরআই) ও ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া (ওসিআই) শ্রেণির বিনিয়োগকারীরা বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থায় শেয়ারহোল্ডার হতে পারবেন। তবে এককভাবে অংশীদারি ২৫ শতাংশের নিচে এবং যৌথভাবে তা ৫০ শতাংশের নিচে থাকতে হবে।

● **ভুয়ো সংস্থার নথিভুক্তি বাতিল :**

কর ফাঁকি দিতে তৈরি হওয়া আরও ৫৫,০০০ ভুয়ো সংস্থার নথিভুক্তি বাতিল করল কেন্দ্র। ইতোমধ্যেই কিছু সংস্থাকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। কারও কারও বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলেও গত ২১ সেপ্টেম্বর জানিয়েছে তারা। এর আগে প্রথম দফায় ২.২৬ লক্ষ সংস্থার নথিভুক্তি বাতিল করা হয়। দু'বছর বা তার বেশি সময় ধরে হিসেব বা বার্ষিক রিটার্ন জমা দেয়নি ওই সংস্থাগুলি। এদিন কর্পোরেট বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী পি. পি. চৌধুরী বলেন, নিজেদের বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে দেখিয়ে কেউ বেআইনি লেনদেন চালালে কেন্দ্র মেনে নেবে না। ইতোমধ্যেই এসএফআইও এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবে তারা।

● **স্বল্প সঞ্চয় সুদ বাড়ল :**

গত ২০ সেপ্টেম্বর স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের সুদ ০.৪ শতাংশ বাড়াল কেন্দ্র। তার ফলে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ), ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (এনএসসি), কিষাণ বিকাশ পত্র (কেভিপি) এবং সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্টের মতো প্রকল্পের সুদের হার খানিকটা বাড়ল। ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ ১ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর এই সময়সীমায় স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার ০.৪ শতাংশ বাড়ানো হচ্ছে। প্রতি ক্ষেত্রে স্বল্প সঞ্চয়ে ত্রৈমাসিক সুদের হার বাড়ানো বা কমানো হয়ে থাকে। অর্থমন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, এবার পিপিএফ-এ সুদের হার ৭.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হল ৮ শতাংশ। এনএসসি-তে ৭.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হল ৮ শতাংশ। কিষাণ বিকাশ পত্রের সুদের হার হল ৭.৭ শতাংশ। কিষাণ বিকাশ পত্রের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার সময়সীমাও কমানো হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে ১১৮ মাসের বদলে ১১২ মাসে কিষাণ বিকাশ পত্রের মেয়াদ সম্পূর্ণ হবে। আর সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্টের সুদের হার বেড়ে হল ৮.৫ শতাংশ। এছাড়া মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, সেভিংস ডিপোজিটের সুদের হার একই থাকছে। টার্ম ডিপোজিট এবং রেকারিং ডিপোজিটের সুদের হার ৬.৯ থেকে ৭.৮ শতাংশের মধ্যে থাকছে। আর সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমে সুদের হার ৮.৩ থেকে বেড়ে হচ্ছে ৮.৭ শতাংশ।

● **তিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব :**

ইতোমধ্যেই স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি সহযোগী ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ককে। এবার ব্যাঙ্ক অব বরোদা, বিজয়া ব্যাঙ্ক এবং দেনা ব্যাঙ্ককে মিশিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করল কেন্দ্র। গত ১৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানিয়েছেন, নতুন এই প্রস্তাব নিয়ে তিনটি ব্যাঙ্কেরই পরিচালন পর্ষদ বৈঠক করবে। তার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এই সংযুক্তির পক্ষে কেন্দ্রের যুক্তি—আকার বড়ো হওয়ায় সুবিধা হবে প্রতিযোগিতায়; সম্প্রসারিত পরিকাঠামোর সুবিধা পাবে নতুন ব্যাঙ্ক; সুবিধা হবে সুদের আমানত বৃদ্ধিতে; মাথায় রাখা হবে কর্মীদের (বিশেষ করে দেনা ব্যাঙ্কের) স্বার্থ; মিলিত ব্যাঙ্ক পাবে শেয়ার মূলধন জোগানের সুবিধাও।

ব্যাঙ্ক তিনটির মধ্যে দেনা ব্যাঙ্ক দুর্বল। গত ১১-টি ত্রৈমাসিকে তাদের মোট লোকসান দাঁড়িয়েছে ৪,৫০০ কোটি টাকা। ঘাড়ে বিপুল অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা। ব্যাঙ্কটি এখন রয়েছে প্রম্পট কারেকটিভ অ্যাকশনের আওতায়। জেটলি বলেছেন, প্রস্তাব কার্যকর হলে দেনা ব্যাঙ্ককে চাঙ্গা করার দায়িত্ব নেবে তুলনামূলকভাবে মজবুত ব্যাঙ্ক অব বরোদা এবং বিজয়া ব্যাঙ্ক। পাশাপাশি, নতুন ব্যাঙ্কটি দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্কে পরিণত হবে। প্রসঙ্গত, অর্থনীতির অন্যতম বৃহত্তম স্তম্ভ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঘাড়ে এখন বিপুল অঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলির ভিত ফের শক্তিশালী করতে না পারলে শিল্প ঋণে ভাটা আসবে। থমকে যেতে পারে শিল্পোৎপাদন, আর্থিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান।

● **বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সংস্কারের ডাক দিল জি-২০ :**

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) নিজেদের পালটাক, না হলে আমেরিকা বেরিয়ে যাবে বলে গত আগস্ট মাসে হুমকি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই অবস্থায় যৌথ বিবৃতিতে ডব্লিউটিও-র সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করল জি-২০ দেশগুলি। বাণিজ্যে দেওয়াল তোলা আটকানো এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সংস্কার জরুরি বলে জি-২০-র বৈঠকে মন্তব্য করেছে জার্মানি। চিনেরও দাবি, সংস্কারের মাধ্যমেই ডব্লিউটিও-র গুরুত্ব বাড়ানো জরুরি। যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

● **বিশ্ব জুড়ে দুর্নীতির চিত্র :**

বিশ্ব জুড়ে দুর্নীতি কীভাবে থাবা বসাচ্ছে, তা জানাতে গিয়েই ছবিটা তুলে ধরল রাষ্ট্রপুঞ্জ। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের হিসেব, দুর্নীতির অঙ্ক বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অন্তত ৫ শতাংশ। অর্থাৎ ২.৬ লক্ষ কোটি ডলার। টাকার প্রায় ১৯০.৩২ লক্ষ কোটি। বিশ্বব্যাঙ্ক বলছে, বছরে ঘুষের অঙ্ক প্রায় ১ লক্ষ কোটি ডলার। ৭৩.২ লক্ষ কোটি টাকা। এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে জোট বেঁধে লড়াইয়ের ডাক দিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিয়ো গুতেরেস। তার দাবি, না হলে হিংসা বাড়বে। কারণ, দুর্নীতির জন্যই মার খায় ন্যূনতম চাহিদা। প্রকট হয় দারিদ্র্য। বাড়ে বঞ্চনা। ভোগে লগ্নি। বিশ্বাসহীনতা তৈরি হয় প্রশাসন সম্পর্কে। বাড়ে অপরাধপ্রবণতা।

● **জনধন প্রকল্পে অসাধারণ সাফল্য, বাড়তি সুবিধা :**

চালু করা হয়েছিল কিছুটা পরীক্ষামূলকভাবে। কিন্তু অসাধারণ সাফল্য দেখে সেই জনধন প্রকল্পকে চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে দিল কেন্দ্র। একই সঙ্গে, তাকে আরও আকর্ষণীয় করতে ঘোষণা করা হল সেখানে ওভারড্রাফ্টের সুবিধা এক লাফে দ্বিগুণ করার কথাও। গত ৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জনধন প্রকল্পে বিপুল সাড়া মিলেছে। তাই এবার ওই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া হবে অনির্দিষ্টকালের জন্য। এখন সেখানে ৫,০০০ টাকা ওভারড্রাফ্টের সুবিধা মেলে। তা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করার (১০,০০০ টাকা) সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এদিন মন্ত্রী জানান, ৩২.৪১ কোটি জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছে দেশে; সেখানে জমা পড়েছে ৮১,২০০ কোটি টাকা; আর, অ্যাকাউন্টধারীদের ৫৩ শতাংশই আবার মহিলা।

● **ভারতীয় ডাক বিভাগের পেমেন্টস ব্যাঙ্ক পরিষেবা :**

পথ চলা শুরু করল ভারতীয় ডাক বিভাগের পেমেন্টস ব্যাঙ্ক পরিষেবা। যার পোশাকি নাম 'ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পয়লা সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ভারতীয় ডাক বিভাগের পেমেন্টস ব্যাঙ্ক পরিষেবার উদ্বোধন করেন। কলকাতার কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ জানান, ডাক বিভাগের মাধ্যমে গ্রাহকের দোরগোড়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই এর লক্ষ্য। উল্লেখ্য, পেমেন্টস ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অবশ্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়। কিন্তু ঋণ দেওয়া যায় না। সেই ঘাটতি পূরণ করতে

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (পিএনবি) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ডাকঘর পেমেন্টস ব্যাঙ্ক। দেশের ৬৫০-টি ডাকঘরে এই ব্যাঙ্ক চালু হয়েছে। ধাপে ধাপে সমস্ত ডাকঘরেই চালু হবে পেমেন্টস ব্যাঙ্কের কাউন্টার। গ্রাহক নিজের বাড়িতেও ডাক পিওন বা গ্রামীণ ডাক সেবককে ডেকে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে বা তুলতে পারবেন।

● **এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি ৮.২ শতাংশ :**

এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পৌঁছল ৮ শতাংশের উপরে। প্রায় সমস্ত পূর্বাভাসকে ছাপিয়ে। চিনকেও টপকে। দু'বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এই হার। এই ৩ মাসে চিনে বৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশ। ফলে বিশ্বে দ্রুততম বৃদ্ধির দেশ হিসেবে নিজের স্থান ধরে রাখল ভারত। সেই সঙ্গে এই বৃদ্ধিকে দেওয়া যায় পোক্ত দ্রুততম বৃদ্ধির তকমা। দেশে কল-কারখানায় বৃদ্ধির হার ১৩.৫ শতাংশ। জুলাইয়ে পরিকাঠামোয় বৃদ্ধিও ৬.৬ শতাংশ। ওই মাসে রাজকোষ ঘাটতি দাঁড়িয়েছে বাজেট লক্ষ্যমাত্রার ৮৬.৫ শতাংশ। গতবার ছিল ৯২.৪ শতাংশ। উন্নতি রাজস্ব আদায় বাড়ায়।

● **অর্থনৈতিক উত্থানের পূর্বাভাস :**

শক্তিশালী অর্থনীতির নিরিখে আগামী ১২ বছরের মধ্যে জাপানকে টপকে ভারত তৃতীয় স্থানে উঠে আসবে। আর আমেরিকাকে তালিকায় দু'নম্বরে ঠেলে দিয়ে শীর্ষে চলে যাবে চিন। ভারতের পরে থাকবে যথাক্রমে জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ব্রাজিল, ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়া। এইচএসবিসি হোল্ডিংয়ের সাম্প্রতিক রিপোর্ট এই তথ্য দিয়েছে। ওই রিপোর্ট বলছে, কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যায় ওই সময় চিন এতটাই এগিয়ে যাবে যে তা আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশগুলিকে চিন্তায় ফেলে দেবে। এইচএসবিসি-র ওই রিপোর্টের পূর্বাভাস, আর ১২ বছরের মধ্যে চিনের অর্থনীতির পরিমাণ হবে ২৬ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে, আমেরিকা ও ভারতের অর্থনীতির পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২৫ লক্ষ ২০ হাজার কোটি ও ৫ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার।

● **আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি :**

নানান ধরনের প্লাস্টিকজাত সামগ্রী, অডিয়ো স্পিকার, গাড়ির রেডিয়াল টায়ার, স্যুটেকস, এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, বিমানের জ্বালানি, গয়না-সহ আরও বেশ কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত থেকেই কার্যকর হয়েছে আমদানি শুল্কের নতুন হার। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে এই পণ্যগুলির আমদানি করতে ৮৬,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে অর্থমন্ত্রক সূত্রে। মূলত চলতি অর্থবর্ষে ঘাটতি কমাতে এবং নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের আমদানি আটকাতেই শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অর্থমন্ত্রকের তরফে।

খেলা

➢ শুরু হয়ে গেল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের পঞ্চম মরসুম। প্রথমবার আয়োজিত হয় ২০১৪ সালে। গত ২৫ আগস্ট চলতি বছরের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়। ১২-টি রাউন্ড মিলিয়ে ৫৯-টি ম্যাচ। উদ্বোধনী ম্যাচ হয় কলকাতায়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর। এটিকে কলকাতা বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স। ৮-১৬ অক্টোবর ও ১২-২০ নভেম্বর ফিফার জন্য এবং ১৭ ডিসেম্বর থেকে ভারতের প্রস্তুতি ক্যাম্পের জন্য লিগের খেলায় বিরতি চলবে। প্রসঙ্গত, গতবার ফাইনালে বেঙ্গালুরুকে ৩-২-এ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল চেন্নাইয়ান।

➢ আটলান্টায় ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপ জয়। পাঁচ বছর পেরিয়ে প্রথম খেতাব। টাইগার উড্‌স। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা গল্ফার। সব খেলা মিলিয়ে যাকে তুলনা করা হয় ডন ব্র্যাডম্যান, মহম্মদ আলি, রজার ফেডেরারদের মতো সর্বকালের সেরাদের সঙ্গে। ৪২ বছর বয়সেও উড্‌স প্রমাণ করে দিলেন, তিনি ফুরোননি। দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। কেরিয়ারের সবচেয়ে বেশি জয়ের দিক থেকে এক নম্বরে চলে আসার জন্য আর দু'টি খেতাব দরকার তার। স্যাম স্নিডের রয়েছে ৮২ খেতাব। উড্‌সের হয়ে গেল ৮০।

➢ ইউরোপ বনাম বাকি দুনিয়া। পুরুষদের টেনিস টুর্নামেন্ট। পোশাকি নাম লেভার কাপ। গত ২১-২৩ সেপ্টেম্বর বসেছিল এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় আসর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে। খেলা হয় ইন্ডোর হার্ড কোর্টে। টিম ওয়ার্ল্ড-কে ১৩-৮-এ হারিয়ে নিজের জয়ের ধারার কায়েম রাখল ইউরোপীয় দল।

➢ 'বেলজিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন' প্রতিযোগিতায় ফাইনালে উঠলেন ঋতুপর্ণা দাস। চিনের লিন ইয়াং চুংয়ের কাছে তিনি হারলেন ২১-১৬, ২১-১৬ ফলাফলে। ফাইনালের আগে ঋতুপর্ণা জিতেছিলেন কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও জার্মান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। বেলজিয়ামে রানার্স হওয়ায় ঋতুপর্ণা ৩৪০০ পয়েন্ট পেয়েছেন।

● **শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্য :**

সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে যায় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ২০১৭-'২০ আইসিসি চ্যাম্পিয়ানশিপের অঙ্গ হিসেবে খেলা হয় ৩-টি আন্তর্জাতিক এক-দিনের ম্যাচ। ২-১-এ সেই সিরিজ জিতে নেয় ভারত। এছাড়াও দু'দলের মধ্যে খেলা হয় ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। তার মধ্যে ভারত ৪-টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ জিতে একেবারে একপেশে কায়দায় এই সিরিজও দখলে নেয় (দ্বিতীয় ম্যাচ অমীমাংসিত ছিল)। উল্লেখ্য, এই সফর চলাকালীন ঝুলন গোস্বামী ফের নজির গড়লেন। এবার প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট নিলেন তিনি। একই সঙ্গে ভারত অধিনায়ক মিতালি রাজও গড়লেন অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি একদিনের ম্যাচ খেলার রেকর্ড।

গত ১১ সেপ্টেম্বর গল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে ৯ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। সেই ম্যাচেই ২ উইকেট নিয়েছিলেন ঝুলন। প্রথম উইকেট নিয়েই তিনি পৌঁছন ৩০০ উইকেটে। সেদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার মোট শিকার সংখ্যা হল ৩০১। এর মধ্যে টেস্টে এসেছে ৪০ উইকেট, একদিনের ক্রিকেটে এসেছে ২০৫ উইকেট, টি-টোয়েন্টিতে এসেছে ৫৬ উইকেট। একদিনের ক্রিকেটে তিনিই একমাত্র ক্রিকেটার যার দুশো উইকেট রয়েছে। অন্যদিকে, মিতালি রাজ আবার ১১৮ বার দেশকে নেতৃত্ব দিলেন ওয়ানডে ফরম্যাটে। যা রেকর্ড। ইংল্যান্ডের শার্লটে এডওয়ার্ডস ১১৭ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাকে টপকে গেলেন মিতালি। এই তালিকার তিনে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বেলিন্ডা ক্লার্ক। তিনি ১০১ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে।

● **ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল :**

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডে গিয়ে ৫-টি টেস্ট এবং ৩-টি করে একদিনের ও টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে। টি-২০ সিরিজ ২-১-এ জেতে ভারত। প্রসঙ্গত, এই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনির ৫০০তম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ। বিশ্বের নবম ও ভারতের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই লক্ষ্যমাত্রা ছুঁলেন তিনি। একদিবসীয় সিরিজ ২-১-এ জয় করে ইংল্যান্ড। এই নিয়ে পর পর আট বার একদিনের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতে নিল তারা। সেই সঙ্গেই ভারতের একদিনের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জেতার ধারা নয়েই থমকে গেল, প্রথমবার বিরাট কোহলির নেতৃত্বে এই ভাবে হারল ভারতীয় দল। উল্লেখ্য, এই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্বের ১২তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ধোনি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছলেন।

টেস্ট সিরিজ ৪-১-এ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। প্রথম টেস্ট ম্যাচ হয় এজব্যাস্টনে। পয়লা আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই ম্যাচ ইংল্যান্ডের খেলা ১,০০০-তম ম্যাচ ছিল। বর্তমানে তারাই বিশ্বের একমাত্র দেশ যারা এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে। পঞ্চম টেস্টের আগেই ইংল্যান্ডের অ্যালাস্টার কুক জানিয়ে দেন যে চলতি সিরিজ সমাপ্ত হলেই তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন। শেষ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি শত রান করেন—তিনি বিশ্বের পঞ্চম ব্যাটসম্যান যিনি জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন। একইসঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট রানের নিরিখে তিনি কুমারা সাঙ্গাকারাকে সরিয়ে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় পঞ্চম স্থান দখল করে নিলেন। সেই একই ম্যচে নিজের জীবনের ৫৬৪তম উইকেটটি নিয়ে গ্লেন ম্যাকগ্রার ফাস্ট বোলার হিসেবে সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ড ভেঙে দিলেন কুকের সতীর্থ জেমস অ্যান্ডারসন।

● **ভারতের এশিয়া কাপ জয় :**

এক-দিনের ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক (ওডিআই) প্রতিযোগিতা, এশিয়া কাপ জয় করল ভারতীয় দল। সেপ্টেম্বর মাসে এই টুর্নামেন্টের ১৪তম আসর বসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ান ভারত এশিয়া কাপ নিজের দখলেই রাখল। ১৯৮৪ ও ১৯৯৫-এর পর এই নিয়ে মোট তিনবার সেদেশে আয়োজিত হল এশিয়া কাপ। আয়োজক এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের পাঁচ পূর্ণ সদস্য আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা ছাড়াও অংশ নেয় হংকং। প্রসঙ্গত, অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে ভারতের শেষ 'সুপার ফোর' ম্যাচে দলের নেতৃত্ব দেন মহেন্দ্র সিং ধোনি—অধিনায়ক হিসেবে এটি তার ২০০তম ওডিআই এবং বয়সের নিরিখে তিনি ভারতের প্রবীণতম অধিনায়ক হিসেবে রেকর্ড গড়লেন।

● **টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ভারত :**

৪-১-এ সিরিজ হারা সত্ত্বেও ভারত কিন্তু টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখল। সিরিজ জিতে একধাপ উঠল ইংল্যান্ড। উঠে এল চার নম্বরে। সিরিজ জয়ের সঙ্গেই ১০৫ রেটিং নিয়ে পাঁচ থেকে চারে উঠে এল ইংল্যান্ড। আট পয়েন্ট যোগ হল ইংল্যান্ডের রেটিংয়ে। ইংল্যান্ড ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরু করেছিল ৯৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে। ১০২ নিয়ে নিউজিল্যান্ড নেমে গেল পাঁচ নম্বরে। পাঁচ টেস্টের এই সিরিজে একটি ম্যাচই জিততে পেরেছিল ভারত। বাকি চারটি ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হয়েছে। এমন নয় যে কোনও ম্যাচে পয়েন্ট এসেছে। কিন্তু টানা টেস্ট সিরিজ জিতে এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল ভারত যে এভাবে হারলেও ভারতকে নামানো বেশ কঠিন। ভারতের রেটিং ১১৫। তার ঠিক পিছনে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া। দু'জনেরই রেটিং ১০৬। পয়েন্টের নিরিখে এগিয়ে থাকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তিনে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের পরের টেস্ট সিরিজ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। ৬ নভেম্বর থেকে যা শুরু হবে গলে। ভারত শীর্ষে থাকলেও ১০ পয়েন্ট খুইয়েছে। ১২৫ থেকে নেমে গিয়েছে ১১৫-তে। ভারতের পরের টেস্ট সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে। শুরু হবে ৪ অক্টোবর থেকে রাজকোটে।

● **আসন্ন ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ :**

এদেশে সিরিজ খেলতে সেপ্টেম্বরের শেষ পৌঁছে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জেসন হোল্ডারের নেতৃত্বাধীন এই দলে আছেন সুনীল আমব্রিস, দেবেন্দ্র বিশু, ক্রেগ ব্রেথওয়েট, রোস্টন চেস, শেন ডোরিচ, শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, জামার হ্যামিল্টন, শিমরন হেতমেয়ার, শাই পোহ, আলজারি জোসেফ, কেমো পল, কেরল পাওয়েল, কেরাম রোচ, জোমেল ওয়ারিকান। ২-টি টেস্ট, ৫-টি ওয়ান ডে, ৩-টি টি-২০ মিলিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে প্রায় এক মাসের টানা সিরিজ রয়েছে ক্যারিবিয়ানদের। জেমন হোল্ডারের অধিনায়কত্বে ভারতে দীর্ঘ সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

১৯৪৮ থেকে এখনও পর্যন্ত ৯৪-টি টেস্ট খেলেছে দুই দেশ। তার মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে ৩০-টি ও ভারত ২৮-টি। ড্র হয়েছে ৪৬-টি ম্যাচ। এই সিরিজ শুরু হচ্ছে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে। ৪ অক্টোবর রাজকোটে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট ১২ অক্টোবর থেকে হায়দরাবাদে। ২১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ওয়ান ডে। প্রথম ম্যাচ গুয়াহাটিতে। এর পর ২৪, ২৭, ২৯ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর ইন্দোর, পুনে, মুম্বই ও তিরুঅনন্তপুরমে হবে ওয়ান ডে। তিনটি টি-২০ ম্যাচ হবে—৪ নভেম্বর কলকাতা, ৬ নভেম্বর লখনৌ ও ১১ নভেম্বর চেন্নাইয়ে।

● **পোল্যান্ডে বক্সিং প্রতিযোগিতায় ভারতের মেয়েদের সাফল্য :**

বয়স ৩৫। কিন্তু এখনও কিংবদন্তি ভারতীয় বক্সার মেরি কম পদক জিতে চলেছেন। এ বছরই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তার তিনটি সোনা জেতা হয়ে গেল। তৃতীয়টি জিতলেন গত ১৫ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের গ্লিওয়াইসে আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে বিশ্ব ক্রমতালিকার উপরের দিকে থাকা সেরা বক্সাররা।

নিজের ৪৮ কেজি বিভাগেই লড়লেন পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মেরি। কাজাখস্তানের আইগেরিম কাসানায়েভার বিরুদ্ধে তিনি জিতলেন ৫-০ ফলে। প্রতিযোগিতায় সিনিয়র বিভাগে ভারতের এটাই একমাত্র সোনা। এ বছর মেরি কম অন্য দু'টি সোনা জিতেছেন দিল্লিতে প্রথম ইন্ডিয়া ওপেন এবং গোল্ড কোস্টে কমনওয়েলথ গেমসে। সঙ্গে বুলগেরিয়ার স্টানজা মেমোরিয়ালের মতো বক্সিংয়ের বড়ো আসরে তিনি রুপো জেতেন। অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী মেরিকে এদিন লড়তে হয়েছে তার চেয়ে উচ্চতায় বড়ো প্রতিযোগীর সঙ্গে। তবু তার অসাধারণ প্রতি-আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি কাজাখস্তানের বক্সার।

প্রসঙ্গত, প্রতিযোগিতায় ভারতকে দ্বিতীয় পদকটি দিলেন মনীষা। জিতলেন রুপো। ৫৪ কেজি বিভাগে। ফাইনালে ইউক্রেনের ইভানা ক্রুপেনিয়ার কাছে ২-৩ হেরে গেলেও তিনি অসাধারণ লড়াই করেন।

এই প্রতিযোগিতায় সিনিয়রে ভারত চারটি ব্রোঞ্জ পদকও জিতেছে। এই চার জন্য হলেন এল. সারিতা দেবি (৬০ কেজি), রীতু গ্রেওয়াল (৫১ কেজি), লভলিনা বর্গোহাইন (৬৯ কেজি) এবং পূজা রানি (৮১ কেজি)। সঙ্গে এখানে যুব বিভাগে ৫১ কেজিতে ভারতকে একমাত্র সোনা দিয়েছে জ্যোতি গুলিয়া। এই সোনা জেতায় সে আগামী অক্টোবর মাসে আর্জেন্টিনায় যুব অলিম্পিক্সে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করেছে। পাশাপাশি জুনিয়রে ভারতীয় মেয়েদের পারফরম্যান্স সত্যিই অসাধারণ। তারা পদক জিতেছে মোট ১৩-টি। যার মধ্যে সোনা ও রুপো ছ'টি করে। সঙ্গে একটি ব্রোঞ্জ।

● **বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ :**

আন্তর্জাতিক শুটিং ফেডারেশান International Shooting Sport Federation (ISSF) গত ৩১ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার চ্যাংওনে ISSF World Shooting Championships-এর আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয় ১৮৯৭ সালে, ১৮৯৬-এর গ্রীষ্ম অলিম্পিক্স সমাপ্তির পর। যদিও, ISSF প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে। ১৯৫৪ সাল থেকে প্রতি চার বছর অন্তর এই চ্যাম্পিয়ানশিপ আয়োজিত হয়। এছাড়াও অবশ্য প্রত্যেক বিজোড় বছরে আসর বসে শটগান বিশ্ব প্রতিযোগিতার। সিনিয়ার ও জুনিয়ার উভয় শ্রেণিতেই পদক তালিকার শীর্ষে রয়েছে চিন। সিনিয়ারদের শ্রেণিতে ২-টি সোনা, ৪-টি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ জিতে ভারত রয়েছে নবম স্থানে। জুনিয়ার বিভাগে ৯-টি সোনা, ৫-টি রুপো-সহ মোট ২০-টি মেডেল জয় করে দ্বিতীয় হয়েছে ভারত।

● **যুক্তরাষ্ট্র ওপেন :**

❖ খুয়ান মার্তিন দেল পোত্রোকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন এবং ১৪ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় করলেন নোভাক জোকোভিচ। ফাইনালে দেল পোত্রোকে ৬-৩, ৭-৬ (৭-৪), ৬-৩ হারানোর পরে সার্বিয়ান তারকা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়েও উঠে এলেন তিন নম্বরে। অর্থাৎ রাফায়েল নাদাল এবং রজার ফেডেরারের পরেই। কনুইয়ের চোটে এক সময়ে বিশ্ব ক্রম পর্যায়ে ২২ নম্বরে পিছিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফের টেনিস বিশ্বের 'বিগ থ্রি'-র আসনে নিজেকে ফের প্রতিষ্ঠিত করলেন জোকোভিচ। তৃতীয় যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জেতার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের দিক থেকেও জোকোভিচ স্পর্শ করলেন পিট সাম্প্রাসের ১৪ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড।

❖ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে সেরিনা উইলিয়ামসকে স্ট্রেট সেটে (৬-২, ৬-৪) হারিয়ে জীবনের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে নিলেন ২০ বছর বয়সি নেয়োমি ওসাকার। লিয়োনার্দো ও তামাকির সন্তান নেয়োমির জন্ম ১৯৯৭ সালের ১৬ অক্টোবর জাপানের ওসাকায়। মা জাপানের নাগরিক হলেও নতুন টেনিস তারকার বাবার জন্ম হাইতিতে। নিউ ইয়র্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আলাপ হয় দু'জনের। তারপরে বিয়ে। মার্কিন মুলুক ছেড়ে জাপানে চলে গিয়েছিলেন লিয়োনার্দো ও তামাকি। যখন ফিরলেন, নেয়োমির বয়স তখন তিন। তবে এবার আর নিউ ইয়র্ক নয়। ফ্লোরিডায় পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করলেন তারা। ২০১৩ সালে পেশাদার টেনিস জগতে পা রাখেন। পরের বছর ব্যাঙ্ক অব ওয়েস্ট ক্লাসিকের প্রথম রাউন্ডেই ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন চ্যাম্পিয়ন সামান্থা তোসুরকে হারিয়ে অঘটন ঘটান নেয়োমি। কিন্তু টেনিস বিশ্বে আলোড়ন ফেললেন ২০১৬ সালে। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি গতিতে যখন সার্ভ করেছিলেন অষ্টাদশী। তবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছিল নেয়োমির। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে সেই আক্ষেপ মিটল।

● **ফিফার বর্ষসেরা :**

এর আগে রোনাল্ডো ও মেসি পাঁচবার করে ফিফার বর্ষসেরা হয়েছেন। এবার অবশ্য ফিফার বিশ্ব সেরার তালিকা থেকে শেষ পর্যন্ত সরল মেসি, রোনাল্ডোর নাম। বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে তিনিই যে সেরা তা নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। এবার ফিফা তাকে বর্ষ সেরা বেছে নিয়ে স্বীকৃতি দিলেন। ক্রোয়েশিয়ার মিডফিল্ডার লুকা মডরিচ এবার ফিফার বিশ্ব সেরার পুরস্কার পেলেন। রিয়েল মাদ্রিদেরও স্টার তিনি। রিয়েল মাদ্রিদের টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জয়ের পিছনে যেমন তার ভূমিকা ছিল। তেমনই দেশকে বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলারও পিছনেও রেখেছেন বড়ো ভূমিকা। তার যোগ্য সম্মান পেলেন ফিফা থেকে।

১২ বছরে এই প্রথম মেসি ছিলেন না ফাইনালিস্টদের মধ্যে। যে জায়গা নিয়েছিলেন সালাহ। খালি হাতে ফেরেননি সালাহ। সেরা গোলের জন্য তিনি পুসকাপ পুরস্কার পেয়েছেন। ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী কোচ দিদিয়ের দেশাঁ সেরা কোচের পুরস্কার পেয়েছেন। ব্রাজিলের মার্তা দা সিলভা রেকর্ড তিনবার সেরা মহিলা ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন। এর সঙ্গে ফিফা ঘোষণা করল তাদের বর্ষ সেরা একাদশও। সেই তালিকায় যারা রয়েছেন কেলান এমবাপে, দানি আলভেজ, রাফায়েল ভারানে, নিওলেন মেসি, এনগোলো কাঁতে, এডে হ্যাজার্ড, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, লুকা মডরিচ, সার্জিও র‍্যামোস, ডেভিড দে হিয়া, মার্সেলো ভিয়েরা।

● **ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে একসঙ্গে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স :**

সদ্য প্রকাশিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে একসঙ্গে শীর্ষে জায়গা করে নিল বেলজিয়াম ও ফ্রান্স। দু'দেশেরই পয়েন্ট ১৭২৯। বেলজিয়াম একধাপ উঠে ধরে ফেলল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। গত ২৫ বছরে এই প্রথম ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ভাগাভাগি হয়ে গেল দুই দেশের মধ্যে। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে এই বেলজিয়ামকেই ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিল ফ্রান্স। বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে সেই বেলজিয়ামেই এবার ছুঁয়ে ফেলল ফ্রান্সকে। বরং ০.২৫ বাড়তি পয়েন্ট করে এগিয়েই গেল কিছুটা। যেখানে ফ্রান্স ১৭২৯.১২ সেখানে বেলজিয়াম ১৭২৯.২৫। এর আগে বেলজিয়াম ছিল ১৭২৩। ফ্রান্স ছিল ১৭২৬। তিন নম্বরে রয়েছে ব্রাজিল। ব্রাজিলের পয়েন্ট ১৬৬৩। ১৬৩৪ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে রয়েছে ক্রোয়েশিয়া। ১৬৩২ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে রয়েছে উরুগুয়ে। আর্জেন্টিনা রয়েছে ১১ নম্বরে। তার আগে রয়েছে ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, সুইৎজারল্যান্ড, স্পেন, ডেনমার্ক। জার্মানি রয়েছে ১২ নম্বরে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত জায়গা করে নিল ৯৭ নম্বরে। বেশ কয়েকবার ধরেই ১০০-র মধ্যেই নিজেদের ধরে রেখেছে ভারতীয় ফুটবল দল। যদিও সদ্য শেষ হওয়া সাফ কাপে রানার্স হয়ে থাকতে হয়েছে ভারতকে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **বায়ুদূষণ থেকে আর্থিক ক্ষতি :**

কলকারখানার জন্য যে পরিমাণে বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশে, তাতে ফি বছর ভারতের ক্ষতি হয় প্রায় ২১ হাজার

কোটি মার্কিন ডলার। বিশ্বে একমাত্র আমেরিকারই দূষণের জন্য আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এর চেয়ে বেশি। ভারতের পরেই তৃতীয়স্থানে রয়েছে সৌদি আরব। সান দিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হালের একটি গবেষণা এই তথ্য দিয়েছে। গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এ। মূল গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়েরই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ক্যাথরিন রিকে। গবেষণা জানিয়েছে, আমেরিকায় কলকারখানা থেকে ফি বছর বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মেশে ৫০০ কোটি মেট্রিক টন। যার ফলে প্রতি বছর গড়ে আমেরিকার আর্থিক ক্ষতি হয় প্রায় ২৫ হাজার কোটি ডলার। তবে কলকারখানা থেকে বেরিয়ে আসা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বাতাসে মেশে চিনে। তাতে যে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেই নিরিখে প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে নাম রয়েছে চিনের।

● **একাধিক প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত :**

'বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনাল'-এর গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, গত কয়েক বছরে বেশ কিছু প্রজাতির পাখি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে পৃথিবী থেকে। দুঃখের খবর, এর মধ্যে রয়েছে স্পিক্স'স ম্যাকাও-ও। বিজ্ঞানীদের কল্যাণে এই প্রজাতির কয়েকটি ম্যাকাও অবশ্য এখনও বেঁচে রয়েছে। তবে গবেষণাগারের খাঁচায়। প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, গত কয়েক শতকে অসংখ্য প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোয়। এই তালিকায় গবেষকরা আলাদা করে উল্লেখ করেছে আটটি প্রজাতির নাম। যার মধ্যে পাঁচটিই দক্ষিণ আমেরিকার। এর জন্যে বনজঙ্গল কেটে ফেলাকেই দায়ী করছেন গবেষকরা। আবহাওয়ার খামখেলালিপনা এবং কংক্রিকেটর জঙ্গলের বাড়বৃদ্ধির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে কোনও কোনও প্রাণী নিজেদের মধ্যে বদল ঘটাচ্ছে। যারা তা পারছে না, হার মানতে বাধ্য হচ্ছে তারা। 'বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনাল'-এর গবেষণায় আরও তিনটি প্রজাতির পাখির কথা বলা হয়েছে। 'ক্রিপটিক ট্রিহান্টার', 'আলাগোয়াস ফোলিয়েজ-গ্লিনার' এবং 'পু-উলি'। স্পিক্স'স ম্যাকাওয়ের মতো এরাও এখন বিলুপ্ত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

➢ গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞানে ভারতের সেরা পুরস্কার, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার ঘোষণা করেছে 'কাউন্সি অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' (সিএসআইআর)। সব মিলিয়ে ১৩ জন প্রাপক। স্বীকৃতি পেলেন রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাধীনকুমার মণ্ডল, দু'জনেই কল্যাণীর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইআইএসইআর)-এ কেমিক্যাল সায়েন্সেসের শিক্ষক। একজন দূষিত গ্যাস কমানোর উপায় বার করেছেন। সেই দূষিত গ্যাস দিয়েই বিকল্প জ্বালানির সন্ধান দিচ্ছেন অন্য জন। ভাটনগর পুরস্কারের গত ছয় দশকের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও প্রতিষ্ঠানের একই বিভাগের দুই অধ্যাপককে একই বছরে সম্মানিত করা হল। পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় নাম রয়েছে গোয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফির পার্থসারথি চক্রবর্তী, ইলাহাবাদের হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অদিতি সেন দে এবং বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অম্বরীশ ঘোষ।

● **'অ্যানট্রিক্স'-এর সাফল্য :**

টানা পাঁচ মাস উৎক্ষেপণ বন্ধ থাকার পর ফের মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। দু'টিই ব্রিটেনের উপগ্রহ। আর দু'টিই ইসরোর বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণ। ইসরো জানিয়েছে, গত ১৬ সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে বানানো পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল (পিএসএলভি)-সিরিজের 'সি৪২' রকেটের পিঠে চাপিয়ে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে ব্রিটেনের দু'টি উপগ্রহ—'এসওয়ান-ফোর' এবং 'নোভাসার'-কে। দু'টি উপগ্রহের মোট ওজন ৮০০ কিলোগ্রাম। ব্রিটেনের দু'টি উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠানোর জন্য ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা 'অ্যানট্রিক্স কর্পোরেশন লিমিটেড'-এর সঙ্গে চুক্তি হয় 'সারে স্যাটেলাইট টেকনোলজি লিমিটেড'-এর।

ইসরো জানিয়েছে, এটাই পিএলএলভি সিরিজের সবচেয়ে হাল্কা রকেট। ১১ বছর আগে, ২০০৭ সালে শেষ বার এই রকেটের পিঠে চাপিয়ে মহাকাশে উপগ্রহ পাঠিয়েছিল ইসরো। তারপর মানোন্নয়নের প্রয়োজনে ওই রকেটের পিঠে চাপিয়ে এতদিন আর কোনও উপগ্রহ মহকাশে পাঠায়নি ইসরো। গত ২৫ বছরে ওই পিএসএলভি সিরিজের বিভিন্ন ধরনের রকেঠের পিঠে চাপিয়ে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে ভারতের ৫২-টি এবং ২৩৭-টি বিদেশি উপগ্রহকে। 'চন্দ্রযান-১' ও 'মঙ্গলযান'-এর মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপগ্রহও মহাকাশে পাঠানো হয়েছে পিএসএলভি রকেটের পিঠে চাপিয়েই। বিশ্বে এক সঙ্গে সর্বাধিক উপগ্রহ পাঠানোর ব্যাপারেও রেকর্ড গড়েছে পিএসএলভি। গত বছর পিএসএলভি রকেটের পিঠে চাপিয়েই একসঙ্গে ১০৪-টি উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠায় ইসরো।

● **বিশ্বের বৃহত্তম পাখি :**

হাজার বছর আগের কথা। সাভানা ও মাদাগাস্কারের বৃষ্টিঅরণ্যে তখনও দেখা মিলত বিশালাকার পাখি 'এলিফ্যান্ট বার্ড' বা 'অ্যাপিওরনিস ম্যাক্সিমাস'-এর। ছ' কোটি বছরের বাস ছিল তাদের। কিন্তু মানুষের শিকার হতেহতে এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নিরীহ পাখিটি। এরা আকারেই বড়ো ছিল, কিন্তু লড়তে জানতো না। ফরাসি বিজ্ঞানীদের দাবি ছিল, এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পাখি। যদিও ১৮৯৪ সালেই ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন 'অ্যাপিওরনিস ম্যাক্সিমাস'-এর থেকে বড়ো ছিল 'অ্যাপিওরনিস টাইটান'। বিজ্ঞানী সি. ডব্লিউ. অ্যান্ড্রুর দাবি ছিল, সেটিই সবচেয়ে বড়ো পাখি। কিন্তু ফরাসি প্রতিপক্ষরা বলতে থাকেন, একটু বড়োসড়ো চেহারার 'ম্যাক্সিমাস'-কেই নতুন নাম দিয়ে 'টাইটান' বলা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। সেই সঙ্গে পাখিটির কঙ্কাল, ডিমের জীবাশ্ম সংগ্রহ করে চলতে থাকে গবেষণাও।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা দাবি করলেন, 'এলিফ্যান্ট বার্ড'-এর অন্য একটি প্রজাতি আকারে আরও বড়ো ছিল। সেটির ওজন ছিল প্রায় ৮৬০ কিলোগ্রাম, প্রায় একটা জিরাফের সমান। 'জুলজিক্যাল সোসাইট অব লন্ডন'-এর প্রধান বিজ্ঞানী জেমস হ্যান্সফোর্ড জানান যে এটি সম্পূর্ণ একটি আলাদা প্রজাতি; নাম রাখা হয়েছে 'ভোরোম্বে টাইটান'; অন্তত তিন মিটার, অর্থাৎ ১০ ফুট উচ্চতা; ওজন গড়ে সাড়ে ছ'শো কেজি। তবে যে হাড়গুলি মিলেছে, তা থেকে অনুমান, কিছু পাখির ওজন ৮৬০ কেজিও ছিল। এখনও পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে বড়ো পাখি। হ্যান্সফোর্ডের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'রয়্যাল সোসাইটি ওপেন সায়েন্স'-এ।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

দিল্লি বই মেলায় অংশ নিল প্রকাশন বিভাগ

নিজের সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশন বিভাগ ২৪তম দিল্লি বই মেলায় অংশগ্রহণ করে। গত ২৫ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর। নয়া দিল্লির প্রগতি ময়দানে। ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, কলা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি শিশুদের জন্য বই ও অন্যান্য বিষয়ের প্রকাশনের পসরা সাজিয়েছিল প্রকাশন বিভাগ। শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সংক্রান্ত পুস্তক সম্ভার প্রকাশন বিভাগের স্টলে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী অমিত খারে দিল্লি বই মেলায় প্রকাশন বিভাগের বই উন্মোচন করছেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন IGNCA-এর সদস্য-সচিব ড. সচ্চিদানন্দ যোশী এবং প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক ও অতিরিক্ত মহানির্দেশক।

হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন শ্রেণিতে ৭-টি পুরস্কার ও একটি উৎকর্ষের শংসাপত্র পায় প্রকাশন বিভাগ।

'সর্দার সচিত্র জীবনী' (হিন্দি), 'লাইফ অ্যাট রাষ্ট্রপতি ভবন' (ইংরেজি) ও 'পুস্তক সূচি' (হিন্দি)-র জন্য বিভাগ পেয়েছে প্রথম পুরস্কার। সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে 'ভারত-২০১৮' (হিন্দি), 'যোজনা' (ইংরেজি)-র ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের সংখ্যা, 'বাল ভারতী' (হিন্দি)-র ২০১৭ সালের

মেলা চলাকালীন 'রবীন্দ্রনাথ কি কলা সৃষ্টি' (হিন্দি), 'চম্পারণ পুরাণ' (হিন্দি), 'বিবেকানন্দ কি কাহানি' (হিন্দি), 'ড. কেশব বলিরাম হেগড়েওয়াড়' (কন্নড়), 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়' (কন্নড়), 'ভক্তি উত্তর অউর দক্ষিণ কা সামান্য সূত্র' (হিন্দি), 'শ্রুতি অউর স্মৃতি' (হিন্দি), 'ভারতীয় সংস্কৃতি কি আন্তরিক লয় কে স্রোত' (হিন্দি)-সহ মোট ১৯-টি বই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন বিশিষ্ট অতিথিরা, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী অমিত খারে এবং IGNCA-এর সদস্য-সচিব ড. সচ্চিদানন্দ যোশী।

সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যা ও 'আনটোল্ড স্টোরি অব ব্রডকাস্টিং ডিউরিং কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' (ইংরেজি) দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে 'বুদ্ধিসম দ্য পাথ অব কম্প্যাশন' (ইংরেজি)। দিল্লি বই মেলার সময় ফি বছর এই সব পুরস্কার দেয় 'ফেডারেশান অব ইন্ডিয়ান পাব্লিশার্স'।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

October, 2018
R.N.I. No. 19740/69

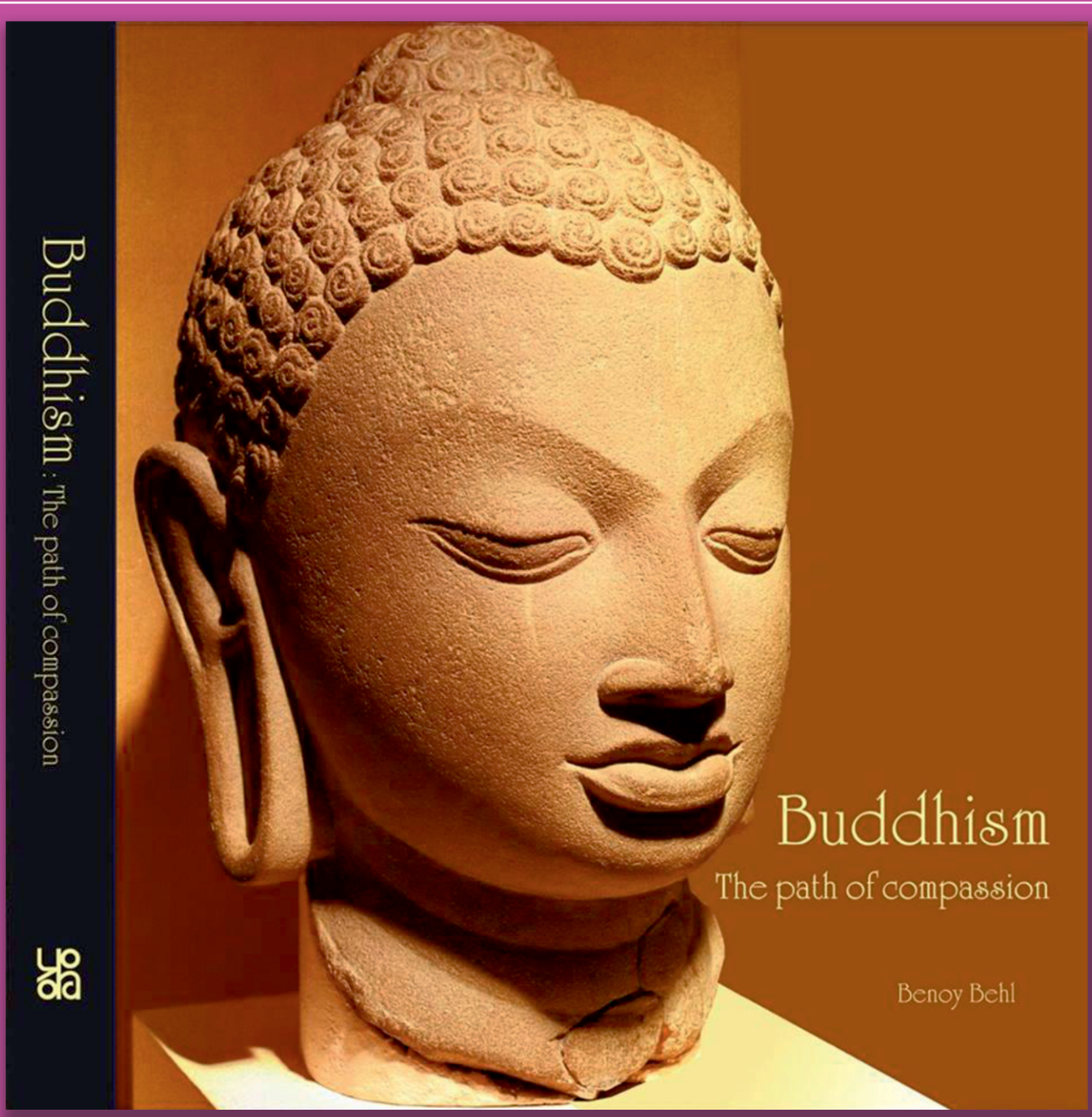

Buddhism
The Path of Compassion

A unique book !

Depicting the Buddhist Heritage of the World

By Benoy K. Behl

Publications Division
Government of India

238 Photographs!
By India's famous cultural photographer

130 Buddhist Sites Covered in 17 countries

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।